Approved by the Central Text-Book Committee.

INDRAPRASTHA

A PROSE READER

INTENDED FOR USE IN MIDDLE AND HIGH SCHOOLS IN BENGAL.

BY

SRINATH CHANDA.

Third Edition.

ইন্দ্রপ্রস্থ

তৃতীয় সংস্করণ।

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ প্রণীত।

CITY BOOK SOCIETY,

64, College Street, Calcutta.

1916.

প্রকাশক—শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী]

মূল্য ৶৹ আনা।
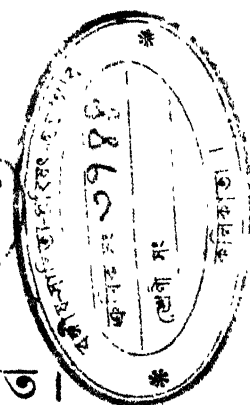
প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,
"মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উৎসর্গ-পত্র

ভক্তিভাজন

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহাশয় শ্রীচরণেষু

দেব,

আপনি বঙ্গভাষার নবজীবন-দাতা। শৈশবে বর্ণপরিচয়ে, বাল্যে বোধোদয়ে, যৌবনে জীবনচরিতে আপনাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি; আপনার প্রসাদেই মাতৃভাষার পরিচর্য্যায় কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়াছি।

দেব, আমি এই পৃথিবীর ধূলায় পতিত থাকিয়াও অদ্য কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে আপনার চরণ ধৌত করিতেছি; আমার অতি যত্নের ক্ষুদ্রগ্রন্থ আপনার পুণ্য-নামে উৎসর্গ করিয়া গভীর তৃপ্তি ও আনন্দলাভ করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার পবিত্র স্মৃতি যেন চিরদিন এ ক্ষুদ্র জীবনে শক্তি ও আলোক প্রদান করে।
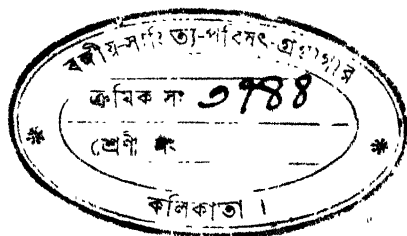
বিজ্ঞাপন

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত ভারতগ্রন্থ অনন্ত রত্নের আকর। এই অপূর্ব্ব মহাকাব্য হইতে কত সাহিত্য, কত নীতিগ্রন্থ, কত কাব্য ও নাটক প্রণীত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি নীতিবিজ্ঞান, কি সমাজরহস্য, কি মানবচরিত্র, মহাভারতে এ সকলই অতি অপূর্ব্ব কৌশলে ও তেজস্বিনী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ প্রাচীন আর্য্য-জাতির মধ্যে জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, বীরত্ব ও সভ্যতার যে কতদূর উৎকর্ষ হইয়াছিল, মহাভারতই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ভারতবর্ণিত কুরুপাণ্ডবের জীবন-কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই ইন্দ্রপ্রস্থ রচিত হইল। পাণ্ডবদিগের বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া বনগমন পর্য্যন্ত সময়ের বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। মহাভারতের মূল ঘটনার সহিত রাশি রাশি উপাখ্যান ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে; এ গ্রন্থে তৎসমুদায় পরিগৃহীত হয় নাই; মূল ইতিহাসমাত্র বর্ণিত হইয়াছে।

ইন্দ্রপ্রস্থ মহাভারতের অবিকল অনুবাদ নহে। ভারতীয় উপাখ্যানটি অবলম্বন করিয়া একখানি নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য লিখিতে যত্ন করিয়াছি। স্থানে স্থানে বিবিধ সংস্কৃত কাব্যাদির ভাব ও বর্ণনা গৃহীত হইয়াছে। বালকশিক্ষার সম্যক্ উপযোগী করিবার জন্য মূল ঘটনারও কোন কোন স্থান পরিত্যক্ত বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতগ্রন্থের মধ্যে মধ্যে এরূপ দুরূহ ও অননুকরণীয় ভাব ও বর্ণনা আছে, যাহা ভাষান্তরিত করা অসম্ভব; সেই সেই স্থলে দূর হইতেই মহর্ষির চরণে প্রণিপাত করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করা গিয়াছে। আমার অবলম্বিত প্রণালী কতদূর সুসঙ্গত হইয়াছে, তাহা সুধীগণের বিবেচনা সাপেক্ষ।

মহাকবির অলৌকিক প্রতিভা, দেবদুর্ল্লভ কবিত্ব ও অমৃতময়ী ভাষার গুণে মহাভারত যেরূপ অমরত্ব লাভ করিয়াছে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের পক্ষে

তাহার প্রত্যাশা কোথায়? তথাপি ইহাও সেই ঋষিমুখ-বিনিঃসৃত অমৃতবাক্য বলিয়া যদি লোকসমাজে আদৃত হয় আদর্শ-মানবচরিত্র বলিয়া যদি বালকশিক্ষার উপযুক্ত হয়, আর এতদ্দ্বারা মাতৃভাষার যদি কিঞ্চিন্মাত্রও অঙ্গপুষ্টি হইয়া থাকে, তবেই আমার সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম সফল হইবে।

ময়মনসিংহ জেলাস্কুল,
২০এ মার্চ্চ, ১৮৯৭ } শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।

তৃতীয় সংস্করণ।

বহুদিন হইল ইন্দ্রপ্রস্থ পুনর্ম্মুদ্রণের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও বার্দ্ধক্যবশতঃ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আর ইচ্ছা হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের উদ্যোগেই ইহার পুনঃ প্রচার সম্ভব হইল।

বঙ্গভাষা ক্রমেই উন্নত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনব রূপ ধারণ করিতেছে। বিদ্যাসাগরযুগে যে অটল ভিত্তির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই ভূমিতে স্থিরতর থাকিয়াই এই ভাষা নিত্য নবতর সৌন্দর্য্যে ও কবিত্বরসে সজীব হইয়া উঠিতেছে। ভাষা প্রবাহের এই নূতন গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই গ্রন্থ সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করিতে যথা-শক্তি যত্ন করিয়াছি। যদি আমার এই প্রয়াস কিয়ৎ পরিমাণেও সফল হইয়া থাকে, তবেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

ময়মনসিংহ,
১লা আশ্বিন, ১৩২৩। } শ্রীশ্রীনাথ চন্দ।

OPINIONS.

I have read with very great pleasure Pandit Srinath Chand's Bengali work, *Indraprastha.* It displays the author's usual power of writing very good Bengali of the Vidyasagar style of composition. The present work further contains excellent moral instruction. On the whole, I can, without hesitation, say that the book is in every way worthy of being put into the hand of a student of the vernacular schools.

(Sd.) KRISHNA KAMAL BHATTACHARJI, B. L.
Principal, Ripon College, Calcutta.

I have read with great interest your book entitled the *Indraprastha* Apart from the subject-matter which alone is sufficient to commend itself to the favour of the reading public, being drawn out from the exhaustless well of sanskrit "undefiled," the exceptional character of the book consists in the language in which it has been couched, Among the host of writers who have followed Vidyasagar, none has been more successful than yourself in reproducing the lucid and dignified style of the great master. Considering the happy selection of subject, the chasteness of style and the judicious method of marshalling facts, I am of opinion that your work has been admirably suited to the capacities of boys for whom it has been intended.

(Sd) SATIS CHANDRA VIDYABHUSAN, M. A.
Professor of Sanskrit, Krishnanagar College.

I consider *Indraprastha* to be a valuable contribution to the school-book literature of Bengal. The style partakes of the character of that brought into vogue by the late Venerable Pandit Iswar Chandra Vidyasagar which though somewhat high-flown is justly regarded as a model of elegance and lucidity. The story is full of human interest and there is scarcely a page which is not replete with moral instruction of the most ennobling kind. The book deserves a wide circulation.

(Sd.) RADHA NATH RAI.
Inspector of Schools, Orissa Division.

I have perused with much pleasure part of your work entitled *Indraprastha.* The language of the book is simple, elegant and of good taste. Its style too is in conformity with the usage of the language. In my opinion, your book will meet with a universal recognition. It will serve the two-fold purpose of a moral treatise and a text-book on literature for our boys and girls. I hope the authorities of every school will encourage you by introducing it into their schools

(Sd.) BARADA KANTA BIDYARATNA.
Senior Professor of Sanskrit, City College, Calcutta.

The perusal of the whole of your *Indraprastha* has given me much pleasure. It is written throughout in pure, elegant and simple language. The merit of the book is much enhanced by the fine moral precepts with which it is interspersed. I hope you will continue improving the mother tongue by similar publications.

(Sd.) BIDHU BHUSHAN GOSWAMI, M. A.
Professor of Sanskrit, Hoogly College.

I went carefully over your *Indraprastha* and I am of opinion that the book will admirably suit the capacity of those for whom it is intended. Though the subject has been taken from our old Mahabharata, it has been nicely treated and appears clothed in a new form. The language of the book is easy and smooth.

(Sd.) BIHARILAL BIDYARATNA, M. A.
Professor of Sanskrit, General Assembly's Institution, Calcutta.
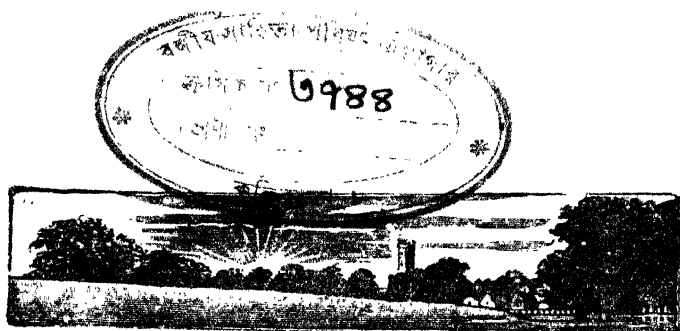
ইন্দ্রপ্রস্থ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুরুকুলাধিপতি রাজর্ষি পাণ্ডু অকালে মানবলীলা সংবরণ করিলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র, জন্মান্ধ বলিয়া পূর্ব্বে রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই; অধুনা পাণ্ডবেরা অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া তাঁহার হস্তেই রাজ্যভার ন্যস্ত হইল। তিনিও যত্নসহকারে রাজ্যশাসন এবং পাণ্ডবদিগকে সন্তানবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। উদারচেতা পিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মপরায়ণ বিদুর ও মহামুনি দ্বৈপায়ন, পাণ্ডুপুত্রদিগের হিত-সাধনে সতত যত্নবান্ রহিলেন। স্নেহময়ী জননী কুন্তীদেবী, নিয়ত পতিশোকে ম্রিয়মাণ থাকিয়াও, সন্তানদিগের লালনপালনে কদাপি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই।

পাণ্ডুপুত্ত্রগণ শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায়, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। যথাকালে তাঁহাদিগের ক্ষত্ত্রধর্ম্মোচিত সংস্কার সকল সম্পাদিত হইল। তাঁহারা দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত ভ্রাতৃস্নেহে মিলিত হইয়া বাল্যক্রীড়া করিতেন। ক্রীড়াভূমিতে পাণ্ডবদিগের বিলক্ষণ মহত্ত্ব, বিক্রম ও তেজস্বিতা প্রকাশ পাইত। শারীরিক বলে ভীমসেন সর্ব্বদাই কৌরবদিগকে পরাভূত করিতেন। জ্যেষ্ঠ কৌরব দুর্য্যোধন অতীব খলস্বভাব, পরশ্রীকাতর ও আত্মসুখপরায়ণ ছিল; পাণ্ডবদিগের অভ্যুদয় দর্শন করিয়া তাহার মনে সাধুজননিন্দিত হিংসাবুদ্ধির সঞ্চার হইতে লাগিল। লোকমুখে পাণ্ডুপুত্ত্রদিগের গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে তাহার শোণিতপ্রবাহে যেন হলাহলের সঞ্চার হইত! পাপমতি দুর্য্যোধন এইরূপে বাল্যকাল হইতেই পাণ্ডবদিগের ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল।

হস্তিনাপুরসমীপে গঙ্গাপুলিনে "উদককেলী" নামে এক অতি মনোহর উদ্যান ছিল। ঐ উদ্যানে সুধাধবলিত রাজপ্রাসাদ, সুশীতল জলপূর্ণ দীর্ঘিকা, ফলপুষ্পশোভিত তরুরাজি, বিহঙ্গকূজিত কুঞ্জকানন এবং বিলাসি-জন-সেব্য সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তু সর্ব্বদাই সুসজ্জিত থাকিত। উদ্যানের জলভাগ কমল, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জলজপুষ্পে এবং স্থলভাগ নানাবর্ণ কুসুমরাজিতে সুশোভিত ছিল। সৌরভবাহী সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইয়া দশদিক্ আমোদিত করিয়া রাখিত। একদা দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে বলিল, চল আমরা সকলে যাইয়া সুন্দর তটশালিনী গঙ্গায় জলক্রীড়া করি। সরলহৃদয় যুধিষ্ঠির তাহার

বাক্যে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তখন পাণ্ডব ও কৌরবগণ কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ বা অশ্বে আরোহণ করিয়া "উদককেলী" নামক সুরম্য উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধনের নির্দ্দেশক্রমে গঙ্গাতীরে বসননির্ম্মিত বিচিত্র গৃহ সকল স্থাপিত হইল; সেই সকল গৃহে উৎকৃষ্ট শয্যা ও উপাদেয় খাদ্যসম্ভার সংগৃহীত হইল।

রাজকুমারগণ যথেচ্ছাক্রমে উদ্যানের শোভা দর্শন করিয়া আহারার্থ পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা প্রসন্নমনে আহার করিতে করিতে মিষ্টান্ন লইয়া একে অন্যের মুখে দিতে লাগিলেন। পাপমতি দুর্য্যোধন সেই অবসরে মিষ্টান্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া স্নেহময় ভ্রাতার ন্যায়, প্রিয়তম সুহৃদের ন্যায় মিষ্টবাক্য কহিতে কহিতে, সেই বিষাক্ত খাদ্য বৃকোদরের মুখে তুলিয়া দিল। সরলস্বভাব ভীম তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া প্রসন্নচিত্তে সেই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলেন। আহারান্তে ভ্রাতৃমণ্ডলী মিলিত হইয়া জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দিবাবসানে সহস্ররশ্মি বিভাবসু অস্তাচলশিখর আশ্রয় করিলে, সকলে জলকেলী পরিত্যাগ করিয়া বিহারগৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। একমাত্র ভীমসেন বিষপানহেতু ক্লান্ত ও মৃতকল্প হইয়া গঙ্গাসৈকতে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সকলে পটমণ্ডপে গমন করিলে দুর্য্যোধন তাঁহাকে লতাপাশে বাঁধিয়া গঙ্গাস্রোতে নিক্ষেপ করিল।

এদিকে পাণ্ডবেরা গৃহগমন সময়ে ভীমকে না দেখিয়া উদ্যানের চতুর্দ্দিকে তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও

তাঁহাকে না পাইয়া ভাবিলেন যে, তিনি হয় ত আমাদিগের অগ্রেই চলিয়া গিয়াছেন। পাপাত্মা দুর্য্যোধন মনে মনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত স্বগৃহে গমন করিল। যুধিষ্ঠির মাতার নিকট যাইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, বৃকোদর কি গৃহে আসিয়াছে? তাহাকে দেখিতেছি না কেন? আমরা সর্ব্বত্র তাহার অন্বেষণ করিয়াছি; তাহাকে না পাইয়া বোধ হইল, সে অগ্রেই গৃহে আসিয়াছে; এক্ষণে তাহাকে না দেখিয়া অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। আপনি ত তাহাকে কোথাও প্রেরণ করেন নাই? পুত্রের মুখে এই অমঙ্গল বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী পৃথা অতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, বৎস, আমি ত ভীমসেনকে দেখি নাই, সে এ পর্য্যন্ত গৃহেও আগমন করে নাই। তুমি অনুজদিগকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র তাহার অন্বেষণ কর। অনন্তর বিদুরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, অদ্য কুমারগণ জলবিহার করিতে গিয়াছিল, সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ভীমসেন এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহাকে দেখিতে পারে না; হয় ত ঐ পাপাত্মাই আমার ভীমকে বিনাশ করিয়াছে! মহামতি বিদুর কহিলেন, কল্যাণি, যদি পরিণামে আপনার কুশল চাও, তবে আর ওরূপ কথা মুখে আনিও না; দুর্য্যোধন তোমার এইরূপ মনোভাব জানিতে পারিলে অতিশয় উপদ্রব করিবে। ভীমের জন্য তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। মহর্ষি বেদব্যাস কহিয়াছেন, তোমার পুত্রগণ দীর্ঘজীবী হইবে; তাঁহার কথা কদাপি ব্যর্থ হইবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া পুত্রগণসহ গৃহে

অবস্থান কর; বৃকোদর শীঘ্রই আসিয়া তোমার আনন্দবর্দ্ধন করিবে।

এদিকে মহাবল ভীমসেন সমস্ত রজনী গঙ্গাসলিলে নিমগ্ন থাকিয়া প্রভাতে জাগরিত হইলেন। কথিত আছে, সর্পদংশনে তাঁহার ভক্ষিত বিষের শক্তি অপগত হইয়া যায়। যাহা হউক, পরদিবস মধ্যাহ্ন সময়ে তিনি সবল ও সুস্থদেহে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইতে দেখিয়া 'দৈব-প্রসাদেই তোমাকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইলাম' এই বলিয়া সকলে আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের মুখে দুরাচার দুর্য্যোধনের দুশ্চেষ্টার কথা শ্রবণ করিয়া স্থিরবুদ্ধি যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ, এ বিষয়ে আমাদিগের নিকট যাহা কহিলে, এই পর্য্যন্তই ভাল, আর কাহারও নিকট কিছুই প্রকাশ করিও না। অদ্যাবধি আমরা একে অন্যের রক্ষা বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিব।

দুর্জ্জন দুর্জ্জনেরই সহায় হয়। উদ্ধতস্বভাব কর্ণের সহিত দুর্য্যোধনের বিলক্ষণ সখ্য জন্মিল; আর কুটিলমতি মাতুল শকুনি আসিয়া তাহার মন্ত্রী হইল। উহারা সর্ব্বদা গোপনে সম্মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের অহিত চিন্তা করিত এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাঁহাদিগের অনিষ্টসাধনে তৎপর হইত। পাণ্ডবেরা উহা জানিতে পারিয়াও বিদুরের পরামর্শ মতে, যেন কিছুই জানেন না, এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। কিন্তু আপনারা সর্ব্বদা সতর্ক ও সাবধান হইয়া থাকিতেন।

রাজকুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া

পিতামহ ভীষ্ম উপযুক্ত গুরুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একদা লোকমুখে শুনিতে পাইলেন, মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ দ্রোণাচার্য্য সম্প্রতি হস্তিনানগরে আসিয়া কৃপাচার্য্যের গৃহে বাস করিতেছেন। দ্রোণাচার্য্য, ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী মহাবীর পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ভীষ্মদেব স্বয়ং যাইয়া দ্রোণসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সৎকার ও সাদরসম্ভাষণ করিয়া হস্তিনাপুরে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্য কহিলেন, মহাত্মন্, পূর্ব্বে আমি ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থ মহর্ষি অগ্নিবেশের আশ্রমে বহু কাল বাস করিয়াছিলাম। তখন পঞ্চালদেশীয় রাজপুত্র দ্রুপদও অস্ত্রশিক্ষার্থ তথায় বাস করিত। সতীর্থ বলিয়া তাহার সহিত আমার বিলক্ষণ বন্ধুতা জন্মিল। দ্রুপদ যখন কৃতবিদ্য হইয়া গৃহে যায়, তখন আমাকে কহিল, সখে, আমি যখন পঞ্চালরাজ্যে অভিষিক্ত হইব, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তখন তোমার সহিত মিলিত হইয়া সুখভোগ করিব। অতঃপর আমিও দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। সামান্য জীবিকার জন্য পরপ্রত্যাশী হওয়া কিংবা পাপজনক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা, আমার নিকট অতিশয় ঘৃণার বিষয় ছিল। কিন্তু দারিদ্র্যবশতঃ পত্নীর ও প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামার অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে দেখিয়া, আমার বাল্যসখা দ্রুপদের কথা স্মরণ করিয়া পুত্রকলত্রসহ পঞ্চালরাজ্যে গমন করিলাম। পথিমধ্যে শুনিতে পাইলাম, দ্রুপদ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তখন আমার অন্তরে যে কতই আশা ও আনন্দের উদয় হইল, বলা

যায় না। আমি দ্রুতপদে রাজসমীপে যাইয়া কহিলাম, রাজন্, আমি তোমার বাল্যসখা, তুমি পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলে যে, আমার সহিত একত্রে রাজ্যসুখ উপভোগ করিবে। আমি তদনুসারে তোমার নিকটে আসিয়াছি।

ঐশ্বর্য্যমত্ত দ্রুপদ আমার কথায় কিঞ্চিন্মাত্র আস্থা প্রদর্শন করিল না, বরঞ্চ আমাকে হীন লোকের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া কহিল, ওহে ব্রাহ্মণ, তুমি হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিতেছ! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তুমি আর আমার বন্ধুতার উপযুক্ত নও। দেখ, বাল্যকালে কাহার সহিত বন্ধুতা না থাকে? চিরদিন সেই বন্ধুতা রক্ষা করিতে বাসনা করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম। যেমন মূর্খের সহিত বিদ্বানের, ভীরুর সহিত শূরের, পাপীর সহিত সাধুর বন্ধুতা হয় না, সেইরূপ দরিদ্রের সহিত ধনীর, ভিক্ষুকের সহিত রাজার কদাপি সখ্য জন্মে না। তুমি কহিতেছ, তোমার সহিত একত্রে রাজ্যভোগ করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিন্দুমাত্রও আমার স্মরণ হইতেছে না। আমি কেবল এক রাত্রির জন্য তোমাকে ভোজ্যবস্তু দান করিতে পারি। দ্রুপদের মুখে এইরূপ মর্ম্মবিদারক কটু বাক্য শ্রবণ করিয়া ঘৃণা ও ক্রোধে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। তখন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা সফল করিবার জন্য গুণবান্ শিষ্যের অনুসন্ধান করিতেছি।

ভীষ্ম কহিলেন, হে দেব, আপনি আশ্বস্ত হউন। আপনার ন্যায় মহাত্মার পক্ষে ক্রোধপরায়ণ হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

ক্রোধ হৃদয়ের শান্তি হরণ করে, ক্রোধই যুদ্ধাদি ঘটাইয়া লোক-স্থিতি বিনাশ করে। অতএব আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমা অবলম্বন করুন। অদ্য হইতে আমি আপনাকে আচার্য্য-পদে বরণ করিলাম; আপনি কুরুবালকদিগের অস্ত্রশিক্ষার ভার গ্রহণ করুন। কুরুকুলের যাবতীয় ধনরত্ন আপনার অধীন হইবে; রাজকুমারগণ চিরকাল আপনার আজ্ঞাবহ থাকিবে।

মহাবীর দ্রোণ আচার্য্যপদে বৃত হইয়া সবিশেষ যত্নসহকারে রাজকুমারদিগকে শিক্ষা দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদীয় শিক্ষানৈপুণ্যের সংবাদ শ্রবণ করিয়া নানা দেশবাসী রাজ-কুমারেরা অস্ত্রশিক্ষার্থ তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। সমবেত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অর্জ্জুনই অস্ত্রপ্রয়োগ-নৈপুণ্য, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় গুণে এবং লক্ষ্যভেদে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়া অল্পদিন মধ্যেই আচার্য্যের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। উগ্রস্বভাব দুর্য্যোধন ও মহাবল ভীমসেন গদাযুদ্ধে নৈপুণ্য লাভ করিলেন। আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা ও সূতপুত্র কর্ণ, সর্ব্বাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া প্রায় অর্জ্জুনের তুল্যকক্ষ হইলেন। ধীরপ্রকৃতি যুধিষ্ঠির উৎকৃষ্ট রথী এবং নকুল ও সহদেব অসি চালনায় কুশলী হইলেন।

একদা আচার্য্য শিষ্যগণের পরীক্ষার্থ একটি কৃত্রিম নীলপক্ষী নির্ম্মাণ করাইয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় স্থাপিত করিলেন। তৎপর শিষ্যদিগকে কহিলেন, তোমরা সকলে শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া লক্ষ্যভেদের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক। আমি ক্রমে এক এক জনকে আদেশ করিতেছি; আমার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই ঐ লক্ষ্যের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে

হইবে। আচার্য্য প্রথমতঃ যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্যভেদ করিতে আদেশ দিয়া কহিলেন, রাজকুমার, তুমি ঐ লক্ষ্যের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ কর। যুধিষ্ঠির বলিলেন, হাঁ, আমি দেখিতেছি। তখন আচার্য্য কহিলেন, বৎস, তুমি কি এই বৃক্ষকে, আমাকে ও ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভগবন্, আমি এই বৃক্ষকে, আপনাকে, ভ্রাতাদিগকে এবং বৃক্ষস্থ পক্ষীকে যুগপৎ দর্শন করিতেছি। তাহা শুনিয়া আচার্য্য অপ্রসন্নমনে কহিলেন, তুমি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে না, এস্থান হইতে অপসৃত হও। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনাদি সকল শিষ্যকেই পর্য্যায়-ক্রমে পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার মনোগত উত্তর দিতে না পারিয়া সকলেই তিরস্কৃত হইল।

তখন আচার্য্য হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৎস, এইবার তোমাকেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে। অর্জ্জুন গুরুবাক্যানু-সারে শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক লক্ষ্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। তখন আচার্য্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, তুমি কি বৃক্ষটিকে, আমাকে ও ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ? অর্জ্জুন বলিলেন, ভগবন্, আমি ত বৃক্ষটিকে বা আপনাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না; কেবল শকুন্তকেই নিরীক্ষণ করিতেছি। দ্রোণ প্রীতমনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি শকুন্তকে সম্যক্-রূপে দেখিতেছ? অর্জ্জুন বলিলেন, না মহাশয়, আমি বিহঙ্গের মস্তক ভিন্ন অন্য কোনও অবয়ব দেখিতেছি না। তখন আচার্য্য প্রসন্নবদনে আদেশ করিলেন, বৎস, তবে লক্ষ্য বিদ্ধ কর। এই কথা বলিতে না বলিতেই বৃক্ষস্থিত পক্ষী অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণ

শরে ছিন্নশিরা হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। অর্জ্জুনের এতাদৃশ স্থিরচিত্ততা ও অস্ত্রনৈপুণ্য দর্শন করিয়া আচার্য্য মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এতদিনে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল। একমাত্র অর্জ্জুনের সাহায্যেই আমার পরম শত্রু দ্রুপদরাজকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ লইতে পারিব। তৎপর অর্জ্জুনকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া স্নেহভরে কহিলেন, বৎস, এই জীবলোকে তোমার ন্যায় ধনুর্দ্ধর আর কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই; আশীর্ব্বাদ করি, তুমি অস্ত্রবলে সসাগরা পৃথিবী পরাজিত করিয়া পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি ও গৌরব পরিবর্দ্ধিত কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডুপুত্রগণ ক্ষত্রজনোচিত অস্ত্রবিদ্যায় যেমন পারদর্শী হইলেন, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ নীতিবিদ্যায়ও তাঁহাদিগের সেইরূপ অধিকার জন্মিল। ভীষ্ম ও বিদুরের নিকট ধর্ম্মনীতির উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা বংশানুরূপ সদ্‌গুণে ও সদাচারে বিভূষিত হইলেন। তাঁহাদিগকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দেখিয়া হস্তিনাপুরবাসী সাধুজনের অন্তরে বিমল আনন্দের সঞ্চার হইল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা এবং তাঁহাদের অনুগত ব্যক্তিগণ,

নিদারুণ ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির অতিশয় ধর্ম্ম-পরায়ণ ও সুশীল, তাঁহার উদার হৃদয়ে ভেদ-বুদ্ধি স্থান পাইত না; তিনি দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতাকেও আপন সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। কৌরবদিগকে ঈর্ষাপরায়ণ, উন্মার্গগামী ও ইন্দ্রিয়সুখে নিমজ্জিত দেখিয়া তাঁহার করুণ হৃদয়ে অতিশয় ক্লেশানুভব হইত। উহাদিগের জীবনের পরিণাম ভাবিয়া তিনি ভীত ও ব্যথিত হইতেন।

একদা কৌরবদিগকে একান্তে উপবিষ্ট দেখিয়া শান্তমতি যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে কহিলেন, ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, তোমরা মহাভ্রমে পতিত হইয়াছ। তোমরা যে পথে চলিতেছ, ইহাতে স্থায়ী সুখলাভের কোনও প্রত্যাশা নাই। নিয়ত প্রবৃত্তির পথে চলিয়া কেহ কদাপি সুখী হইতে পারে না। বাল্যকালের বিগমেও যদি বালোচিত চাপল্যের অপনয়ন না হয়, তবে সাধুসমাজে নিন্দিত ও অবজ্ঞাত হইতে হয়। আপাতমধুর পরিণামবিরস বিষয়-ভোগে যাহারা সুখপ্রাপ্তির আশা করে, তাহারা কুবলয়মালা বলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করে, রজ্জু বলিয়া কাল ভুজঙ্গ ধরিতে যায়! তোমরা জান, যৌবন অতি বিষম কাল! এ সময়ে সৎ পথ অবলম্বন করিতে না পারিলে, চিরজীবন দুঃখভাগী হইতে হয়। দেখ, অচিরে আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইব, তখন অতি গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার আমাদিগের মস্তকে নিপতিত হইবে। অতএব এইবেলা সাবধান হও। অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিয়াছি, অপরিমিত পানভোজন দ্বারা শরীরের

স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিয়াছি, পরে যেন এই বলিয়া অনুতাপ করিতে না হয়।

দুরাচার কৌরবগণ সুশীল যুধিষ্ঠিরের এই হিতগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল এবং পরস্পরের মুখপানে চাহিতে লাগিল। পরিশেষে সকলে মিলিয়া এরূপ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল যে, যুধিষ্ঠির নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া দুঃখিতমনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি সদভিপ্রায়ে ও সদয়চিত্তে উপদেশ দিতে গিয়াছিলেন, তৎপরিবর্ত্তে ঘৃণা ও উপহাস প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় মর্ম্মপীড়া অনুভব করিলেন।

একদা দ্রোণাচার্য্য রাজসভায় যাইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ, কুমারেরা সকলেই ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছে। রাজাজ্ঞা পাইলে তাহারা অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দেয়। ধৃতরাষ্ট্র প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের এক মহৎ কর্ম্ম সাধন করিলেন, এক্ষণে প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে কুমারদিগের অস্ত্রনৈপুণ্য প্রদর্শিত হউক। এ বিষয়ের যেরূপ আয়োজন করিতে হয়, আজ্ঞা করুন; আপনার আদেশের অন্যথা হইবে না। আজি আমি অন্ধতাজনিত অভিনব ক্লেশ অনুভব করিতেছি। যাহা হউক, আমার চক্ষু না থাকিলেও আমি রঙ্গভূমিতে উপস্থিত থাকিব এবং চক্ষুষ্মান্‌দিগের মুখে সন্তানগণের কৃতকার্য্যতা শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিব।

আচার্য্যের নির্দ্দেশক্রমে এক বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র রঙ্গভূমির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ স্থান তরুগুল্মহীন ও সুপরিচ্ছন্ন ছিল; উহার স্থানে স্থানে প্রস্রবণ ও জলাশয় থাকাতে অতীব রমণীয়

হইয়াছিল। রাজশিল্পিগণ তাহার একপার্শ্বে অতি বিস্তৃত দর্শনাগার, বিশ্রামগৃহ ও অস্ত্রশালা নির্ম্মাণ করিল; অপর পার্শ্বে রাজপরিজন ও মহিলাদিগের জন্য সুরম্য বস্ত্রাবাস স্থাপিত হইল। স্থানে স্থানে অত্যুন্নত মঞ্চ নির্ম্মিত এবং দর্শকদিগের জন্য ছায়াযুক্ত বিশ্রামস্থান নিরূপিত হইল। সর্ব্বত্র এই কথার ঘোষণা হইলে দেশ দেশান্তর হইতে লোকমণ্ডলী সমাগত হইয়া হস্তিনানগরীকে যেন জনতরঙ্গে প্লাবিত করিয়া তুলিল।

যথা সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অমাত্যগণসহ দর্শনাগারে প্রবেশ করিলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি কুরুপ্রবীণেরা সম্মুখবর্ত্তী স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। রাজমহিষীরা সহচরীগণসহ প্রসন্নবদনে যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। অভ্যাগত জনগণের কোলাহলে সেই সুপ্রশস্ত রঙ্গভূমি উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের ন্যায় বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বাদকেরা মনোমুগ্ধকর বাদ্যধ্বনিতে দর্শকগণের কৌতূহল উদ্দীপিত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে শুক্লাম্বরধারী, শুক্লকেশ ও শুক্লচন্দনানুলিপ্তকলেবর মহাবীর দ্রোণাচার্য্য উজ্জ্বলবেশধারী শিষ্যমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া দর্শকমণ্ডলীমধ্যে মহাকোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল। পরিচিত লোকেরা অপরিচিতদিগকে রাজকুমারগণের পরিচয় দিতে লাগিল। তখন মহাবীর্য্য সুশিক্ষিত রাজপুত্রগণ সমবেতভাবে বিবিধ অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন্। কুমারেরা বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বনামাঙ্কিত বাণদ্বারা লক্ষ্য ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে রঙ্গভূমি যেন শরজালে সমাচ্ছন্ন

হইয়া উঠিল। দর্শকগণ কেহ শরপতনভয়ে মস্তক নত করিতে লাগিল; কেহ ভীমসেনের গদাচালনার, কেহ বা অর্জ্জুনের বাণক্ষেপণের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিদুর ও কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর নিকট রাজকুমারদিগের কার্য্যকৌশল বলিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হইল। প্রথমে মহাবল ভীমসেন ও দুর্য্যোধন দুই দিকে দুই মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন! তাঁহাদিগের বিশাল বক্ষঃস্থল, স্থূলোন্নত কলেবর ও লৌহ-মুদ্গরতুল্য বাহুযুগল দর্শন করিয়া দর্শকেরা বারংবার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। সেই রণোন্মত্ত বীরদ্বয় ক্রোধভরে পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে করিতে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে ক্রোধপরায়ণ ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন দেখিয়া ধীমান্ দ্রোণাচার্য্য সেই যুদ্ধোদ্যত বীরদ্বয়কে নিরস্ত করিলেন। তৎপর আচার্য্য রঙ্গমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, এই আমার প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুন! ইনি আমার পুত্র হইতেও প্রিয়, সর্ব্বাস্ত্রকুশল ও ইন্দ্রতুল্য মহাবীর! আচার্য্য এইরূপ পরিচয় দিয়া নিবৃত্ত হইলে, দিব্যাস্ত্রপরিশোভিত দিব্যালঙ্কারভূষিত নবজলধরতুল্য শ্যামতনু মহাবীর অর্জ্জুন রণপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, এই লোকারণ্যমধ্যে সহসা এক বিশাল পর্ব্বতচূড়া প্রকাশিত হইল। তদ্দর্শনে উপস্থিত জনগণের চিত্ত যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িল। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সহসা এই রঙ্গভূমি এরূপ নীরব ও নিস্তব্ধ হইল

কেন? বিদুর কহিলেন, মহারাজ, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন সামরিক-বেশে রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া এই জনমণ্ডলী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র প্রসন্নমনে কহিলেন, আঃ! এতদিনে আমার হৃদয়ের ভার অপনীত হইল, এতদিনে আমার গুরুতর কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইল। আহা! পাণ্ডবগণের এইরূপ শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিয়া আজি আমার বিলুপ্তপ্রায় ভ্রাতৃশোক সহসা নবীভূত হইয়া উঠিতেছে।

মহাবীর অর্জ্জুন আচার্য্যসমীপে আপনার শিক্ষাকৌশল প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বিচিত্র শিক্ষাগুণে কখন দীর্ঘ, কখন হ্রস্ব, কখন দৃশ্যমান, কখন বা অন্তর্হিত, এই রথে উপবিষ্ট, এই আবার ভূতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। ফলতঃ সেই সুশিক্ষিত কুমারসেনার মধ্যে অর্জ্জুনের ন্যায় অস্ত্র-কুশল আর কাহাকেও দেখা গেল না। তাঁহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, সেই ক্ষত্রযুবকগণের মধ্যে এমন কেহই ছিল না। দর্শকগণ পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য! পার্থের কি শিক্ষানৈপুণ্য! তিনি যে কখন বাণ গ্রহণ করিতেছেন, কখন বাণ সন্ধান করিতেছেন, কখন বাণ পরিত্যাগ করিতেছেন, কখনই বা শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন, তাহার কিছুমাত্র লক্ষ্য করা যায় না!

অর্জ্জুনের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণ হিংসানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় সহচর কর্ণের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদীয় মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মহাবীর কর্ণ দৃঢ়মুষ্টিতে শরাসন ধারণপূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে

অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার কলেবর বর্ম্মাবৃত, পৃষ্ঠে তূণীর এবং কটিদেশে অসি নিবদ্ধ ছিল। কৌরবগণ মধ্যে তাঁহার যশের পরিসীমা ছিল না। মহাবল কর্ণ রঙ্গস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন। তারপর অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহঙ্কারবাক্যে কহিলেন, হে পার্থ, তুমি অদ্য রঙ্গস্থলে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, আমিও সর্ব্বসমক্ষে সেইরূপ কার্য্য সম্পাদন করিব, তুমি বিস্মিত হইও না।

অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ কর্ণ আচার্য্যের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুনের ন্যায় রণাভিনয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন আবার কর্ণের প্রশংসাধ্বনিতে রঙ্গভূমি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দুর্য্যোধন কর্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সখে, তুমি আজি কৌরবগণের মান রক্ষা করিলে। তুমি চিরদিন আমার সঙ্গে মিলিত থাকিয়া রাজ্যসুখ উপভোগ কর। কর্ণ কহিলেন, কুমার, এখনও আমার কার্য্যের পরিসমাপ্তি হয় নাই; আমি অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে বাসনা করি। কর্ণের এইরূপ ধৃষ্টতা ও অসৌজন্য দেখিয়া অর্জ্জুন মহাক্রোধসহকারে বলিলেন, হে সূতপুত্র, যাহারা অনাহূত হইয়া কথা কহে, বা অনধিকারচর্চ্চা করে, তাহারা যে লোক প্রাপ্ত হয়, অদ্য তোমার প্রাণসংহার করিয়া সেই লোকে প্রেরণ করিব! কর্ণ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, হে কৌন্তেয়, এই রঙ্গভূমি সাধারণের অধিকৃত; সুতরাং ইহার মধ্যে তোমার বিশেষ কোনও প্রভুতা নাই। যাহা হউক, আমি বাক্যে গর্ব্ব প্রকাশ না করিয়া কার্য্যদ্বারাই তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করিতে ইচ্ছা করি।

মহাবীর অর্জ্জুন দ্রোণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থ কর্ণসমীপে উপস্থিত হইলে কৃপাচার্য্য অগ্রসর হইয়া কহিলেন, এই অর্জ্জুন চন্দ্রবংশীয় রাজকুমার, ইনি রাজা বা রাজকুমার ব্যতীত সামান্য জনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন না। অতএব কর্ণ কোন্ দেশের রাজা বা রাজকুমার, তাহা জানিতে না পারিলে অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইতে পারে না! আচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণ লজ্জা ও অপমানে অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তখন দুর্য্যোধন মহাক্রোধে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, হে আচার্য্য, শাস্ত্রে কথিত আছে, যিনি সৎকুলসম্ভূত, বীর্য্যবান্ ও সৈন্য-চালনায় সমর্থ, তাঁহার সঙ্গেই যুদ্ধ করা যায়। তথাপি যদি অর্জ্জুন, রাজা ব্যতীত অপরের সহিত যুদ্ধ না করেন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।

এমন সময়ে দিবসের অবসান হইল, বিভাবসু অস্তাচল আশ্রয় করিলেন। তখন মহামতি ভীষ্মদেবের সঙ্কেতক্রমে সভাভঙ্গসূচক শঙ্খধ্বনি হইল। দুর্য্যোধন কর্ণের করগ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন। পাণ্ডবেরাও দ্রোণাচার্য্যের সমভিব্যাহারে গৃহে প্রস্থান করিলেন। দর্শকগণের মধ্যে কেহ অর্জ্জুনের, কেহ কর্ণের, কেহ বা দুর্য্যোধনের প্রশংসা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কর্ণের সহায়তা লাভ করিয়া দুর্য্যোধনের অর্জ্জুনভয় তিরোহিত হইল। পাণ্ডব-পক্ষীয়েরাও বুঝিতে পারিলেন, কর্ণ অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার অযোগ্য নহেন।

এইরূপে শিষ্যবর্গের শিক্ষা পরিসমাপ্ত হইলে আচার্য্য

দক্ষিণা গ্রহণ করিতে বাসনা করিলেন। শিষ্যগণ আনন্দ সহকারে তাঁহার অভিপ্রেত দক্ষিণা দিতে স্বীকৃত হইলে তিনি কহিলেন, তোমরা পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রণক্ষেত্র হইতে ধৃত করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর, ইহাই তোমাদিগের উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা। রণপ্রিয় শিষ্যগণ "তথাস্তু" বলিয়া অস্ত্রশস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক আচার্য্যের সহিত যাত্রা করিলেন। তাঁহারা পঞ্চাল দেশে উপস্থিত হইয়াই দ্রুপদের রাজধানী আক্রমণ করিলেন। দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতা কর্ণের সহিত অগ্রবর্ত্তী হইয়া "আমরাই অগ্রে যুদ্ধ করিব" বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন ধীরমতি অর্জ্জুন আচার্য্যকে কহিলেন, অগ্রে কৌরবগণই যথাসাধ্য পরাক্রম প্রদর্শন করুক, পরে আমরা সাহস প্রকাশ করিব।

পঞ্চালরাজও অসংখ্য সৈন্যের যুদ্ধনিনাদ শ্রবণ করিয়া সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তখন কৌরব ও পৌরবদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের সুতীক্ষ্ণ শরজালে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দ্রুপদরাজ যুগপৎ চতুর্দ্দিক্ হইতে কৌরবদিগকে আক্রমণ করিলেন; তদীয় শরাঘাতে কৌরবী সেনা মোহাবিষ্ট হইল। দুর্য্যোধন ও কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণও সুশিক্ষিত পৌরব সেনার ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না। কৌরব সেনা ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। তখন আচার্য্যের ইঙ্গিতক্রমে পাণ্ডবেরা যুদ্ধার্থ রথে আরোহণ করিলেন। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া মাদ্রীপুত্রদিগকে সৈন্যরক্ষায় নিযুক্ত করিলেন; স্বয়ং

ভীমসেনের সহিত মিলিত হইয়া ভীষণবেগে পৌরব সেনা আক্রমণ করিলেন।

তখন তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এক দিকে জীবন ও রাজ্যরক্ষার্থ প্রাণপণ চেষ্টা, অপর দিকে অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ বাঞ্ছা! এক দিকে জয়োল্লাসমত্ত অসংখ্য পৌরব সেনা, অন্য দিকে নবোৎসাহপ্রদীপ্ত পাণ্ডবদিগের দুর্দ্দমনীয় তেজ; এক দিকে বহুযুদ্ধে পরীক্ষিত পৌরব সেনার রণনৈপুণ্য, অন্য দিকে কুমারদিগের কার্য্যক্ষেত্রে এই প্রথম উদ্যম! তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

অর্জ্জুনের অব্যর্থ শরাঘাতে দ্রুপদরাজের কলেবর ক্ষতবিক্ষত হইল; ভীমের গদাঘাতে লক্ষ লক্ষ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। দ্রুপদরাজ মহাপরাক্রান্ত হইলেও ভীমার্জ্জুনের এই ভীষণ আক্রমণ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন দ্রুপদরাজকে পরাভূত করিয়া তাঁহার অশ্ব ও রথ অবরুদ্ধ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা রণস্থল হইতে দ্রুপদ-রাজকে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

দ্রোণাচার্য্য পঞ্চালরাজকে হতদর্প, হৃতসর্ব্বস্ব ও শরণাপন্ন দেখিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া কহিলেন, হে বীর, সেই দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণের আদেশে তোমার রাজসিংহাসন বিমর্দ্দিত হইয়াছে; তোমার জীবন ও ঐশ্বর্য্য তাঁহার পদানত হইয়াছে। এক্ষণ তুমি সখ্যভাবে যে বাসনা কর, তিনি তাহা সফল করি-বেন। এই বলিয়া দ্রোণ হাস্যমুখে পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজন্,

তুমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করিও না। আমরা ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ; বিশেষতঃ তুমি আমার শৈশব সখা; যদিও তুমি ধনমদে মত্ত হইয়া সেই কথা বিস্মৃত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও প্রীতির হ্রাস হয় নাই। এক্ষণে তোমার সহিত পুনরায় সখ্যভাব স্থাপনের বাসনা করি। তুমি কহিয়াছিলে, রাজা না হইলে রাজার সখা হইতে পারে না, সেই জন্য তোমাকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া অপরার্দ্ধ আমি গ্রহণ করিতেছি। অতঃপর তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলের অধিপতি হইলে, আমিও উত্তর কূল শাসনে প্রবৃত্ত হইব। দ্রুপদ কহিলেন, আমি আপনার বিক্রম, মহত্ত্ব ও উদারতায় পরিতুষ্ট হইলাম। আপনি যেরূপ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, আমি তাহাতেই সম্মত হইতেছি। ভরসা করি, অতঃপর আমাদিগের বাল্যপ্রণয় চিরজীবন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আমি মোহবশতঃ আপনার প্রতি যে অসদাচরণ করিয়াছিলাম, তাহা বিস্মৃত হউন।

অনন্তর কুরু-পাণ্ডবেরা পঞ্চালরাজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন। দ্রোণাচার্য্যও অহিচ্ছত্রা নগরীতে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুমারদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকেই যৌবরাজ্য প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন। যুধিষ্ঠির যুবরাজ হইবেন, এই শুভসমাচার শ্রবণে পৌর ও জান-পদবর্গের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সকলেই ধৃতরাষ্ট্রের সুবিচার ও ন্যায়বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল। ভীষ্মাদি কুরু-প্রবীণেরা সন্তুষ্টচিত্তে এই কার্য্যের অনুমোদন করিলেন। কেবল দুর্য্যোধনাদি রাজকুমারগণ এই সংবাদে একান্ত বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইলেন।

যথাকালে অভিষেক-সামগ্রী সমানীত হইলে, রাজমণ্ডলী ও ঋষিগণ সভাস্থলে সমবেত হইলে, আনন্দসূচক বাদ্যধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইলে, অন্ধরাজ প্রসন্নমনে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কুমারকে রাজসিংহাসনে উপ-বিষ্ট দেখিয়া জননী কুন্তীদেবীর সকল দুঃখ শোক অপনীত হইল। এত দিনে তাঁহার বিষণ্ণ বদন, রাহুবিমুক্ত শশধরের ন্যায়, সুপ্রসন্ন ভাব ধারণ করিল। ফলতঃ পুত্রের অভ্যুদয়দর্শনে জননীর হৃদয়ে যে বিমল সুখের সঞ্চার হয়, এ সংসারে তাহার তুলনা নাই।

. অনন্তর পিতামহ ভীষ্ম, মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানরাশির ন্যায় রাজসভায় দণ্ডায়মান হইয়া, ভ্রাতৃমণ্ডলীপরিবেষ্টিত যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কুমার, তুমি সুশীল, ধর্ম্মাত্মা ও সত্যপরায়ণ; আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই তুমি বংশানুরূপ গুণরাশিতে অলঙ্কৃত হইয়াছ। তোমাকে আর কি উপদেশ দিব! অথবা তোমার

ন্যায় সাধুচরিত্র ব্যক্তিই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোনও ফল হয় না। অন্ধের নিকট সুশোভন চিত্র, বধিরের নিকট সুমধুর সঙ্গীত কোনও কার্য্যকর নহে। তোমার স্নেহময় পিতৃব্য তোমাকে যৌবরাজ্য ও অতুল ধন সম্পদ প্রদান করিলেন; সুতরাং তুমি যৌবন, ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব এই তিনেরই অধিকারী হইলে; ইহার সহিত অবিবেকতা সংযুক্ত হইলে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা তুমি অবগত আছ। অতএব সর্ব্বদা সুবিবেচনা সহকারে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। বৎস, তুমি অযাচিত হইয়াও অন্যের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবে। যাহারা তোমার নিন্দা অথবা প্রশংসা করে, তুমি বিনয়সমন্বিত কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগের সকলকেই পরিতুষ্ট করিবে। ক্ষুধাতুরকে অন্ন দান, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান এবং নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করিয়া প্রতিপালন করিবে। অসত্য বাক্য ও অসত্য আচরণ একবারে পরিত্যাগ করিবে। এ সংসার চঞ্চল, মনুষ্যের অবস্থা সর্ব্বদা একরূপ থাকে না; অতএব প্রিয় ঘটনায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে না, অপ্রিয় ঘটিলেও একান্ত ম্রিয়মাণ হইবে না। কদাচ ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইবে না এবং কোন কারণেই ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিবে না। যাহা কল্যাণকর বোধ করিবে, সতত তাহাতেই অনুরক্ত রহিবে।

বৎস, তুমি সকলই জান, তথাপি স্নেহবশতঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তুমি ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে যেরূপ মনে করিবে, দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতাকেও অবিকল তদ্রূপ দেখিবে। কদাপি অন্যরূপ ভাবিবে না। লোকে যেন তোমাদিগকে পঞ্চাধিক শত

ভ্রাতা বলিয়াই মনে করিতে পারে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সকলে সুশীল হও, ধর্ম্মাত্মা হও, এবং প্রাণিহিতে রত হও। সলিল যেমন নিম্নভূমি আশ্রয় করে, সম্পদও সেইরূপ সৎপাত্রেই সংক্রামিত হয়।

যুধিষ্ঠির রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া অসাধারণ ধৈর্য্য, সরলতা ও মৈত্রী প্রভৃতি সদ্‌গুণ দ্বারা অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রজামণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিলেন। তাঁহার অলৌকিক সত্যানুরাগ ও নিঃস্বার্থ প্রজাপ্রীতি দর্শন করিয়া শত্রুগণও তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। তিনি ভীমার্জ্জুনের সাহায্যে দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন করিয়া সর্ব্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সংসারের গতি অতি বিচিত্র। মানবপ্রকৃতি আশ্চর্য্য প্রহে-লিকাময়; উহার মর্ম্মনিরূপণ করা সহজসাধ্য নহে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের চিত্ত অতি উদার ও নিঃস্বার্থ বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে দেখা গেল, সে হৃদয় বস্তুতঃ তদ্রূপ নহে। পাণ্ডবদিগের অলৌকিক প্রভাব দর্শনে তাঁহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন অসাধু ভাব জাগরিত হইয়া উঠিল। পরশুভদ্বেষিণী ঈর্ষা তদীয় হৃদয়ের শান্তি ও সন্তোষ হরণ করিল। ধর্ম্মচিন্তায় তাঁহার চিত্ত স্থির হইত না, তিনি রজনীতে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। ফলতঃ পাপবুদ্ধি কখন কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া মানব-হৃদয়ে প্রবেশ করে, কে বলিতে পারে?

এদিকে হস্তিনাপুরবাসী প্রজাগণ ও প্রাচীন অমাত্যবর্গ পাণ্ডবদিগকে অশেষ গুণসম্পন্ন দেখিয়া সভামধ্যেই তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল,

প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পূর্ব্বেই রাজ্যলাভে অনধিকারী বিবেচিত হইয়াছেন ; সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাত্মা ভীষ্ম পিতৃসত্যপালনার্থ রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন ; অতএব এক্ষণে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরই এই বিশাল সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী ; আমরা তাঁহাকেই এই রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। পাণ্ডবানুরক্ত প্রকৃতিপুঞ্জের এইরূপ ন্যায়ানুগত বাক্য শ্রবণে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত ও ঈর্ষান্বিত হইলেন। তিনি শকুনি ও কর্ণের সহিত গোপনে মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের অনিষ্টচিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া প্রজাগণের মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিতে অভিলাষী হইলেন। তখন দুর্য্যোধন পিতৃসমীপে যাইয়া কহিলেন, পিতঃ, পৌরগণ আপনাকে ও পিতামহ ভীষ্মকে অতিক্রম করিয়া যুধিষ্ঠিরকেই রাজা করিতে চাহে ; রাজ্যসুখে পরাঙ্মুখ পিতামহেরও উহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। আপনি জন্মান্ধ বলিয়াই ত পাণ্ডু রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণেও যদি পাণ্ডুপুত্রেরাই পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পাণ্ডুবংশীয়েরাই পুরুষপরম্পরায় রাজ্যসুখ ভোগ করিতে থাকিবে ; আমরা বংশানুক্রমে পরপিণ্ডোপজীবী এবং লোকসমাজে অপদস্থ হইয়া থাকিব। যাহাতে স্বীয় বংশের এইরূপ দুর্গতি ও অধঃপতন না হয়, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

দুর্য্যোধনের কাতরবাক্য শ্রবণ ও স্বীয় বংশের ভাবী পরিণাম স্মরণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত দোলায়মান হইতে লাগিল। কিন্তু সহসা কোনরূপ

লোকবিগর্হিত অধর্ম্মাচরণে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি চিন্তামগ্ন হইয়া নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন। তখন দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনির সহিত পরামর্শ করিয়া কহিলেন, তাত, আপনি কৌশলক্রমে পাণ্ডবদিগকে কিছু দিনের জন্য বারণাবত নগরে প্রেরণ করুন, তার পর যাহা করা কর্ত্তব্য, আমরাই করিতে পারিব। ধৃতরাষ্ট্র ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডু আমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন; আমি যে রাজা নহি, তাঁহার আচরণে এ কথা কদাপি অনুভব করিতে পারি নাই। যুধিষ্ঠিরও তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক, গুণবান্ ও গুরুজনে অনুরক্ত। বিশেষতঃ এক্ষণে পাণ্ডবেরা অসহায় নহে; পৌরগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত ভালবাসে; অমাত্য ও সৈন্যগণও তাহাদিগেরই অনুগত। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি কুরুকুলের নেতৃগণ কৌরব ও পাণ্ডবদিগকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন; আমরা পাণ্ডবদিগের প্রতি অত্যাচার করিলে তাঁহারা কদাপি তাহা সহ্য করিবেন না। সুতরাং রাজ্যলোভে পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করিতে যাইয়া হয় ত আমরাই বিপন্ন হইব।

দুর্য্যোধন কহিলেন, পিতঃ, আপনি যাহা কহিলেন যথার্থ বটে, কিন্তু যত্ন ও কৌশলের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। আপনি রাজনীতিজ্ঞ, আমি আর কি বলিব? আপনি অবগত আছেন, রাজ্যলাভের পথ কুসুমাকীর্ণ নহে! কি অমাত্য, কি রাজসৈন্য, সকলেই অর্থের বশ; ধন ও সম্মান দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে, তাহারা অবশ্যই আমাদিগের সহায় হইবে। পিতামহ ভীষ্ম উভয় পক্ষেরই হিতাকাঙ্ক্ষী, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার অনুগত,

সুতরাং আচার্য্যও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহার পরমাত্মীয় কৃপাচার্য্যকেও আমরাই পাইব। বিদুর একাকী পাণ্ডবপক্ষে থাকিয়াই বা আমাদিগের কি করিবেন? এক্ষণে আপনি কৌশলক্রমে পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করুন। পরে আমরা সাম্রাজ্য হস্তগত এবং অমাত্য, সৈন্য ও পৌরবর্গকে বশীভূত করিলে পাণ্ডবেরা এখানে ফিরিয়া আসিবেন। তখন তাঁহাদিগের জন্য উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেই লোকতঃ বা ধর্ম্মতঃ কোনরূপ দোষ ঘটিবে না। দেখুন, পাণ্ডবদিগের জন্য আমার আহার নিদ্রা অপগত হইয়াছে; তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া আমার হৃদয়ানল নির্ব্বাপিত করুন।

এ সংসারে লোভ ও স্বার্থপরতার হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে এমন বীরপুরুষ অতীব দুর্লভ। প্রবৃত্তি-সংগ্রামে জয়লাভ করা উন্নতমনা মহাত্মাদিগেরই সাধ্য! দুর্য্যোধনের আপাতমধুর বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় প্রাজ্ঞ জনেরও মতিভ্রম জন্মিল; সেই অসাধু বাক্যই তাঁহার নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। তিনি কহিলেন, বৎস, তোমাদের দুঃখ স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছে। তুমি যাহা কহিলে তাহা আমারও অভিপ্রেত বটে, কিন্তু উহা নিতান্ত পাপজনক ও লোকবিগর্হিত বলিয়া এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই। অতঃপর আমি তোমাদিগের সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি; তুমি উপযুক্ত মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর। কিন্তু বৎস, দেখিও পাণ্ডবদিগের জীবনের প্রতি যেন কোনরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়।

দুর্য্যোধন পিতার বাক্যে সম্মত হইয়া আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পুরোচন নামক সচিবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে সচিবশ্রেষ্ঠ, তোমার ন্যায় বিশ্বস্ত ও অনুগত মিত্র আমার আর কেহই নাই। তোমাকে অদ্য অতি গুরুতর কার্য্য-ভার প্রদান করিতেছি। শীঘ্রই পাণ্ডবগণ পিতার আজ্ঞায় বারণাবত নগরে গমন করিবে; তুমি দ্রুতগামী শকটে আরোহণ করিয়া অদ্যই তথায় গমন কর। ঐ নগরপ্রান্তে পাণ্ডবদিগের বাসের জন্য এক সুসমৃদ্ধ চতুঃশালা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শণ ও সর্জ্জরস প্রভৃতি দাহ্য বস্তুর সংযোগ করাইবে। মৃত্তি-কাতে প্রচুর পরিমাণে তৈল, ঘৃত, বসা ও লাক্ষাদি মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ গৃহের প্রাচীর লেপন করাইবে। গৃহের চতু-র্দ্দিকে বিবিধ দাহ্য বস্তু রক্ষা করিবে। কিন্তু এই কার্য্য এরূপ কৌশল সহকারে সম্পাদন করিবে, যেন কেহই ঐ গৃহকে আগ্নেয় বলিয়া অনুমান করিতে না পারে। পাণ্ডবেরা তথায় উপস্থিত হইলে তুমি যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে ঐ গৃহে বাস করাইবে। যখন দেখিবে তাহারা তথায় নির্ভয়ে বাস করি-তেছে, তখন একদা নিশীথকালে ঐ গৃহে অগ্নি সংযোগ করিবে। বারণাবতবাসিগণ যেন বুঝিতে পারে, অকস্মাৎ অগ্নিসংযোগ হওয়াতেই ঐ গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে।

পাপাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের পাপমন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা প্রভো" বলিয়া সেই দিনই বারণাবত নগরে প্রস্থান করিল; তথায় যাইয়া দুর্য্যোধনের বাঞ্ছানুরূপ জতুগৃহ-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দুর্য্যোধনের মনোরথ-সিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইল; তাঁহার দুষ্টমন্ত্রণারূপ বিষবৃক্ষ ফলনোম্মুখ হইয়া উঠিল। তদীয় কপট কৌশল ও অর্থলোভে বশীভূত হইয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজা ও অমাত্যবর্গ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে লাগিল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রের ছলনায় বিমুগ্ধ হইয়া পাণ্ডবগণের অহিত-চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার উপদেশক্রমে একদা মন্ত্রিগণ, বারণাবত নগরের প্রশংসা করিয়া কহিল, বারণাবত নগর অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ও রমণীয়। তথাকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও শিল্পনৈপুণ্য অতি অপূর্ব্ব। এই সময় তথায় ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতির মন্দিরে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। নানা দিগ্‌দেশ হইতে জনমণ্ডলী আসিয়া তথায় সমবেত হইয়া থাকে।

বারণাবতের সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবদিগের মনে সেই নগর দর্শনের বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। যুবকেরা স্বভাবতঃই কৌতূহলপ্রিয়; পাণ্ডবেরাও সেই কৌতূহল-বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া পিতৃব্যসমীপে বারণাবত দর্শনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সহর্ষে কহিলেন, বৎসগণ, আমিও লোক-মুখে শুনিতে পাই যে, পৃথিবীতে যত দর্শনীয় স্থান আছে, তন্মধ্যে বারণাবত সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়। সেই নগর দর্শনে যদি তোমাদের অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে মাতার সহিত তথায় যাইয়া কিছুদিন বাস কর। তোমাদিগকে রাজোচিত বাসস্থান,

বিবিধ ভোগ্য বস্তু এবং দানাদি সৎকর্ম্মের জন্য প্রচুর অর্থ প্রদত্ত হইবে। তোমরা তথায় কিছুদিন আমোদ প্রমোদ করিয়া পুনরায় হস্তিনানগরে আগমন করিও।

ধীমান্ যুধিষ্ঠির পিতৃব্যের এইরূপ আপাতমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে তদীয় দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু আপনাকে একান্ত অসহায় জানিয়া বাহ্যতঃ হর্ষ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার আদেশপালনে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর পিতামহ ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, আচার্য্য দ্রোণ, তপোধন ব্রাহ্মণবর্গ ও অনুগত পৌরজনের নিকট পাণ্ডবেরা একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মাতা কুন্তীদেবীও গুরুজন ও পুরবাসিনী মহিলাদিগকে সাদর সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া পুত্রদিগের সহিত প্রসন্নমনে যাত্রা করিলেন। পুরবাসিগণ কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইল এবং সকলেই তাঁহাদিগের শুভ কামনা করিয়া মধুরবাক্যে বিদায় গ্রহণ করিল। পৌরগণ বিনিবৃত্ত হইলে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর যুধিষ্ঠিরকে একান্তে আহ্বান করিয়া অন্যের অনধিগম্য ভাষায় সঙ্কেতক্রমে কহিলেন, তৃণরাশির মধ্যে বিবর খনন করিয়া অবস্থিতি করিলে হুতাশন কখনই দগ্ধ করিতে পারে না; যে ব্যক্তি ইহা জানে সে আত্মরক্ষা করিতে পারে। শত্রুদিগের কুমন্ত্রণারূপ অস্ত্র লৌহনির্ম্মিত নহে, অথচ শরীর ছেদন করে; যিনি ইহা জানেন শত্রুগণ তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে পারে না। সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলে পথ জানা যায়; নক্ষত্রদ্বারা দিঙ্‌নির্ণয় হইতে পারে; আর যে ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয় বশীভূত রাখিতে পারে, সে অবসন্ন হয় না। আমি এইমাত্র

বলিলাম, বুঝিয়া লও। তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুধিষ্ঠির বিদুরের কথা শুনিয়া "বুঝিলাম" এই মাত্র উত্তর করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে দেবী পৃথা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, ক্ষত্তা তোমাকে অপরিজ্ঞাত ভাষায় কি বলিলেন, তুমিও বিষণ্ণমুখে অনুমোদন করিলে; আমরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি উহা আমাদিগের নিকট প্রকাশযোগ্য হয়, বলিয়া কৌতূহল নিবারণ কর। যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, মাতঃ, পিতৃব্য বিদুর বলিলেন, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছে; তোমরা অতিশয় সাবধানে বিচরণ করিবে; সমুদয় পথ উত্তমরূপে চিনিয়া রাখিবে; সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া অপ্রমত্তভাবে অবস্থান করিবে; তাহা হইলেই সকল সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রাজ্যলাভে সমর্থ হইবে। সন্তানবৎসলা পৃথাদেবী এই অশুভ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভীত ও দুঃখিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা দুর্য্যোধনের অযথা বিদ্বেষের কথা আলোচনা করিতে করিতে নিতান্ত বিষণ্ণমনে বসন্তকালের প্রারম্ভে মনোহর বারণাবত নগরে উপনীত হইলেন।

পাণ্ডবেরা নগরোপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তৎকালে বসন্ত ঋতুর সমাগমে বারণাবত অতি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতি মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া যেন প্রিয়সম্ভাষণে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিতেছে। সহকার তরুর মুকুলমঞ্জরী সঞ্চালিত করিয়া মলয়পবন মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। কোকিলের কুহুরবে, ভ্রমরের মৃদু ঝঙ্কারে তরুরাজি যেন নিরন্তর কলনিনাদে

মুখরিত হইতেছে। ফলতঃ তৎকালে পাণ্ডবদিগের আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্যই যেন প্রকৃতি হাস্যময়, জীবলোক আনন্দময় ও উদ্যানভূমি সৌরভময় হইয়াছিল। এইরূপ মনোহর প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে পাণ্ডবদিগের বিষণ্ণ ভাব তিরোহিত হইল; তাঁহারা সেই মনোহর শোভা দেখিতে দেখিতে প্রফুল্লমনে বারণাবত নগরে প্রবিষ্ট হইলেন।

বারণাবতবাসী প্রজাগণ পাণ্ডবদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজোচিত সম্মানসহকারে গ্রহণ করিল। পাণ্ডবেরাও কুশল প্রশ্নাদিদ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া পুরোচনপ্রদর্শিত সুরম্য হর্ম্ম্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা তথায় অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, পেয়, আসন ও শয্যাদি প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে তথায় কিছুদিন বাস করিলে নগরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য প্রজামণ্ডলীর সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা স্থাপিত হইল। পৌরবর্গও বিবিধ প্রকার পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রীত ও প্রসন্ন করিতে লাগিল।

অনন্তর পাপাত্মা পুরোচন স্বীয় অভিপ্রায়সাধনার্থ পাণ্ডব-দিগকে স্বনির্ম্মিত জতুগৃহ দেখাইয়া উক্ত জীবননাশক ভীষণ গৃহের বিবিধ গুণ বর্ণনা করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ তাহার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া মাতার সহিত উক্ত গৃহে প্রবেশ করি-লেন। ধীমান্ যুধিষ্ঠির জতুগৃহে প্রবেশ করিয়াই ভীমসেনকে কহিলেন, দেখ ভাই, এই গৃহ ঘৃত ও জতুমিশ্রিত বসা গন্ধে পরিপূর্ণ; আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইহা আগ্নেয়। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় পাপাশয় পুরোচন আমাদিগকে অগ্নিতে

দগ্ধ করিবার জন্যই এই গৃহে আনয়ন করিয়াছে। ভীমসেন কহিলেন, আর্য্য, যদি এই গৃহ আগ্নেয় বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে, তবে চলুন আমরা পূর্ব্বে যে গৃহে ছিলাম, তথায় ফিরিয়া যাই। যুধিষ্ঠির কহিলেন, পাপমতি পুরোচন আমাদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিলে নিশ্চয়ই কোন অপরিজ্ঞাত নূতন কৌশলে আমাদিগের প্রাণ বিনাশ করিবে। যদি কোন ক্রমে উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া হস্তিনায় ফিরিয়া যাইতে পারি, তবে রাজ্যলুব্ধ দুর্য্যোধন অন্য কোন ছলনাক্রমে আমাদিগের প্রাণসংহার করিবে। এক্ষণে সেই দুরাত্মা পদস্থ, আমরা অপদস্থ, সে সহায়সম্পন্ন, আমরা অসহায়; রাজকোষ ও সৈন্যগণও তাহারই হস্তগত; সে মনে করিলেই আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে। অতএব আমরা ঐ দুরাচারদিগকে বঞ্চনাপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া কিছুদিন গোপনে বাস করিব। আমরা প্রত্যহ মৃগয়াচ্ছলে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য ও পথ দেখিয়া আসিব, তবে আর পলায়ন সময়ে পথভ্রম ঘটিবে না! এই গৃহভিত্তিতে গহ্বর খনন করিয়া তথায় বাস করিলে প্রদীপ্ত হুতাশন আমাদিগকে স্পর্শও করিতে পারিবে না।

পাণ্ডবেরা এইরূপে অপ্রমত্তভাবে জতুগৃহে বাস করিতেছেন, এমন সময় বিদুর-প্রেরিত একজন খনক আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিল, যুবরাজ আমি একজন খনক; মহামতি বিদুর আপনাদের হিতসাধনার্থ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি তোমাকে দেখিয়াই মহাত্মা বিদুরের প্রেরিত ও আমাদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি যেমন আমাদিগকে

রক্ষা করিতেছেন, তুমিও সেইরূপ আমাদিগের হিতসাধন কর। তখন খনক অতি সঙ্গোপনে সেই গৃহমধ্যে এক বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিল এবং তাহা হইতে বহির্গমনের জন্য একটি সুরঙ্গপথ প্রস্তুত করিয়া রাখিল। গর্ত্ত নির্ম্মিত হইলে কপাট দ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া তদুপরি এরূপে মৃত্তিকা স্থাপন করিল, যেন সহসা দেখিলে উহার নিম্নে গর্ত্ত আছে বলিয়া কেহ বুঝিতে না পারে। পাণ্ডবগণ দিবাভাগে বিশ্বস্তবৎ মৃগয়াচ্ছলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, রজনীতে খনককৃত গহ্বরে শয়ন করিয়া শঙ্কিত-চিত্তে কালযাপন করিতেন। এই গোপনীয় ব্যাপার সেই খনক ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারে নাই।

এইরূপে সম্বৎসর অতীত হইল। পুরোচন পাণ্ডবদিগকে নিশ্চিন্ত ও বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে পরিতুষ্ট হইল। ধীমান্ যুধিষ্ঠির তাহাকে সন্তুষ্ট দেখিয়া ভ্রাতাদিগকে কহিলেন, দেখ, দুরাত্মা পুরোচন আমাদিগকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়াছে; এখন আমাদিগের পলায়নের সময় উপস্থিত। অদ্যই আয়ুধাগারে অগ্নি প্রদান করিয়া অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিব। সেই দিন কুন্তীদেবী দানপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান, স্ত্রীলোকেরাও তথায় উপস্থিত হয়। এক নিষাদপত্নী ক্ষুধাতুরা হইয়া অন্ন-লাভের প্রত্যাশায় পঞ্চ পুত্র সহ তথায় উপস্থিত হইল। ভোজ-দুহিতা দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাদিগকে যথেষ্ট আহার্য্য দান করিলেন। নিষাদী যথেচ্ছ পান ভোজন করিয়া রজনীতে পুত্রগণসহ সেই গৃহেই অবস্থান করিল।

এদিকে রজনী ক্রমে গভীরতর হইতে লাগিল। ঘোরতর

অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। নগরস্থ জনগণ সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। পবনদেব নিরপরাধ পাণ্ডবদিগের প্রতি সদয় হইয়াই যেন প্রবলবেগে বহিতে লাগিলেন। তখন মহাবল ভীম-সেন অভীষ্ট সাধনের উত্তম সুযোগ বুঝিতে পারিয়া অগ্রে পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহের দ্বারে, তৎপর সেই নিকেতনের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিলেন। সেই ভীষণ অগ্নি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে, পাণ্ডবেরা মাতার সহিত খনক-নির্ম্মিত গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। সেই ভীষণ অগ্নিগর্জ্জনে পুরবাসিগণ মহাভীতচিত্তে জাগরিত হইয়া অগ্নির দিকে ধাবিত হইল। যখন তাহারা আসিয়া দেখিল, পাণ্ডবগণের গৃহ দগ্ধ হইতেছে, তখন হাহাকার রবে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিল, হা! এতদিনে মহারাজ পাণ্ডুর বংশ সমূলে বিনষ্ট হইল! এতদিনে জগৎ ধর্ম্মশূন্য, বসুমতী বীরশূন্য এবং সংসার সত্যশূন্য হইল! বোধ হয় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের আদেশক্রমেই পাপিষ্ঠ পুরোচন পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া-ছিল; এক্ষণে ইহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করিল। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! দুরাত্মা আপনিও এই প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে!

এদিকে পাণ্ডবগণ মাতার সহিত খনক-কৃত সুরঙ্গপথে অতিকষ্টে বহির্গত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। একে রাত্রি জাগরণ, তাহাতে আবার জীবনের আশঙ্কা, মহাবল ভীমসেন ব্যতীত আর সকলেই দ্রুতগমনে অসমর্থ হইলেন। বিশেষতঃ রাজমাতা কুন্তীর পুনঃ পুনঃ পদস্খলন হইতে লাগিল।

তখন মহাবীর বৃকোদর জননীকে স্কন্ধে এবং সুকুমারদেহ নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে লইয়া বায়ুবেগে ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন অতি কষ্টে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে পৌরগণ পাণ্ডুপুত্ত্রদিগের অন্বেষণার্থ দগ্ধগৃহসমীপে আগমন করিল। তখন অগ্নিনির্ব্বাপিত হইয়াছে; সেই শোভন নিকেতন ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে। বারণাবতবাসিগণ অতীব শোকাকুলচিত্তে সেই ভস্মপুঞ্জমধ্যে পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধান করিতে করিতে নিরপরাধ নিষাদী ও তাহার পঞ্চ পুত্ত্রের দগ্ধ দেহ দেখিয়া সেই গুলিই পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীর মৃতদেহ বলিয়া স্থির করিল। পাণ্ডবদিগের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিয়া পৌরগণ হাহাকার ধ্বনিতে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। তাহারা মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিল, পাপকর্ম্মা দুর্য্যোধনই পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ এই গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে; ইহা অবশ্য ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারেই হইয়াছে।

বারণাবত হইতে সমাগত দূতমুখে পাণ্ডবদিগের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হস্তিনানগরী গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। পাণ্ডবহিতৈষী পুরবাসিগণ এবং ভীষ্মাদি কুরুপ্রবীণগণ শোকদুঃখে মুহ্যমান হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। গান্ধারী প্রভৃতি রাজমহিষীরা এই নিদারুণ বার্ত্তা শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্ত্রদিগের কল্যাণার্থ যদিও পাণ্ডবনির্ব্বাসনের অনুমোদন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের প্রাণনাশের কথা স্বপ্নেও

ভাবেন নাই। এক্ষণে এই ভীষণ কথা শুনিয়া মনস্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পাণ্ডব-শোকে সমস্ত রাজপুরী যেন নক্ষত্র-পরিশূন্য রজনীর ন্যায় একান্ত মলিন ও শ্রীহীন হইয়া উঠিল। ফলতঃ এই নিষ্ঠুর সংবাদে নিতান্ত স্বার্থপরায়ণ দুর্য্যোধন ও তাহার কতিপয় সহচর ব্যতীত, হস্তিনাপুরবাসী সকলেই যার-পরনাই দুঃখিত ও পরিতপ্ত হইল। কেবল সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বিদুর লোকপ্রত্যয়ের জন্য অল্পমাত্র কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিলেন। শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে সাক্ষাৎ ধৈর্য্য ও মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানস্বরূপ মহাত্মা ভীষ্ম, দৈব অনিবার্য্য জানিয়া সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পাণ্ডবদিগের পারত্রিক কল্যাণার্থ তর্পণাদি কার্য্য সম্পাদন করাইলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ সেই গভীর রজনীতে অরণ্যমধ্যে অতি-কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিদুর প্রেরিত এক জন বিশ্বস্ত পুরুষ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতেছিল। যখন পাণ্ডবগণ ভাগী-রথীতীরে উপস্থিত হইয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইবার জন্য জলের পরিমাণ করিতেছিলেন, তখন সেই ব্যক্তি একখানি দ্রুতগতি তরণী আনিয়া উপস্থিত করিল। তাঁহারা উহাতে আরোহণ করিয়া অতি শীঘ্র গঙ্গা পার হইলেন। পরে নক্ষত্রদ্বারা দিঙ্-নিরূপণ করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ অরণ্যে কোন জলাশয় বা আশ্রয়স্থান দৃষ্ট হইল না; তথায় কণ্টকবৃক্ষ দ্বারা পথ নিতান্ত দুর্গম হইয়াছে; চতুর্দ্দিকে ভীষণ হিংস্র জন্তুগণ বিচরণ করিতেছে। পাণ্ডবগণ অতিকষ্টে সেই অরণ্যমধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা পরিশ্রান্ত,

পিপাসার্ত্ত ও নিতান্ত নিদ্রাতুর হইয়া সেই ভীষণ বনে এক বট-বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিলেন। ভীম ব্যতীত সকলেই তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে সেই দুঃখময়ী যামিনীর অবসান হইল। প্রভাতের সুশীতল সমীরণস্পর্শে জীবকুল জাগরিত হইলে, পক্ষিগণের কল-সঙ্গীতে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে, নবোদিত প্রভাকরের বিমল কিরণে দিঙ্মণ্ডল লোহিত বর্ণ ধারণ করিলে, কুন্তী ও পাণ্ডবগণ ভূমিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী নিদ্রার কোমলস্পর্শে তাঁহাদিগের শ্রান্তি অপনীত হইল; শরীরে নূতন বল ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। তখন পাণ্ডবগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বল্কলাজিন পরিধান ও জটাবন্ধন পূর্ব্বক তাপসবেশ ধারণ করিলেন। সেই নবীনবেশে তাঁহাদিগকে ঋষিকুমার বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহারা ব্রাহ্মণবেশে পুনরায় দেশ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপরাহ্ণ সময়ে পাণ্ডবগণ এক মনোহর তপোবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় শ্যামল পল্লবযুক্ত তরুরাজি পুষ্পিত ও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এলা ও লবঙ্গ লতার কুসুম-গন্ধে দশদিক আমোদিত হইতেছে। বৃক্ষ ও লতার সমাবেশে মধ্যে মধ্যে মনোমুগ্ধকর কৃত্রিম কুঞ্জ নির্ম্মিত হইয়াছে; উহার অভ্যন্তর ভাগ অতি সুশীতল, তথায় দিনকরের কিরণ প্রবেশ

করিতে পারে না। কোন স্থানে যজ্ঞবেদিকা স্থাপিত রহিয়াছে; যজ্ঞীয় ধূমসমাগমে নবপল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে। তরু-শাখায় ঋষিদিগের পরিধেয় বল্কল শুকাইতেছে, কমণ্ডলু ও জপ-মালা ঝুলিতেছে; তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন, বৃক্ষসকলও তপস্বিবেশ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুনিবালকদিগের সুমধুর বেদধ্বনিতে সমস্ত তপোবন যেন সঙ্গীতময় হইয়া উঠিয়াছে। তাপসকন্যাগণ কক্ষে কলসী লইয়া আলবালে জলসেচন করিতেছেন, তাঁহাদিগের নির্ম্মল হাস্য-ধ্বনিতে তপোবন উৎসবময় বোধ হইতেছে। মুনিজনেরা কেহ তরুতলে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, কেহ বা সন্ধ্যোপাসনার আয়োজন করিতেছেন। পাণ্ডবগণ তপোবনের এইরূপ অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে করিতে জননীর সহিত আশ্রমতরুতলে উপবেশন করিলেন।

তপোবনের পবিত্র শোভা দর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের হৃদয়ের বিষাদ ও অশান্তি তিরোহিত হইল। তখন যুধিষ্ঠির প্রসন্নমনে জননীকে কহিলেন, মা, দেখ দেখ, তপোবনের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! এখানে হিংসা, দ্বেষ, বৈর মাৎসর্য্য, কিছুই নাই! এখানে আসিলে চিরশোকগ্রস্তের শোক-সন্তাপ বিদূরিত হয়; মহাপাপীর অন্তরেও পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়। এখানে একের সুখে অন্যের প্রাণ দগ্ধ হয় না, একের দুঃখে অন্যের হৃদয় পুল-কিত হয় না। জ্ঞাতিবিরোধ কাহাকে বলে তপোবনবাসিগণ তাহা স্বপ্নেও অবগত নহেন। মানুষের কথা দূরে থাকুক, এখান-কার পশুপক্ষীরাও চিরাভ্যস্ত বৈরভাব পরিহার করিয়া কেমন

প্রীতির সহিত একত্র বাস করিতেছে। কি আশ্চর্য্য, ঐ দেখ, করভশিশু সিংহশাবককে শুণ্ড দ্বারা আকর্ষণ করিতেছে; মৃগগণ বৃকের সহিত এক সঙ্গে বিচরণ করিতেছে! দেখিয়া বোধ হয় যেন, কলির আগমন সংবাদে ভীত হইয়া সত্যযুগ তপোবনে আশ্রয় লইয়াছে।

তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় "ভারতপঙ্কজরবি" মহামুনি বেদব্যাস তথায় উপস্থিত হইলেন। মহর্ষির মূর্ত্তি অতি প্রশান্ত ও দিব্যলাবণ্যযুক্ত; জরাপ্রভাবেও দেহের কান্তি মলিন হয় নাই; শুভ্র জটাভারে মস্তক আচ্ছাদিত, পবিত্র কৃষ্ণাজিনে দেহ আবরিত। তাঁহার গম্ভীরাকৃতি, সমুন্নত ললাটদেশ, তপোজ্জ্বল নয়নযুগল ও মুখমণ্ডলের পুণ্যপ্রভা দর্শন করিয়া বোধ হয় যেন, তিনি জ্ঞানের অবতার, করুণরসের প্রবাহ, ক্ষমা ও সন্তোষের আধার, সৎপথের প্রদর্শক ও সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়ভূমি! সহসা তাঁহার আগমনে পাণ্ডবগণ হর্ষবিস্ময়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তদীয় পাদবন্দনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। কুন্তীদেবীও মহর্ষির পদধূলি গ্রহণ করিয়া আকুলমনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সমাতৃক পাণ্ডুপুত্রদিগকে অসহায়, অরণ্যচারী ও তাপসবেশধারী দর্শন করিয়া মহর্ষির সমুদ্রবৎ গম্ভীর হৃদয়ও ঈষৎ আন্দোলিত হইল। তিনি বাষ্পাকুলনেত্রে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, বৎসগণ, ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা তোমাদিগের প্রতি যে এইরূপ অমানুষ ব্যবহার করিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি। তোমরা বিষণ্ণ হইও না। পরিণামে ধর্ম্মেরই জয় হইবে। যদিও তোমরা ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ,

উভয়েই আমার নিকট সমান, তথাপি এক্ষণে তোমরা পিতৃহীন ও অসহায়, বিশেষতঃ সৎপথবর্ত্তী ও দুর্জ্জনপীড়িত, সুতরাং আমি সর্ব্বদাই তোমাদিগের হিতচিন্তা করিব। তোমরা সম্প্রতি এক-চক্রা নগরীতে যাইয়া আমার এক প্রিয় শিষ্যের গৃহে বাস কর। সেই ব্রাহ্মণ তোমাদিগকে যত্নসহকারে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিবেন। অনন্তর কুন্তীকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, বৎসে, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক, ইনি স্বীয় ধর্ম্মগুণে ও ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে সসাগরা ধরার অধিপতি হইবেন। আপাততঃ যাহাই হউক না কেন, পরিণামে ধর্ম্মেরই জয় হইবে; কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না। এই বলিয়া মহর্ষি প্রস্থান করিলে পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরীতে যাইয়া বিপ্রভবনে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় তাঁহারাও ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইল। পাণ্ডবদিগের অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে নগরবাসিগণ তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা জননীর সহিত ছদ্মবেশে বিপ্রভবনে বাস করিতেছেন, ইত্যবসরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুন-রায় তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিয়া উপদেশচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাণ্ডবগণ, তোমরা ত শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ? পূজার্হ অতিথি ও ব্রাহ্মণদিগকে ত সৎকার করিয়া থাক? যথানিয়মে পরোপকারব্রত পালন করিতেছ ত? তোমরা ত পরের উন্নতিতে বিষণ্ণ হও না? ইনি বন্ধু, ইনি পর, লঘুচিত্ত ব্যক্তিরাই এরূপ গণনা করে, তোমাদিগের চিত্তে ত

সেরূপ ক্ষুদ্র বুদ্ধির উদয় হয় না? নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা, এই ছয়টি দোষই উন্নতি লাভের পরিপন্থী, তোমরা ত সযত্নে এগুলিকে পরিহার করিয়া থাক? তোমরা ত প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা উচ্চারণ কর না? তোমাদিগের অন্তঃকরণ ত সর্ব্বদা সন্তোষরূপ অমৃত পানে পরিতৃপ্ত থাকে? ব্যাসদেব পাণ্ডবদিগকে এইরূপ বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া এবং কুন্তীর মুখে তাঁহাদিগের চরিত্র ও আচরণ অবগত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি প্রসঙ্গক্রমে পাণ্ডবদিগকে কহিলেন, সম্প্রতি পঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদী স্বয়ংবরা হইবেন। পঞ্চালরাজ দ্রুপদ যদিও কুরুপাণ্ডবদিগের নিকট পরাজিত হইয়া গুরুতর মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি ক্ষত্রোচিত মহত্ত্বগুণে তিনি তোমাদের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত। দ্রৌপদী তাঁহার একমাত্র কন্যা; অধুনা ভারতীয় রাজকুলে এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্না কন্যা আর দৃষ্ট হয় না। দ্রৌপদীর ন্যায় তেজস্বিনী, উন্নতমনা ও ভক্তিমতী কন্যাই পাণ্ডবকুলের বধূ হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবরবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবেরা চিন্তাকুল হইলেন। কুন্তীর মনে বধূদর্শনের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইল। কিন্তু পাণ্ডবদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় তদ্বিষয়ে নিরাশ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মহর্ষি তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, কল্যাণি, তুমি হতাশ হইও না; বিধিনির্ব্বন্ধ কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। সম্প্রতি তোমরা একজন জ্ঞানবান্ সিদ্ধ পুরুষকে কুলপুরোহিতের পদে বরণ কর;

মহামুনি ধৌম্য উৎকোচক নামক তীর্থে তপস্যা করিতেছেন, আমার কথা বলিয়া অনুরোধ করিলেই তিনি তোমাদের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিবেন। এই বলিয়া ব্যাসঋষি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবেরা অনতিবিলম্বে ধৌম্যাশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। বেদবিৎ মহর্ষি ধৌম্য ফলমূল প্রদান ও পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া পাণ্ডবদিগের সৎকার করিলেন। পাণ্ডবেরা মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন, মহর্ষির তপঃপ্রভাবে তাঁহারা অচিরেই দ্রৌপদী, রাজলক্ষ্মী ও সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। অনন্তর তাঁহারা পুরোহিত দ্বারা বিবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইয়া দ্রৌপদীর স্বয়ংবর দর্শনার্থ মহোৎসবময় পঞ্চালরাজধানীতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে স্বয়ংবরদর্শনার্থী কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন? কোথায়ই বা যাইবেন? যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমরা একচক্রা নগরী হইতে আসিতেছি, পঞ্চাল রাজ্যে যাইতে ইচ্ছা করি। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, আমরাও তথায় যাইব, ভাল হইল, সকলে এক সঙ্গে যাইব। সম্প্রতি রাজনন্দিনী দ্রৌপদী স্বয়ংবরা হইবেন। মহারাজ যজ্ঞসেনের সদাব্রত দ্বারে বিবিধ ধনরত্ন ও গোবৎসাদি বিতরিত হইবে। তোমাদিগের যেরূপ দিব্য লাবণ্য ও তপঃপ্রভাব দেখা যাইতেছে, তোমরা যে রাজভবনে সবিশেষ সমাদৃত এবং যথেষ্ট ধনরত্ন প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগের এই-

রূপ সরল বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, যে আজ্ঞা, আমরা সকলেই আপনাদিগের সহিত রাজকন্যার স্বয়ংবর দেখিতে গমন করিব। অনন্তর পাণ্ডবেরা মাতার সহিত পঞ্চাল রাজ্যে উপনীত হইয়া রাজপুরীর নিকটবর্ত্তী এক কুম্ভকারের গৃহে ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দ্রুপদরাজভবনে মহোৎসব আরম্ভ হইল। অতুল-রূপ-গুণ-সম্পন্না দ্রৌপদীর স্বয়ংবরবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নানাদিগ্দেশ হইতে ভূপালগণ আসিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনাদি কুরুবীরগণও কৌরবমণ্ডলী সহকারে উপস্থিত হইলেন। স্বয়ংবরদর্শনার্থী ঋষিগণ, দানার্থী ব্রাহ্মণগণ, ভিক্ষার্থী দরিদ্রগণ এবং কৌতুকদর্শনার্থী লোকমণ্ডলী দ্বারা রাজধানী জনতাময় হইয়া উঠিল। দ্রুপদরাজ সমাগত ব্যক্তিগণের যথাযোগ্য সৎকার ও পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক সুবিস্তৃত সমতলক্ষেত্রে স্বয়ংবর সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। সভাগৃহ প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মনোহর তোরণরাজিতে পরিশোভিত হইল। উহার চারিদিকে সুধাধবলিত হর্ম্ম্যসমূহ, তুষারমণ্ডিত হিমাচলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও সুগন্ধি পুষ্পমাল্য দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া সভা-মণ্ডপ যেন হাস্যমুখে রাজন্যবর্গের অভ্যর্থনা করিতেছিল।

ভূপালগণ রমণীয় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। পৌরগণ ও জানপদবর্গ পশ্চাদ্বর্ত্তী মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হইল। পাণ্ডবেরাও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর বন্দিগণ কর্ত্তৃক নরপতিগণের স্তুতিবাদ আরম্ভ হইলে, যজ্ঞীয় হবিগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইলে, মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনিতে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইলে, রাজকুমারী দ্রৌপদী অপূর্ব্ব বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া নৃপসমাজে প্রবেশ করিলেন। তখন দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন সমাগত রাজন্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, এই ধনুর্ব্বাণ ও লক্ষ্য উপস্থিত আছে, যিনি যন্ত্রের মধ্য দিয়া পঞ্চশর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, আমার ভগিনী কৃষ্ণা তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন নিবৃত্ত হইলে সেই রাজন্যগণের মধ্যে মহাব্যগ্রতা উপস্থিত হইল। সকলেই প্রথমে যাইয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু অনেকেই সেই বিশাল শরাসনে জ্যাসংযোগ করিতেও সমর্থ হইলেন না। দুর্য্যোধন প্রভৃতি গর্ব্বিত রাজপুত্রগণ ধনুঃস্পর্শমাত্র আহত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা লজ্জা ও অপমানে নতশির হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে মহাবীর কর্ণ সেই বিশাল কার্ম্মুক অনায়াসে গ্রহণ করিয়া তাহাতে শরযোজনা করিলেন। পাণ্ডবেরা মনে করিলেন, ইনিই লক্ষ্যভেদ করিয়া কন্যারত্ন লাভ করিবেন। মহাবীর কর্ণকে লক্ষ্যভেদে সমুদ্যত দেখিয়া তেজস্বিনী দ্রৌপদী মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব

না।” তখন কর্ণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে বহুতর ক্ষত্রিয়বর্গ বিফলপ্রযত্ন হইলে চেদিদেশাধিপতি মহাবীর শিশুপাল শরাসনে শর সন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু অবশেষে ভগ্নজানু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তদানীন্তন ভারতসম্রাট্ মহারাজ জরাসন্ধও ঐরূপে পরাভূত হইলেন। প্রখ্যাতনামা বীরগণের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া আর কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনরায় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, এই সভায় সমাগত জনমণ্ডলীর মধ্যে যে কেহ এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি দ্বিজ হউন, ক্ষত্রিয় হউন বা অপর যে কোন জাতীয় লোক হউন, তিনিই আমার ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু আর কেহই লক্ষ্যভেদে অগ্রসর হইল না।

এই সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন পুনঃ পুনঃ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ইঙ্গিতক্রমে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন বিপ্রবেশধারী অর্জ্জুন লক্ষ্যবিদ্ধ করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহাকে এইরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দর্শকগণ মহাকোলাহল করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা তদীয় পরিধানবল্কল ধারণ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ভারতের সম-

বেত ক্ষত্রিয়মণ্ডলী যে কার্য্যে বিফলপ্রযত্ন হইলেন, একজন হীনবল অকৃতাস্ত্র ব্রাহ্মণকুমার কিরূপে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবে? এ ব্যক্তি বিফলযত্ন হইলে সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীকেই রাজগণ-সমীপে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে; আমাদের যাহা কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, তাহাও বৃথা হইবে। অতএব সকলে এই ব্রাহ্মণকে নিবৃত্ত কর।

কেহ কেহ কহিলেন, আমরা উপহাসাস্পদ হইব না, আমা-দিগের কোন প্রকার লাঘবও হইবে না। দেখ না, ঐ দীর্ঘবাহু বিশালদেহ যুবাপুরুষের আকার প্রকারে কি গাম্ভীর্য্য ও তেজস্বিতা প্রকাশ পাইতেছে! যে ব্যক্তি অক্ষম, সে কখনও স্বয়ং এরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ ব্রাহ্মণের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। দেখ, জামদগ্ন্য ব্রাহ্মণ হইয়াও একবিংশ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। অতএব স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া দেখ, ব্রাহ্মণতনয় অদ্য কি অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করেন।

তখন অর্জ্জুন ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া কার্ম্মুক-সমীপে উপস্থিত হইলেন। তৎপর দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রণাম করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্য্যোধন ও শল্য প্রভৃতি মহাবীরগণ যে ধনুকে জ্যাসংযোগ করিতেও পারেন নাই, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে সেই ধনুকে জ্যারোপণ ও শরসংযোজন করিয়া যন্ত্রগত ছিদ্রপথে সেই দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন সভা-মধ্যে তুমুল কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল। ব্রাহ্মণদিগের জয়োল্লাস শব্দে, মঙ্গলসূচক তূর্য্যধ্বনিতে এবং সুকণ্ঠ বন্দিগণের

স্তুতিসংগীতে কর্ণ বধির হইয়া গেল। চারিদিক্ হইতে অর্জ্জুনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সমাগত ক্ষত্রিয়মণ্ডলী সংজ্ঞাহীনের ন্যায় অবাক্ হইয়া রহিলেন।

দ্রুপদরাজ পার্থকে দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। দ্রৌপদী বরমাল্য হস্তে লইয়া প্রফুল্লমনে তাঁহাকে বরণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তদ্দর্শনে ভূপতিগণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই ধনগর্ব্বিত দ্রুপদরাজ রাজন্যবর্গকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতেছে; অতএব বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও আমরা ইহার এই অশিষ্ট ব্যবহার সহ্য করিব না; এখনই এই অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ লইব। স্বয়ংবরে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, কেবল ক্ষত্রিয়ের জন্যই উক্তরূপ বিবাহের বিধি আছে। আর যদি এই কন্যা আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করে, তবে উহাকে প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিয়া আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিব।

ক্ষত্রিয় নরপতিগণ এইরূপ বলিতে বলিতে সহসা মহাক্রোধে দ্রুপদের প্রাণ সংহারার্থ ধাবমান হইতেছেন দেখিয়া পঞ্চালরাজ প্রাণভয়ে ব্রাহ্মণদিগের শরণাপন্ন হইলেন। তখন অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। অমিততেজা বৃকোদর মহাক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া অর্জ্জুনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণও অর্জ্জুনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চপাণ্ডবকে একত্র দণ্ডায়মান দেখিয়া মহানুভব বাসুদেব বলরামকে কহিলেন, দেখুন, যিনি ঐ প্রকাণ্ড শরাসন অবলীলাক্রমে আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জ্জুন ; আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন, ইনি ভীমসেন ; ঐ যে প্রশান্তস্বভাব মহাপুরুষ, অর্জ্জুনের দক্ষিণে দণ্ডায়মান আছেন, ইনিই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। আর ঐ কুমারতুল্য রূপবান্ কুমারযুগলই যে নকুল সহদেব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শুনিয়াছিলাম, পাণ্ডুপুত্রগণ সেই ভয়ানক জতুগৃহদাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে !

অনন্তর দ্বিজগণ অজিন ও কমণ্ডলু উত্তোলনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমাদিগের ভয় নাই, আমরা ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আপনাদিগকে আর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না ; নিকটে থাকিয়া দেখুন, আমরা অবলীলাক্রমে এই রাজন্যবর্গকে মেঘবৎ দূরীভূত করিতেছি। তখন উভয় পক্ষে মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনের প্রতি এবং মদ্ররাজ শল্য ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে দুর্য্যোধনাদি রাজন্যবর্গও ধীরে ধীরে সেই সমর-সাগরে অবতরণ করিলেন।

অর্জ্জুন ও কর্ণের শরজালে গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত ও দশ দিক্ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। সেই জিগীষাপরায়ণ বীরযুগলের মধ্যে কেহই ন্যূনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন ; একে অন্যের প্রতি অবিরত বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণ, অর্জ্জুনের অসাধারণ অস্ত্রকৌশল দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিলেন,

বিপ্রবর, আপনি কে ? আমি ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র বা পাণ্ডু-পুত্র সব্যশাচী ব্যতীত অন্য কেহই আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কর্ণ, অত পরিচয়ে প্রয়োজন কি ? আমি ব্রাহ্মণ, বাহুবলে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে সেই ভুজ-বলেই তোমাদিগকে নিপাত করিয়া পৃথিবীর ভার লঘু করিব। তখন কর্ণ, অর্জ্জুনের দুর্জ্জয় ব্রহ্মতেজ স্বীকার করিয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন। ওদিকে মহাবল ভীমসেন বাহুবলে শল্যকে পরাভূত ও ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণগণ হাস্য করিতে লাগিলেন।

কর্ণ ও শল্য পরাজিত হইলে রাজন্যবর্গ যুদ্ধে বিরত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এই ব্রাহ্মণকুমারেরা কাহার পুত্র ? ভগবান্ ভার্গব ও আচার্য্য দ্রোণ ব্যতীত ব্রাহ্মণকুলে এরূপ যোদ্ধার কথা শুনা যায় নাই। যাহা হউক ব্রাহ্মণেরা অপরাধী হইলেও তাঁহা-দিগকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। অতএব ব্রাহ্মণের সহিত আর যুদ্ধ করা উচিত নহে। অতঃপর রাজগণ দ্রুপদরাজের অনুনয় বাক্যে ও পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। "অদ্য রঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মণের জয় হইল, পাঞ্চালী রাজকন্যা হইয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের পত্নী হইলেন" এইরূপে নানা কথা বলিতে বলিতে জনমণ্ডলী প্রস্থান করিতে লাগিল। পাণ্ডবেরাও দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত মাতৃসকাশে গমন করিলেন।

এদিকে পুত্রবৎসলা মাতা, পুত্রেরা রাজপুরী হইতে এখনও প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া, কতই অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছিলেন ; তথায় হয় ত দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আসিয়াছে, না জানি সে আবার

কি অনিষ্ট ঘটায়, এইরূপ দুশ্চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতেছিল। এমন সময় অর্জ্জুন দ্রুতগমনে মাতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, মা, অদ্যকার ভিক্ষায় এক রমণীয় পদার্থ লব্ধ হইয়াছে। পৃথা গৃহমধ্যে ছিলেন, সবিশেষ না দেখিয়াই কহিলেন, বৎস, যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, সকলে মিলিয়া গ্রহণ কর। তার পর কৃষ্ণাকে দেখিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে কহিলেন, আ! আমি কি কুকর্ম্মই করিলাম! যুধিষ্ঠির প্রভৃতিও মাতৃবাক্য শ্রবণে চিন্তাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, অতঃপর কিরূপে মাতৃবাক্য প্রতিপালন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করা যায়!

পাণ্ডবগণ এইরূপে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বাসুদেব যুধিষ্ঠির সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। এত কাল পরে পরমহিতৈষী শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইয়া পাণ্ডবদিগের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাপসবেশধারিণী পৃথাদেবী শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়া অবিরলধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ ও বলরাম অশ্রুপূর্ণনয়নে পিতৃস্বসা কুন্তীর চরণে প্রণাম করিলেন। যুধিষ্ঠির কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বাসুদেব, আমরা অতি গোপনে এ স্থানে বাস করিতেছি, তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে? বাসুদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্, অগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকিলেও অনায়াসে জানা যায়! পাণ্ডব ব্যতীত অদ্যকার এই অদ্ভুত কর্ম্ম সাধন করিতে পারে, ভূমণ্ডলে এমন আর কে আছে? আমাদিগের ভাগ্যবলেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সেই ভীষণ দুরভিসন্ধি সফল হইতে পারে নাই। এইরূপ বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে রজনী গভীর

হইলে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় যুধিষ্ঠির অতি গোপনে দ্রৌপদী সম্বন্ধে মাতৃ-আজ্ঞা এবং তদ্বিষয়ে স্বীয় অভিমত শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করিলেন; শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার মতই প্রশস্ত বলিয়া অনুমোদন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে মহর্ষি দ্বৈপায়ন দ্রুপদরাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। পঞ্চালাধিপতি যথোচিত সম্মান সহকারে মহর্ষির অভ্যর্থনা করিয়া বিষণ্ণচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আমি এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের পরিচয় জানিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। ইঁহারা কে? সত্য সত্যই কি আমার কৃষ্ণা কোনও ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণের হস্তে পতিত হইল? আমি এক সময়ে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার বাল্যসখা দ্রোণাচার্য্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলাম, সেই অপরাধের কি এই ফল ফলিল? তখন মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ, আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না; আপনার চির-মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। আপনি সেই পঞ্চভ্রাতাকে সামান্য জন বিবেচনা করিবেন না। তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষি পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র। যিনি বাহুবলে লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন, তিনিই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন। অতএব আপনি মনের বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কন্যার বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করুন।

দ্রুপদরাজ মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে ক্ষণকাল বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না! অনন্তর আপনার চির-মনোরথ পূর্ণ হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবদিগের আনয়নার্থ রাজপুরো-

হিত ও যথাযোগ্য যান বাহনাদি প্রেরণ করিলেন; নগরের সর্ব্বত্র মহোৎসব সম্পাদনের জন্য আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং পাণ্ডবদিগের প্রত্যুদ্‌গমনের জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন রাজ-পুরোহিত কুন্তী ও দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডুপুত্ত্রদিগকে রাজভবনে আনয়ন করিলে, দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদিগকে পরমস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলেন। তাঁহারাও মহর্ষির পাদবন্দনা ও রাজাকে নমস্কার করিয়া দিব্যাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাহুমুক্ত শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ওদিকে কুন্তীদেবী দ্রৌপদীকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, পুর-মহিলাগণ পরম সমাদরে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।

অনন্তর পঞ্চালরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, অদ্য শুভদিন, অতএব শ্রীমান্ অর্জ্জুন দৈবকার্য্য সম্পাদন করিয়া অদ্যই কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করুন। যুধিষ্ঠির বিনীতবচনে বলিলেন, রাজন্, জননী অনুমতি করিয়াছেন, দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন। আমাদিগের একজনের কৃতকার্য্যের ফল আমরা সকলেই লাভ করিয়া থাকি; বিশেষতঃ মাতৃ-আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য; অতএব কৃষ্ণা ধর্ম্মতঃ আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন। আপনি এজন্য অধর্ম্মভয়ে ভীত হইবেন না।

দ্রুপদ কহিলেন, কুরুনন্দন, তুমি অতি পবিত্রস্বভাব ও পরমধার্ম্মিক; তোমার মুখে এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। এরূপ ধর্ম্ম ও লোকাচার বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কদাপি উচিত নহে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্, আমার মনোমন্দিরে অধর্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই; যখন

আমার মনে এ বিষয়ে দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই, তখন আমি ইহাকে অধর্ম্ম বলিতে পারি না। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, গুরু-জনের আজ্ঞা পালন করাই ধর্ম্ম। গুরুজন মধ্যে মাতা পরম গুরু; সুতরাং তাঁহার আদেশ পালন করাই পরম ধর্ম্ম। অতএব আপনি নিঃসন্দেহচিত্তে ইহার অনুষ্ঠান করুন; কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কিত হইবেন না।

যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া পঞ্চালরাজ সংশয়াকুলচিত্তে ব্যাসদেবকে উপস্থিত বিষয়ের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি কহিলেন, রাজন্, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যাহা কহিলেন, তাহা ধর্ম্মসঙ্গত বটে, এ বিষয়ে আপনি সন্দেহ করিবেন না। তখন দ্রুপদরাজ কহিলেন, ভগবন্, আপনার বাক্যই আমাদিগের পক্ষে বেদবাক্য; যখন আপনি ইহা ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া কহিতেছেন, তখন ইহাতে কোন দোষস্পর্শ হইলে আমার অপরাধ নাই। পাণ্ডবেরা বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ করুন।

অনন্তর মহাসমারোহে বিবাহ-কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। পাণ্ডবেরা অদ্যাপি জীবিত আছেন, অর্জ্জুনই লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণাকে লাভ করিয়াছেন, সর্ব্বত্র এই কথার রটনা হইতে লাগিল। দুর্য্যোধনেরা পাণ্ডবদিগের এইরূপ উন্নতি দর্শনে একান্ত ভীত ও চিন্তিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম ও বিদুর যখন শুনিতে পাইলেন, পাণ্ডবেরা বিপন্মুক্ত হইয়া দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। মহানুভব বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে যাইয়া কহিলেন, মহারাজ, আমাদিগের ভাগ্যক্রমেই কৌরবেরা বিজয় লাভ করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার কথা শ্রবণমাত্র সহর্ষে কহিলেন, কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বিদুর, তুমি কি শুভ সমাচারই প্রদান করিলে! তুমি ত্বরায় যাইয়া দুর্য্যোধন ও দ্রৌপদীকে আমার নিকট আনয়ন কর। অন্ধরাজ বিদুরের উচ্চারিত কৌরব শব্দে স্বীয় পুত্র-দিগকে লক্ষ্য করিয়াই এরূপ হর্ষ প্রকাশ করিতেছিলেন! বিদুর তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মহারাজ, পাণ্ডবেরাই বরমাল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন।

ধৃতরাষ্ট্র মনের ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, ভালই হইয়াছে, পাণ্ডবেরা ত আর আমার পর নহে। পাণ্ডুর পরলোক গমনের পর আমি তাহাদিগকে পুত্রতুল্য মনে করিয়াই প্রতি-পালন করিয়াছি। এক্ষণে তাহারা মাতার সহিত বিপম্মুক্ত হইয়া দ্রুপদের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজার আশ্রয় পাইয়াছে শুনিয়া আমি অতীব আনন্দ লাভ করিলাম। তখন বিদুর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মহারাজ, চিরদিনই যেন আপনার এইরূপ সুমতি থাকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডবগণের বিজয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণ একান্ত পরিতপ্ত হইয়া উঠিল। পুরোচন-কৃত সমস্ত চেষ্টা ও মন্ত্রণা বিফল হইল দেখিয়া তিনি লজ্জা ও দুঃখে অব-সন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনি প্রভৃতির

সহিত মন্ত্রণা করিয়া দুর্য্যোধন গোপনে যাইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, তাত, আপনি কি জন্য বিদুরের নিকট শত্রুগণের প্রশংসা করিতেছেন ? এই বিপদ সময়ে স্বীয় বংশের হিতের জন্য আপনার যাহা কর্ত্তব্য, তৎপ্রতিই বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন কেন ? আমাদিগের পৈতৃক রাজ্যে পাণ্ডবরূপ বিষদ্রুম যাহাতে বদ্ধমূল হইতে না পারে, শীঘ্র তাহার প্রতিবিধান করাই কর্ত্তব্য। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস, এ বিষয়ে তোমাদের যাহা অভিলাষ, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। বিদুরের নিকট অভিসন্ধি গোপন রাখাই উচিত, তজ্জন্যই তাঁহার কাছে পাণ্ডবদিগের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকি। বৎস, আমি বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াছি ; একদিকে স্বীয় বংশের কল্যাণচিন্তা ও সন্তানবাৎসল্য, অপরদিকে ন্যায়ধর্ম্ম ও ভীষ্মাদি কুরুপ্রবীণদিগের বিরুদ্ধাচরণ ! তোমরা সকল দিক্ বিচার করিয়া এ বিষয়ে আমাকে সুমন্ত্রণা প্রদান কর।

দুর্য্যোধন কহিলেন, তাত, আপনি এ বিষয়ে ভীষ্মাদির পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা আমাদিগের হিতচিন্তা করেন না। পাণ্ডুপুত্রগণ এক্ষণে সহায়সম্পন্ন, কোন প্রকাশ্য উপায়ে তাহাদিগকে বিনষ্ট করা অধুনা সহজসাধ্য নহে। অতএব গোপনে কোনরূপ কৌশল করিয়া প্রথমে দ্রুপদরাজের সহিত পাণ্ডবদিগের সৌহার্দ্দ ভঙ্গ করা আবশ্যক ; তার পর কোনরূপ প্রলোভন দ্বারা তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া সমূলে বিনাশ করিতে হইবে।

কর্ণ কহিলেন, দুর্য্যোধন, তোমার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বলিয়া

বোধ হইতেছে না। কৌশল দ্বারা তাহাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করা নিষ্ফল। যখন পাণ্ডবেরা তোমাদিগের আশ্রয়ে ছিল, তখন নানা কৌশল করিয়াও তাহাদিগের কোন হানি করিতে পার নাই। এক্ষণে তাহারা দৈববলে আত্মরক্ষা করিয়া উপযুক্ত সহায় প্রাপ্ত হইয়াছে, অতঃপর কপট কৌশলে তাহাদিগের অহিত সাধনে যত্ন করা বৃথা! এখন প্রকাশ্য যুদ্ধে তাহাদিগকে বিনষ্ট করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে দ্রুপদরাজ্য আক্রমণ ও পাণ্ডবদিগকে সম্মুখ-সমরে আহ্বান করাই উত্তম পরামর্শ। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কৌশল জানে না, আমরাও ক্ষত্রোচিত বিক্রম প্রকাশ করিয়াই পাণ্ডবদিগকে পরাভূত করিব।

কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাবীর কর্ণ, তোমার এই বাক্য যথার্থ ক্ষত্রোচিত ও মহত্ত্ব-জ্ঞাপক বটে, কিন্তু আমার পুত্রগণ এখনও রাজ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; বিশেষতঃ মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি মহাবীরগণ আমাদের পক্ষাবলম্বন করিবেন কি না, বলা যায় না। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধোদ্যোগ করা সুবিবেচনাসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে সন্ধিদ্বারা পাণ্ডবদিগের সহিত প্রীতি স্থাপন করাই কর্ত্তব্য। যাহা হউক, তোমরা পুনরায় এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখ; কল্য মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিয়া প্রবীণ ও অমাত্যগণের অভিপ্রায় শুনিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।

যথাসময়ে মন্ত্রণাসভা আহূত হইল। মহাত্মা ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, ধর্ম্মপরায়ণ বিদুর এবং কৌরবপ্রধান কর্ণ ও দুর্য্যোধন

প্রভৃতি সভাগৃহে সমবেত হইলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র উপস্থিত বিষয়ে সকলের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসু হইলে ভীষ্মদেব কহিলেন, বৎস ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবেরা তোমার সন্তানতুল্য ও রক্ষণীয়। সুতরাং তাহাদিগকে পৈতৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত করা একান্ত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। তাহাদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিয়া সন্ধিস্থাপন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বৎস দুর্য্যোধন, তুমি যেমন মনে করিতেছ, ইহা তোমার পৈতৃক রাজ্য, পাণ্ডবেরাও সেইরূপই মনে করিয়া থাকে। তুমি অধুনা রাজ্য হস্তগত করিয়াছ বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠির পূর্ব্বেই ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। অতএব বিবাদে প্রয়োজন নাই, পাণ্ডবদিগের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া রাজ্যার্দ্ধ সমর্পণ কর। ইহার অন্যথা করিলে কুরুকুলের চিরসঞ্চিত ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে। একবার অধর্ম্মে লিপ্ত হইলে মনুষ্য জন্মের মত উৎসন্ন হইয়া যায়।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, মহারাজ, শাস্ত্রে শুনিয়াছি, মন্ত্রণাগৃহে আনীত হইয়া ধর্ম্মসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলাই উচিত। অপ্রিয় হইলেও সত্য বাক্যই বলিতে হইবে। কেন না, হিতজনক অথচ মনোহর, এরূপ বাক্য অতি দুর্ল্লভ। উপস্থিত বিষয়ে মহাত্মা ভীষ্মের যে মত আমারও সেই মত। পাণ্ডুপুত্রদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করাই বিধেয়। অতএব আর কাল বিলম্ব না করিয়া পাণ্ডবদিগকে এখানে আনয়ন করুন; তাঁহাদিগকেও স্বীয় সন্তানতুল্য জ্ঞান করিয়া রাজ্যাধিকার প্রদান করুন।

পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ এইরূপ বলিলে, দুর্য্যোধন

মন্ত্রৌষধিনিবদ্ধ আশীবিষের ন্যায় ক্রোধে মস্তক নত করিয়া রহিলেন। তখন অমিততেজা কর্ণ উদ্ধতবচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ, আপনি যাঁহাদিগকে অন্নদ্বারা প্রতিপালন ও সম্মানদ্বারা গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন, সর্ব্ববিষয়ে যাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করেন, সেই ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনাকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিলেন না। যিনি অসরল মনে ও কপট বচনে পরামর্শ দেন, তাঁহাকে যথার্থ হিতৈষী বলা যায় না। অতএব এরূপ পয়োমুখ বিষকুম্ভ সদৃশ ব্যক্তিগণের কথা না শুনিয়া স্বীয় বংশের ভাবী কল্যাণ চিন্তা করাই আপনার কর্ত্তব্য।

তেজস্বী দ্রোণাচার্য্য কর্ণবাক্যে ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি কর্ণকে ক্রোধানলে দগ্ধ করিয়াই যেন বলিতে লাগিলেন, হে কর্ণ, তুমি জগতীস্থ সমস্ত ব্যক্তিকেই আত্মবৎ বিবেচনা করিয়া থাক। বুঝিলাম, তুমি স্বীয় কলুষিত চিত্তের অনুরূপ বাক্যই বলিয়াছ; তুমি নির্লজ্জ পাষণ্ডের ন্যায় রাজসভায় গুরুজনের নিন্দা করিতেছ! আমরা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে যে পরম হিতকর বাক্য বলিয়াছি, তোমার মত দুর্জ্জনের পক্ষে তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করা সম্ভব নহে। রাজা যদি তোমার ন্যায় সাধু মন্ত্রার পরামর্শ গ্রহণ করেন, তবে অচিরেই কুরুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

অনন্তর ধর্ম্মপ্রাণ সাধুস্বভাব বিদুর কহিলেন, মহারাজ, বান্ধবেরা আপনাকে যথার্থ হিতোপদেশই প্রদান করিতেছেন। আপনি যদি ইঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া উদ্ধতস্বভাব অপরিণামদর্শী যুবকবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে

বুঝিলাম, অচিরে এই চিরপ্রথিত রাজবংশের উচ্ছেদ হইবে। এই দুই পুরুষসিংহ অপেক্ষা কে আপনার অধিকতর হিতৈষী ও যথার্থ মিত্র, আপনিই তাহা স্থির করুন। ইঁহারা আপনার অশুভ কামনা করিয়া মন্ত্রণা দিতেছেন, এ কথা নিতান্ত অশ্রেদ্ধেয়। আপনি পাণ্ডবদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা, সত্যানুরাগ ও বীরত্ব সবিশেষ অবগত আছেন। অতএব এক্ষণে পাণ্ডবদিগকে ক্ষমতাশালী ও সহায়সম্পন্ন জানিয়া রাজধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করুন। পুরোচনকৃত যে মহতী অকীর্ত্তি আপনার কৃত বলিয়া লোকসমাজে প্রচারিত হইয়াছে, এইরূপে সেই কলঙ্কের ক্ষালন করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর, মহাত্মা ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ আমাকে শ্রেয়স্কর বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন। আর তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাও অভ্রান্ত বটে। আমি তোমাদের বাক্যের অন্যথা করিব না। পাণ্ডুপুত্রগণ যে আমার পুত্রস্থানীয় এবং আমার পুত্রদিগের ন্যায় তাঁহারাও যে এই রাজ্যের অধিকারী, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? অতএব তুমি অনুচরগণ সহ অদ্যই দ্রুপদরাজ্যে গমন করিয়া কুন্তী ও দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবদিগকে এখানে আনয়ন কর। ধৃতরাষ্ট্রের এই ন্যায়ানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্মাদি কুরুপ্রবীণগণ, অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনাদি কুটিল-প্রকৃতি যুবকেরা ক্রোধভরে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

পাণ্ডবেরা পুনরায় হস্তিনানগরে আগমন করিতেছেন, এই সংবাদ শ্রবণে পুরবাসিগণের হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না।

তাহারা গৃহে গৃহে নানাবিধ আনন্দোৎসবের আয়োজন করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর মহাত্মা বিদুর যথোচিত আয়োজন সহকারে দ্রুপদরাজ-সভায় উপনীত হইয়া যথাবিধানে সকলকে সাদর সম্ভাষণ ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজ দ্রুপদও শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পাণ্ডবগণ বহুদিন পরে পরম হিতৈষী পিতৃব্যকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। মহামতি বিদুর, দ্রুপদরাজকে কহিলেন, রাজন্, ধর্ম্মভীরু কুরুরাজ স্বয়ংবর-বার্ত্তা শ্রবণে অতিশয় প্রীত হইয়া বারংবার আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আপনার সহিত এই অভিনব সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে কুরুকুলের সকলেই নিতান্ত আহ্লাদিত ও চরিতার্থ হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হইয়া পাণ্ডবদিগকে স্বীয় রাজ্যে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করুন। এ বিষয়ে মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যেরও সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।

দ্রুপদ কহিলেন, হে ধর্ম্মপরায়ণ, তোমার বাক্যে আমার পরম পরিতোষ জন্মিল। কৌরবদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে আমিও আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছি। পাণ্ডবগণের স্বীয় রাজ্যে গমন করাই যে উচিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এক্ষণ পাণ্ডবেরা যদি ইচ্ছা করেন এবং তাঁহাদিগের পরম হিতৈষী বাসুদেবের যদি সম্মতি থাকে, তাহা হইলে এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। লোকতত্ত্বজ্ঞ বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন স্বয়ং আহ্বান করিয়াছেন, তখন পাণ্ডবদিগের হস্তিনায় গমন করাই কর্ত্তব্য।

মহারাজ দ্রুপদ ও মহামতি শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণ মাতা ও পত্নীর সহিত হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বিদুর ও পুরুষপ্রধান বাসুদেব তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা যথাসময়ে হস্তিনানগরে উপনীত হইলে, পুরবাসিগণ তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজপথে বহির্গত হইল। পাণ্ডবেরা পুরবাসিগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পিতামহ ভীষ্ম, জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও অপরাপর গুরুজনের চরণ বন্দনা করিলেন। বহু দিন পরে তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ওদিকে গান্ধারী প্রভৃতি রাজমহিষীগণ কুন্তী ও দ্রৌপদীকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাক্রমে নগরের সর্ব্বত্র আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে রাজবাটী মহোৎসবময়, নগর আনন্দময় এবং রাজপথ কোলাহলময় হইয়া উঠিল।

একদা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস কৌন্তেয়, বংশ-বিনাশকর ভ্রাতৃদ্রোহ নিবারণের জন্য আমি তোমাকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিতেছি। তুমি সমস্ত কুরুরাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া ভ্রাতৃগণসহ ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া রাজত্ব কর। সেই নগর হস্তিনাপুর অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। তোমাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিতে নির্দ্দেশ করা আমার পক্ষে ক্লেশকর হইলেও পরিণাম বিবেচনা করিয়া ইহাই শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। ধীরস্বভাব যুধিষ্ঠির পিতৃব্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে সম্মত হইলেন।

তখন মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মদেব, যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস, অদ্য তোমাকে নির্বিবাদে রাজ্যলাভ করিতে দেখিয়া আমার মনে যে অতুল আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তোমরা পঞ্চভ্রাতা মিলিয়া যথাবিধি রাজ্যপালন ও বংশের গৌরব বর্দ্ধন কর; সত্য ও ধর্ম্মের যথার্থ রক্ষক হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের কল্যাণ সাধন কর; ইহাই আমাদিগের একান্ত অভিলাষ। দেখ, রাজপদকে লোকে যেরূপ সুখজনক মনে করে, বস্তুতঃ উহা সেরূপ নয়; উহাতে অনেক সঙ্কট ও বিপদ আছে। ধৈর্য্য, বিনয়, ক্ষমা ও লোকপ্রীতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ না থাকিলে এবং পরার্থে আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে না পারিলে, রাজপদের গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদন করা যায় না। ব্যসনবুদ্ধিই রাজার সর্ব্বপ্রধান শত্রু; রাজপদে অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই রাজার হৃদয়ে ব্যসনানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; উহার প্রভাবে অতি নির্ম্মল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন জলপ্রবাহের ন্যায় আবিল ও কলুষিত হইয়া যায়। অহঙ্কার উচ্চপদের অনুগামী; অহঙ্কৃত পুরুষেরা মানুষকে মানুষ বলিয়াই জ্ঞান করে না। প্রভুত্বরূপ হলাহলের ঔষধ নাই; প্রভুকে উপদেশ দিয়া সৎপথ প্রদর্শন করে, এরূপ লোকও অতি বিরল। কেন না, মিথ্যা স্তুতিবাদ করিতে না পারিলে ধনীদিগের নিকট জীবিকা লাভ করা যায় না। বৎস, তুমি সর্ব্বনীতিবিশারদ, ধর্ম্মভীরু ও ক্ষমাশীল; তথাপি স্নেহবশতঃ পুনশ্চ সাবধান করিয়া দিতেছি, যেন অভিমান, ক্রোধ, অক্ষমা ও ব্যসনাসক্তি তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে। এ সংসারে ভ্রাতৃবলের ন্যায়

আর বল নাই ; অতএব তোমরা পঞ্চ ভ্রাতা সমসুখদুঃখভাগী হইয়া চিরপ্রণয়ে আবদ্ধ থাকিও ; তাহা হইলে কেহই তোমাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবে না।

অনন্তর পাণ্ডবগণ হস্তিনানগরস্থ আত্মীয়বর্গ ও জনমণ্ডলীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন । তাঁহাদিগের আগমনে ইন্দ্রপ্রস্থ যেন ইন্দ্রপুরীর শোভা ধারণ করিল। তৎকালে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ইন্দ্রপ্রস্থের ন্যায় অপূর্ব্ব নগর আর একটিও ছিল না। ঐ নগর সুপ্রশস্ত পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত, সশস্ত্র যোদ্ধৃগণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, এবং সুধাধবলিত হর্ম্ম্যমালায় সুশোভিত ছিল। নগরের সর্ব্বত্র সুবিস্তৃত রাজপথ সকল মনোহর ছায়াতরু দ্বারা সমাচ্ছাদিত ছিল। উহার চারি প্রান্তে চারিটি সুবিস্তৃত রাজোদ্যান কুসুমিত তরুলতায় সজ্জিত হইয়া নন্দনকাননের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। মধ্যস্থলে কুবের-ভবনতুল্য কৌরবপ্রাসাদ বিরাজিত ছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে সুনির্ম্মল-সলিলপূর্ণ সরোবর সকল আপনার স্বচ্ছহৃদয়ে রাজপুরীর মনোহর শোভা ধারণ করিয়া নগরের সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে পরিবর্দ্ধিত করিত।

পাণ্ডবেরা নগরের এইরূপ অপূর্ব্ব শোভা ও অসামান্য বৈভব দর্শন করিয়া প্রসন্নমনে রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ কুরুরাজ্যের অন্যতর রাজধানী হইল, এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে নগরের জনসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, যুদ্ধব্যবসায়ী বীরগণ, ধনাকাঙ্ক্ষী বণিক্‌গণ এবং সুনিপুণ শিল্পিগণ আসিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিল।

পাণ্ডবদিগকে সুস্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্বীয় রাজধানী দ্বারাবতীতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তদীয় শাসনগুণে অল্পকালমধ্যেই সর্ব্বত্র শান্তি ও সৌভাগ্যের অভ্যুদয় হইল। তিনি অপত্য-স্নেহে প্রজাপালন, কঠোর হস্তে দুষ্টদমন এবং সর্ব্ববিষয়ে ন্যায় ও ধর্ম্মের পরিপোষণ করাতে প্রজাগণ নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদনে তৎপর হইল। রাজার পুণ্যবলে প্রকৃতিও সুপ্রসন্না হইলেন; মেঘ সকল যথাকালে বারি বর্ষণ করাতে কৃষি, ও বাণিজ্য কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল; সুতরাং সমস্ত জনপদ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। তৎকালে কেহ কাহাকে প্রতারণা করিত না; রাজপুরুষদিগের মুখে কদাপি মিথ্যা কথা শুনা যাইত না। অবিচার, প্রজাপীড়ন বা উৎকোচ-গ্রহণ প্রভৃতি অধর্ম্মাচরণ দ্বারা ধর্ম্মাধিকরণ কদাপি কলুষিত হইত না। ফলতঃ রাজা যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। অধীন ভূপালগণ প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াই তদীয় প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। যুদ্ধে পরাজিত নৃপতিদিগের প্রতি তিনি এরূপ প্রীতি ও সৌজন্য প্রকাশ

করিতেন যে, এই পরাজয় তাঁহাদের নিকট ক্লেশজনক বোধ না হইয়া আনন্দের কারণ বলিয়াই পরিগণিত হইত।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যও সুচারু নিয়ম সকল প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। অর্জ্জুন ও ভীমসেনের প্রতি সৈন্যচালন ও শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার ভার অর্পিত হইল। নকুল ও সহদেব প্রজাদিগের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অপরাপর উন্নতিজনক কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। তাঁহাদিগের বাহুবলে সমস্ত দেশ নিরুপদ্রব, সত্যবলে প্রজাগণ নির্ব্বিরোধ, এবং ধর্ম্মবলে সমস্ত রাজ্য সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

কোন সময় অর্জ্জুন "ময়" নামক এক দানবশিল্পীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছেন শুনিয়া ময়দানব তাঁহাদিগের কোন প্রত্যুপকার করিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, কৌন্তেয়, আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনার কিঞ্চিৎ উপকার করি। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃতজ্ঞ, তুমি যে আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ, ইহাতে আমি অতিশয় কুণ্ঠিত হইতেছি। কিন্তু তোমার বাসনা অপূর্ণ থাকে, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে, অতএব তুমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এরূপ এক রাজসভা নির্ম্মাণ কর, যাহাতে নিয়ত বাস করিয়াও কেহ তাহার অনুকরণ করিতে না পারে।

অনন্তর সভানির্ম্মাণোপযোগী যাবতীয় বস্তু সমাহৃত হইলে ময়দানব অনন্যকর্ম্মা হইয়া এক অলোক-সামান্য মণিময় সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ সভামণ্ডপ ইন্দ্রসভার ন্যায় মনোহর, অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্যে সুসজ্জিত, এবং চতুর্দ্দিকে পঞ্চ সহস্র হস্ত পরিসরবিশিষ্ট হইয়াছিল। উহার স্থানে স্থানে মনোমুগ্ধকর সুবর্ণ তরুরাজি বিরাজিত ছিল। মধ্যে মধ্যে মরকতমণি-বিভূষিত কৃত্রিম কুঞ্জ, বৈদূর্য্যমণি-নির্ম্মিত বেদিকা, কোথাও বা রমণীয় চিত্রশালা, কোন স্থানে কৃত্রিম তপোবন ও উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী, কোথাও বা প্রস্রবণগিরি শোভা পাইতেছিল। অনন্তর শুভ দিনে শুভ কার্য্যসকল সম্পাদন করিয়া, ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুকদিগকে প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করিয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত নবনির্ম্মিত সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন ঋত্বিগ্‌গণের পুণ্যাহ-ধ্বনিতে সভামণ্ডপ কোলাহলময়, প্রজাগণের জয়ধ্বনিতে ইন্দ্রপ্রস্থ আনন্দময়, গগনস্পর্শী বাদ্যধ্বনিতে সকলের চিত্ত উৎসাহময় হইয়া উঠিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির, নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায়, ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া হেমময় সিংহাসনে আসীন হইলেন। বৈতালিকগণ সুমধুর কণ্ঠে ধর্ম্মরাজের গুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিল। সামন্ত রাজগণ বিবিধ উপহার প্রদান করিয়া পাণ্ডবদিগের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। যুধিষ্ঠির প্রিয় সম্ভাষণ ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন।

পাণ্ডবগণ রাজসভায় বসিয়া রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ সহসা তথায় উপনীত

হইলেন। নারদঋষি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন; তৎকালে তাঁহার ন্যায় রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির পারদর্শী প্রায় দৃষ্ট হইত না। সর্ব্বত্র ন্যায় ও মঙ্গল স্থাপনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। দেবর্ষি সভাসীন পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, এবং আশীর্ব্বাদ-বাক্য উচ্চারণ করিয়া সকলের মঙ্গল-কামনা করিলেন। পাণ্ডবগণও সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া বিবিধ প্রকারে দেবর্ষির অর্চ্চনা করিলেন, এবং তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনারা তদীয় অনুমতিক্রমে পৃথক্ আসনে উপবেশন করিলেন। দেবর্ষি রাজার সৎকারে প্রসন্ন হইয়া অপূর্ব্ব জ্ঞান-গর্ভ-বাক্যে প্রশ্নচ্ছলে তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

দেবর্ষি কহিলেন, মহারাজ, আপনি অর্থচিন্তায় নিরত থাকিয়া ধর্ম্মচিন্তা ত বিস্মৃত হয়েন নাই? সুখভোগে ত আপনার চিত্ত ধর্ম্ম-বিমুখ হয় নাই? আপনি ত অর্থলুব্ধ হইয়া ধর্ম্মো-পার্জ্জনে বিরক্তি প্রকাশ করেন না? ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া ত অর্থচিন্তায় উপেক্ষা করেন না? আপনি ত ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস করিয়াছেন? যথাকালে ত নিদ্রিত ও জাগরিত হইয়া থাকেন? কৃষি, বাণিজ্য, প্রজাশিক্ষা, দুর্গসংস্কার, সেতুনির্ম্মাণ, আয়ব্যয় শ্রবণ, পৌরকার্য্য দর্শন ও জনপদ পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি রাজকার্য্য ত সম্যক্রূপে সম্পাদিত হয়? যথাকালে সন্ধিস্থাপন ও বিগ্রহ বিধানে ত নিযুক্ত আছেন? বহুদর্শী, বয়োবৃদ্ধ, বিশুদ্ধস্বভাব ও অনুরক্ত ব্যক্তিগণই ত মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হয়? ভৃত্যেরা ত আপনার পরোক্ষেও কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিরত থাকে?

মহারাজ, আপনি ত প্রচণ্ড দণ্ডবিধানদ্বারা প্রজাদিগকে

উত্তেজিত করেন না? তাহাদিগের অভিযোগ ও প্রার্থনা ত স্বয়ং শ্রবণ করেন? সাহসী সৈনিকপুরুষদিগকে ত যথোচিত সম্মান করেন? তাহারা ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেতন ও রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হয়? বৃদ্ধ ও রোগগ্রস্ত কর্ম্মচারীদিগকে ত যথোচিত বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন? কৃষকেরা ত সন্তুষ্টচিত্তে কাল যাপন করিতেছে? তাহাদিগের গৃহে ত বীজ ও অন্নাদির অসদ্ভাব নাই? রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ সরোবর সকল ত নিখাত হইয়াছে? আপনি ত নারীজাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁহাদিগের সমুচিত সম্মান করিয়া থাকেন? অধ্যাপক, ধর্ম্মাচার্য্য, তপস্বী, অনাথ ও অক্ষম ব্যক্তিদিগের জন্য ত আপনার রাজকোষ উন্মুক্ত আছে? হে ধর্ম্মরাজ, আপনার বেদাধ্যয়ন ত সফল হইয়াছে? ধনোপার্জ্জন ত সার্থক হইয়াছে? বিদ্যাশিক্ষা ত ফলবতী হইয়াছে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন, আপনি যে বেদাধ্যয়নাদির সফলতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কিরূপ? নারদ কহিলেন, মহারাজ, বেদাধ্যয়নের ফল ধর্ম্মাচরণ; ধনোপার্জ্জনের ফল দান ও ভোগ; বিদ্যাশিক্ষার ফল সুশীলতা ও সদ্ব্যবহার। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিনয়ের সহিত দেবর্ষিকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্, আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব। আপনার অনুপম উপদেশগুণে আমার বুদ্ধি-বৃত্তি জাগরিত এবং মন সদুৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর, দেবর্ষি কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ, আপনার যেরূপ অতুল প্রভাব, অমিত তেজ, ও ধর্ম্মানুগত রাজশক্তি

দেখিতেছি, তাহাতে আপনি রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞ সম্পাদনের উপযুক্ত পাত্র; কেন না, সমগ্র ভারতভূমির একাধিপত্য আপনাতেই সম্ভব হয়। অতএব সেই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবীতে অতুল কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করুন। মহারাজ, রাজসূয় অতি প্রধান যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু উহাতে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং পুরুষোত্তম বাসুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। এই বলিয়া নারদ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দেবর্ষির মুখে রাজসূয় যজ্ঞের কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির তৎসম্পাদনের জন্য একান্ত ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। মন্ত্রিবর্গ ও অনুজদিগকে আহ্বান করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের কথাই বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একবাক্যে কহিলেন, মহারাজ, অধুনা সমগ্র ভারতভূমিতে আপনার তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয় আর কেহই নাই; অতএব আপনি এক্ষণে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইতে পারেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের উৎসাহবাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া মহর্ষি দ্বৈপায়ন ও ধৌম্য প্রভৃতি বেদবিদ ব্রাহ্মণদিগকে স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারাও সম্মতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই আমরা তদ্বিষয়ে তোমাকে অনুমতি ও উৎসাহ প্রদান করিতেছি।

ধীমান্ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ, অমাত্যবর্গ ও হিতৈষী জনের অনু-

মতি প্রাপ্ত হইয়াও সহসা কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন না। যুধিষ্ঠির অতঃপর পাণ্ডবসুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিতে অভিলাষী হইলেন। তদনুসারে সত্বর দ্বারাবতীতে দূত প্রেরিত হইল। মহাত্মা বাসুদেবও দূতমুখে যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ শ্রবণমাত্র ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক যথাসময়ে স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ, আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। অন্যান্য সুহৃদ্গণও আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু তোমার অভিপ্রায় জানিতে না পারিলে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। কেহ কেহ বন্ধুতার অনুরোধে দোষ প্রকাশ করেন না, কেহ বা স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য বলিয়া থাকেন। তুমি সর্ব্বদোষরহিত ও পাণ্ডবের চিরহিতৈষী; অতএব আমাকে যথার্থ উপদেশ প্রদান কর।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ, আপনি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজশক্তিতে ভূষিত; আপনার ন্যায় রাজাই সাম্রাজ্য-লাভের উপযুক্ত পাত্র। সম্প্রতি মগধদেশাধিপতি প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ বাহুবলে সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নৃপতিগণ তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। এমন কি আমিও সমস্ত যাদব ও বৃষ্ণিবংশীয়-দিগের সহিত রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া দুরাক্রম্য রৈবতক পর্ব্বতে বাস করিতেছি। ঐ দুরাত্মা সমস্ত রাজন্যবর্গকে পদানত করিয়াও পরিতুষ্ট হয় নাই। এক্ষণে সে দেশ দেশান্তর

হইতে ভূপতিদিগকে আনিয়া কারাবদ্ধ করিতেছে; অচিরাৎ তাঁহাদিগকে বলি প্রদান করিবে। এ পর্য্যন্ত ষড়শীতি জন ভূপতিকে ধৃত করিয়াছে, আর চতুর্দ্দশ জন প্রাপ্ত হইলেই সকলকে একত্রে সংহার করিবে। হা! নির্ম্মম জরাসন্ধ ভার্গবের ন্যায় পুনরায় ভারতভূমিকে বীরশূন্য করিবে!

হে ধর্ম্মরাজ, এক্ষণে যে বীর জরাসন্ধের অত্যাচার নিবারণ করিয়া ভূপতিদিগকে বিমুক্ত করিতে পারিবেন, তাঁহার যশঃ-প্রভায় ভূমণ্ডল দেদীপ্যমান হইবে; তিনিই ভারতসম্রাট বলিয়া পূজিত হইবেন। অতএব যদি আপনার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মানস থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে এই দুরাত্মাকে বিনাশ করিয়া নির-পরাধ ভূপতিদিগকে বিমুক্ত করুন। সমস্ত সুরাসুর একত্র হইলেও যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করিতে পারিবে না; আমার মতে উহাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরাভূত করা উচিত। আমি রাজনীতি-কুশল, ভীমসেন বলবান্ এবং অর্জ্জুন আমাদের রক্ষক; আমরা তিনজন একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধসাধন করিব। অতএব যদি আমার প্রতি আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে অগৌণে ভীম ও অর্জ্জুনকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বাসুদেব, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। কিন্তু তথাপি এই যুদ্ধে আমার চিত্ত প্রসন্ন হইতেছে না। এই পৃথিবী অতি বিপুল ও অনন্ত রত্নের আকর; এখানে সকলেই শান্তি-সুখে বাস করিতে পারে। আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য পরকীয় খ্যাতি ও শান্তি বিনষ্ট করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। রাজগণের দুর্গতির কথা শুনিয়া আমার

চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে বটে, কিন্তু তুমিই যখন জরাসন্ধকে ভয় কর, তখন আমি কিরূপে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব? আমি সম্রাট্‌খ্যাতি লাভ করিবার জন্য নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় কিরূপে তোমাদিগকে এরূপ সঙ্কট স্থলে প্রেরণ করিব? হে পুরুষোত্তম, যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অনর্থপাতের সম্ভাবনা, তখন এরূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত না হওয়াই উচিত। অতএব আমার মতে রাজসূয় যজ্ঞের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর।

ভ্রাতৃভক্ত ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ, আপনি কিছুমাত্র শঙ্কিত হইবেন না। মহানীতিজ্ঞ জনার্দ্দন আমাদিগের সহায়, আমরা কুত্রাপি অভিভূত হইব না। আমরা জীবিত থাকিতেই আপনার সঙ্কল্পিত মহাযজ্ঞ অসম্পন্ন থাকিবে, ইহা কোনরূপেই সহ্য করিতে পারিব না। অর্জ্জুন কহিলেন, মহাভাগ, দুষ্ট-দমন ও শিষ্টের পালনই রাজধর্ম্ম। দেখুন, যদি আমরা রাজসূয় উপলক্ষে জরাসন্ধের হস্ত হইতে বিপন্ন রাজন্যবর্গের উদ্ধার সাধন করিতে পারি, তবেই আমাদিগের যথার্থ রাজধর্ম্ম রক্ষা করা হয়। অতএব আপনি কর্ত্তব্য পালনে স্থিরচিত্ত হইয়া এই ক্ষত্রধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুমতি প্রদান করুন।

কৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ, মৃত্যু দিবাভাগে কি রজনীযোগে উপস্থিত হইবে, তাহার যখন স্থিরতা নাই এবং কোন ব্যক্তি যুদ্ধ না করিয়া অমর হইয়াছে, ইহাও যখন শুনি নাই, তখন রাজবিধান অনুসারে শত্রুদমনার্থ যুদ্ধ করাই পুরুষের কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে কংস প্রভৃতি দুষ্কৃতকারীদিগের উচ্ছেদ সাধন করা

গিয়াছে, অধুনা জরাসন্ধবধের সময় উপস্থিত। মহাবল ভীমসেন যে আমাদিগের উপদেশক্রমে তাহার বিনাশ-সাধনে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে আপনি কোনও সংশয় করিবেন না।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জরাসন্ধবধে শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিকতা দর্শন করিয়া কহিলেন, মধুসূদন, তুমিই পাণ্ডবদিগের আশ্রয়, আমরা চিরদিন তোমারই আশ্রিত। তোমার শরণাপন্ন জনের অসাধ্য কি আছে? জরাসন্ধবধ, রাজগণের কারামোচন ও রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের সমস্ত ভারই আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে উন্নতি ও অবনতি, উত্থান ও পতন পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইয়া থাকে। যে প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ দোর্দণ্ড-প্রতাপে সমস্ত ভূমণ্ডলে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আপনাকে অজেয় বলিয়া মনে করিতেছিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার পতনকাল নিকটবর্ত্তী হইল। দুষ্টদমন মধুসূদন ভীমার্জ্জুনের সহিত ব্রাহ্মণবেশে মগধরাজ্যে যাত্রা করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের জনমণ্ডলী মঙ্গলবাক্যে তাঁহাদের অভিনন্দন ও কুশল কামনা করিতে লাগিল। তাঁহারা কুরুদেশ অতিক্রম করিয়া সরযূতীরবর্ত্তী কোশলরাজ্যে উপনীত হইলেন। তথা হইতে মিথিলায় প্রবিষ্ট হইয়া মনোহর চর্ম্মণ্বতী পার হইলেন, এবং

গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করিয়া মগধাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎপর গোধনসমাকীর্ণ বিবিধতরুরাজিশোভিত গো-রথ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া মগধপুর দেখিতে পাইলেন। বাসুদেব কহিলেন, ঐ দেখ, হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ, উদ্যান ও সরোবরে শোভিত, সুরম্য হর্ম্ম্যরাজিসমাবৃত মগধরাজ্য দেখা যাইতেছে। ঐ রাজ্য পঞ্চ পর্ব্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত, সুতরাং শত্রুদিগের দুরধিগম্য। দুরাত্মা জরাসন্ধ প্রকৃতির সুরক্ষিত ক্রোড়ে পরিবৰ্দ্ধিত হইয়া আপনাকে দুৰ্দ্ধর্ষ ও অপরাজেয় মনে করিতেছে।

এই সময়ে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া জরাসন্ধকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ জরাসন্ধ সেই দুর্নিমিত্ত শান্তির জন্য নিয়মপূর্ব্বক উপবাস করিয়া রহিলেন। এদিকে স্নাতক-বেশধারী কৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয় অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন; এবং উদ্যানদ্বার উল্লঙ্ঘন করিয়া যজ্ঞাগারে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। মগধাধিপতি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণোচিত বিধিদ্বারা পূজা ও সাদর সম্ভাষণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে পূজা গ্রহণ বা প্রতিসম্ভাষণাদি করিতে না দেখিয়া কহিলেন, বিপ্রগণ, আপনারা কে? আপনাদের পরিধানে রক্তবস্ত্র, ভুজে জ্যাচিহ্ন দেখিতেছি; আকৃতিতেও ক্ষত্রতেজের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। আমি আপনাদিগকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলাম, কিন্তু আপনারা কেন সে সৎকার গ্রহণ করিলেন না? যথাসময়ে সভাগৃহে না যাইয়া

নিষিদ্ধ পথে যজ্ঞাগারেই বা উপস্থিত হইয়াছেন কেন? যাহা হউক, আমার নিকট যদি কোন প্রার্থনা থাকে, নির্ভয়ে প্রকাশ করুন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্, তুমি আমাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতেছ, কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়। দুষ্ট দমনার্থ আমরা কপটবেশ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্যভাবে এবং বান্ধবগৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিবার বিধি আছে। আমরা কার্য্যোদ্ধার জন্য শত্রুগৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পূজা গ্রহণ করিতে পারি না। জরাসন্ধ কহিলেন, আমি যে কখনও তোমাদিগের অপকার করিয়াছি, তাহা স্মরণ হইতেছে না। তথাপি কেন আমাকে শত্রুজ্ঞান করিতেছ, জানি না। আমি স্বধর্ম্মপালনে নিরত আছি, প্রজাগণের কোনও অপকার করি নাই, তবে কি জন্য আমাকে অপরাধীর ন্যায় বোধ করিতেছ, বলিতে পারি না।

তখন রাজনীতিবিশারদ মহাত্মা বাসুদেব আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, রাজন্, তুমি বাহুবলে দর্পিত ও হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া মনে করিতেছ, এই ক্ষত্রকুলে তোমার ন্যায় বলশালী আর কেহই নাই! তুমি নিরপরাধ রাজাদিগকে বলিদান করিবার জন্য পশুর ন্যায় বাঁধিয়া রাখিয়াছ; ইহা কি রাজধর্ম্মের অনুমোদিত? না মানব-স্বভাবসঙ্গত? অদ্য আমরা স্বজন রক্ষা ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তোমাকে সংহার করিতে আসিয়াছি। যেহেতু আমরা রাজধর্ম্মানুসারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতে বাধ্য। অতএব আমরা তোমাকে

ক্ষত্রোচিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি ; এক্ষণে হয় ভূপতি-দিগকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।

জরাসন্ধ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ, আমি বীরধর্ম্মানুসারে রাজাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াই কারারুদ্ধ করিয়াছি। বিজিতের প্রতি জেতার যথেচ্ছ প্রভুত্ব করিবার অধিকার আছে। তদ্বিষয়ে অপরের বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন বা অধিকার কি? তোমার বাগ্‌বজ্রের ভয়ে ভীত হইয়া রাজাদিগকে পরিত্যাগ করিব, যদি এরূপ কল্পনা করিয়া থাক, তবে তুমি আজিও জরাসন্ধকে চিনিতে পার নাই। কি আশ্চর্য্য! যাহার ভয়ে ভীত হইয়া তুমি পুনঃ পুনঃ পর্ব্বতগুহায় পলায়ন করিয়াছ, তাহাকে এরূপ উপদেশ দিতে তোমার কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জাবোধ হইল না! মহাবীর জরাসন্ধ এই বলিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাকে রণোদ্যত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাজন্, আমাদিগের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হয়? মগধরাজ সগর্ব্বে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি একাকী তোমাদের তিন জনের সহিতই যুগপৎ যুদ্ধ করিতে পারি ; আর যদি এক এক জন করিয়া মরিতে সাধ হইয়া থাকে, তবে প্রথমে ভীমসেনকে আহ্বান করিতেছি।

তখন ভীমসেন কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। জরাসন্ধ স্বীয় পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেকের আজ্ঞা দিয়া ভীমসেনের সমীপে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই প্রমত্ত বীরযুগলের আশ্চর্য্য বাহুযুদ্ধ দেখিবার জন্য চারিদিকে জন-

মণ্ডলীর সমাগম হইল। বারদ্বয় মুষ্টিপ্রহার ও পদাঘাত করিয়া একে অন্যকে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভীষণ যুদ্ধ দিবারাত্র সমভাবে চলিতে লাগিল; কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিলেন না। অনন্তর ভীমসেন বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ, এই পাপাত্মার কক্ষদেশে এরূপ বসন নিবদ্ধ আছে যে, ইহাকে প্রাণবিযুক্ত করা সহজসাধ্য নহে। তখন বাসুদেব কহিলেন, হে ভীম, তোমার যে অসামান্য বায়ুবল আছে, আশু তাহার প্রয়োগ কর। কৃষ্ণের কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া ভীমসেন জরাসন্ধকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ শতবার ঘূর্ণিত করিয়া জানুদ্বারা পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গ এবং চরণদ্বয় ধারণ করিয়া সমস্ত দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর জরাসন্ধ গভীর আর্ত্তনাদে রাজপুরী কম্পিত ও বন্দিগণের চিত্ত পুলকিত করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। মহামতি শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া তৎক্ষণাৎ কারাবাসী ভূপতিদিগকে বিমুক্ত করিয়া দিলেন।

মহীপালগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মুক্তকণ্ঠে বাসু-দেবকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন! তাঁহারা কহিলেন, হে ভয়-হারী মধুসূদন, অদ্য জরাসন্ধরূপ হ্রদে নিমজ্জিত নৃপকুলের উদ্ধার করিয়া আপনি তাহাদিগকে অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিলেন; এক্ষণে এই অনুগত ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন। কৃষ্ণ কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা তাঁহার সাহায্য করেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। নৃপতিগণ আনন্দিত মনে স্বীকৃত

হইলে, পুরুষোত্তম বাসুদেব জরাসন্ধতনয় সহদেবকে অভয় প্রদান করিয়া মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব ভীমার্জ্জুন ও কারামুক্ত ভূপতিদিগকে সঙ্গে লইয়া সহদেব-প্রদত্ত দিব্য যানে আরোহণপূর্ব্বক মহা সমারোহে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন। জরাসন্ধ নিহত ও রাজগণ কারামুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া যুধিষ্ঠির অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া বাসুদেব ও ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। সমাগত রাজন্যবর্গও যথাযোগ্য সমাদৃত ও আতিথ্যসৎকার দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া স্ব স্ব রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সকলেই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া গেলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ, অতঃপর আপনাকে দিগ্বিজয় দ্বারা সর্ব্বত্র একাধিপত্য স্থাপন করিতে হইবে। কেন না, সম্রাট্ ভিন্ন অপর কাহারও রাজসূয় যজ্ঞ করিবার অধিকার নাই। আপনি অর্জ্জুনকে উত্তর দিকে, ভীমকে পূর্ব্ব দিকে, সহদেবকে দক্ষিণ দিকে এবং নকুলকে পশ্চিম দিকে প্রেরণ করুন। দিগ্বিজয় ব্যাপার সুসম্পন্ন হইলে আমি যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিব। এক্ষণে রাজধানী গমনের অভিলাষ করি। যুধিষ্ঠিরও প্রসন্নমনে তাঁহাকে বিদায় দিয়া দিগ্বিজয়ের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবীর ধনঞ্জয় দিগ্বিজয়ার্থ উত্তর দেশে যাত্রা করিলেন। সুসজ্জিত চতুরঙ্গিণী সেনা তাঁহার অনুগমন করিল। রথসমূহের ঘর্ঘরশব্দে, রণবাদ্যের তুমুল নিনাদে এবং মাতঙ্গগণের গভীর

গর্জ্জনে বসুন্ধরা বিকম্পিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রপ্রস্থের সমীপ-বর্ত্তী পরিচিত রাজগণ যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য স্বীকার করিয়া কর প্রদান করিলেন। তৎপর বিন্ধ্যভূধরসন্নিহিত পার্থিবদিগকে পরাভূত করিয়া মহাবীর পার্থ প্রাক্‌জ্যোতিষ দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগদত্ত নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন; তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ভগদত্ত অর্জ্জুনের বিক্রম দর্শনে প্রীত হইয়া যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করিলেন। তৎপর অর্জ্জুন উত্তর দিকে হিমালয়-সমীপবর্ত্তী সমস্ত পার্ব্বত্য দেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়া ভূলোকস্বর্গ কাশ্মীর রাজ্যে উপনীত হইলেন। কাশ্মীরপতি যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকার করিলে, অরণ্যচারী দস্যুদলও অর্জ্জুনের বশীভূত হইল। অনন্তর তিনি হিমালয়শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ধবলগিরিপৃষ্ঠে শিবির স্থাপন করিলেন। তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম ও মনোমুগ্ধকর পার্ব্বত্য শোভা দর্শন করিয়া হিমা-লয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গমালা অতিক্রমপূর্ব্বক সুরক্ষিত কিম্পুরুষবর্ষ পরাজিত করিলেন। তৎপর গুহ্যরক্ষিত হাটক ও গন্ধর্ব্বদেশ পরাভূত করিয়া মানসসরোবরতীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তথা হইতে প্রকৃতির বিচিত্র শোভা দর্শন করিতে করিতে প্রসন্ন-মনে উত্তর কুরুদেশে উপনীত হইলেন। তথাকার অধিবাসিগণ অতীব নিরীহস্বভাব ও শান্তিপ্রিয়, তাহারা অর্জ্জুনের মুখে যুধিষ্ঠিরের নাম ও কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কর প্রদান করিল। এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় সমগ্র উত্তর রাজ্য বশীভূত করিয়া অতুল ধনরত্ন সহকারে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

ওদিকে ভীমসেন বাহিনীপদভরে বসুন্ধরা বিকম্পিত করিয়া পূর্ব্ব দিকে যাত্রা করিলেন। প্রথমে পরমাত্মীয় পঞ্চালরাজসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন। তৎপর বিদেহ ও গণ্ডকদিগকে বশীভূত করিয়া দশার্ণদেশ অধিকার করিলেন। দশার্ণাধিপতি সুধর্ম্মা ভীমের সহিত ভয়ঙ্কর বাহু-যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভীমসেন সুধর্ম্মার পরাক্রমে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিলেন। তৎপর বহু দেশ ও জনপদ পরাজিত করিয়া চেদিরাজ শিশুপাল-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। শিশুপাল যুধিষ্ঠিরের অভিলাষ শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের প্রতি সমুচিত সৌজন্য প্রকাশপূর্ব্বক কর প্রদান করিলেন। এইরূপে ভীমসেন সমগ্র অযোধ্যা ও কোশল-রাজ্য পরাজিত করিয়া আরও পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইলেন; এবং স্বীয় ভুজবলে পূর্ব্বদেশবাসী রাজন্যবর্গকে বশীভূত করিয়া বিপুল ধনরত্নসহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগত হইলেন।

অনন্তর মাদ্রীপুত্র সহদেব মহতী সেনাসহ দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ মথুরানগরী পরাজিত করিলেন; তৎপর মৎস্যরাজ ও মহাবল দন্তবক্রকে বশীভূত এবং পাণ্ড্য, চেল, কিষ্কিন্ধ্যা ও মাহিষ্মতী প্রভৃতি জনপদ হস্তগত করিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপনীত হইলেন। বাসুদেব যথাবিধি যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য স্বীকার করিয়া প্রসন্নমনে বহুবিধ দ্রব্যজাত উপহার প্রদান করিলেন। সহদেব তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া মহোৎসাহে অনধিকৃত রাজ্যসকল হস্তগত করিতে করিতে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন।

মহাবীর নকুল, ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। তদীয় সেনাগণের নবোৎসাহ ও পরাক্রম দর্শন করিয়া এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সর্ব্ববিজয়িনী রাজকীর্ত্তি অবগত হইয়া পশ্চিম দেশীয় রাজগণ অনেকেই বিনাযুদ্ধে বশীভূত হইলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও মালব দেশ পরাজিত করিয়া দুর্গম মরুভূমি অতিক্রম করিলেন। তৎপর সমুদ্র-তীরবর্ত্তী জনপদবাসী, পঞ্চনদ-সমীপবর্ত্তী পরাক্রান্ত জাতি এবং কিরাত ও শক প্রভৃতি অসভ্য লোকদিগকে বশীভূত করিয়া মদ্রদেশে উপনীত হইলেন। তথায় কিছু কাল মাতুলালয়ে বিশ্রাম করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইরূপে বিশাল ভারতভূমিতে যুধিষ্ঠিরের একাধিপত্য স্থাপিত হইল। তখন তিনি স্বীয় কোষাগারের পরিমাণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া এবং ভ্রাতৃগণ ও অমাত্যমণ্ডলীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া অতি শীঘ্র রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ রাজসূয় যজ্ঞবিষয়িণী চিন্তায় নিবিষ্ট আছেন, এমন সময় দ্বারকাধিপতি বাসুদেব অতুল ধনরত্ন ও চতুরঙ্গিণী সেনা সহ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। নব জলধর বারি বর্ষণ করিলে তরুলতা যেমন নবশোভা ধারণ করে, শ্রীকৃষ্ণের সমাগমে পাণ্ডবগণও সেইরূপ নবোৎসাহে সঞ্জীবিত

হইয়া উঠিলেন। সভাস্থ জনমণ্ডলী সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া বাসুদেবের অভ্যর্থনা করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মধুসূদন, একমাত্র তোমারই প্রসাদে এই সসাগরা বসুন্ধরা আমার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে; তোমারই অনুগ্রহে আমি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছি। আমার একান্ত অভিলাষ যে, রাজসূয় যজ্ঞে এই অতুল ধনরত্ন ব্রাহ্মণ ও দীন জনে বিতরণ করিয়া ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা সম্পাদন করি। আমার সমস্ত কার্য্যভার তোমারই হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি আমাদিগকে যেরূপ আজ্ঞা করিবে, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ, আপনি এই মহাযজ্ঞ সম্পাদনের যোগ্য পাত্র; অতএব অবিলম্বে যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে আমরা সকলেই কৃতার্থ হইব। আমাকে যখন যে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, আমি তাহাই সম্পাদন করিব।

মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি পাইয়া ভ্রাতৃগণের সাহায্যে যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুলপুরোহিতের আদিষ্ট দ্রব্যজাত সংগ্রহের ভার সহদেবের প্রতি অর্পিত হইল। ভীষ্মাদি জ্ঞাতিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য নকুল হস্তিনায় গমন করিলেন। সর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী, রাজগণ এবং বৈশ্য ও সদ্বিদ্বান্ শূদ্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য দ্রুতগামী দূত সকল প্রেরিত হইল।

মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বয়ং সেই যজ্ঞের নেতৃপদে বৃত হইলেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য ও পুরোহিত ধৌম্য হোতা, এবং তাঁহাদের

শিষ্যবর্গ সদস্য হইলেন। অপরাপর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্রতী হইলেন। শিল্পকরেরা মনোহর যজ্ঞগৃহ নির্ম্মাণ করিল। দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি মহাত্মারা বিপ্রগণের সহিত তথায় অধ্যাসীন হওয়াতে যজ্ঞাগার এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণ পরস্পর শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে দেশদেশান্তর হইতে সমাগত রাজন্যবর্গে ইন্দ্রপ্রস্থ পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। হস্তিনাপুর হইতে মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রবীণগণ এবং দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃমণ্ডলী যজ্ঞ দর্শনার্থ আগমন করিলেন। ভারতের প্রধান প্রধান রাজগণ, ব্রাহ্মণগণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সকলেই সেই মহাযজ্ঞস্থলে সমবেত হইলেন। সমাগত লোকমণ্ডলীর বাসস্থানাদি প্রদানের যাবতীয় ভার অর্জ্জুনের হস্তে সমর্পিত হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং যাইয়া সমাগত ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। অভ্যাগতগণ তথায় এরূপ সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন যে, কাহারও অন্তরে প্রবাসক্লেশ অনুভূত হইল না। ফলতঃ এরূপ বিপুল লোকসমাগম এবং সর্ব্ববিষয়ে এরূপ সুব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দৃষ্ট হয় নাই।

অনন্তর যুধিষ্ঠির পিতামহ ও আচার্য্য প্রভৃতিকে অভিবাদন করিয়া সবিনয়ে কহিলেন, আপনারা সকলে এই যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে আমাকে অনুগ্রহ ও সাহায্য করুন; আপনাদিগের কৃপা ভিন্ন এরূপ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। ধর্ম্মরাজ এইরূপ বিনীত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহা-

দিগের হস্তে যথাযোগ্য কার্য্যভার প্রদান করিলেন। দুঃশাসনের প্রতি ভোজ্য দ্রব্যের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল; অশ্বত্থামা বিপ্রসেবায় নিযুক্ত হইলেন, মহানুভব ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গৃহস্বামীর ন্যায় কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদানের ভার কৃপাচার্য্যের হস্তে সমর্পিত হইল। দুর্য্যোধন রাজগণ-প্রদত্ত উপায়ন সামগ্রী গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আর স্বয়ং বাসুদেব ব্রাহ্মণদিগের পদপ্রক্ষালন ও দীন-দুঃখীদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।

অভিষেক দিবসে মহারাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি বেদব্যাসকর্ত্তৃক সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলে ভারতের নৃপতিকুল একে একে তদায় সিংহাসন সমীপে নতজানু হইয়া অভিবাদন করিলেন। দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে ছত্রধারণ করিলেন। ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় চামর গ্রহণ করিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পাঞ্চজন্যশঙ্খধ্বনি দ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থ বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। সেই অপূর্ব্ব শঙ্খধ্বনিতে সকলের হৃদয়ে নবোৎসাহ ও নবশক্তির আবির্ভাব হইল। বায়ু সেই মঙ্গলধ্বনি বহন করিয়া দিগ্‌দিগন্তে পরিচালনা করিতে লাগিল। এই শুভ সমাচার যেন তড়িৎবেগে পৃথিবীর চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। মহর্ষি দ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরের মঙ্গলকামনা করিয়া অগ্নিতে হবি নিক্ষেপ করিতে

লাগিলেন। যজ্ঞীয় ধূমপুঞ্জে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মনোহর হোমগন্ধে চারিদিক সৌরভময় হইয়া উঠিল। এতদিনে ধর্ম্মের জয়, ন্যায়ের গৌরব ও সত্যের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইল। আর মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ যুধিষ্ঠিরকে অধিপতি লাভ করিয়া বসুন্ধরাও পুণ্যবতী হইলেন।

যুধিষ্ঠির সম্রাটপদে অভিষিক্ত হইলে, পিতামহ ভীষ্ম একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপর সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক, এক্ষণে তুমি এই সমাগত রাজগণের যথোচিত সৎকার কর। আচার্য্য, ঋত্বিক্, সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি ও প্রিয়জন, এই ছয় ব্যক্তি অর্ঘ্য পাইবার যোগ্য। অতএব ইঁহাদিগের জন্য অর্ঘ্য আনয়ন কর। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ, আপনি কাহাকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য পাইবার যোগ্য মনে করিয়াছেন, বলুন। ভীষ্ম কহিলেন, যেমন গ্রহগণের মধ্যে সূর্য্যের শ্রেষ্ঠতা, সেইরূপ সমাগত জনমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য ; অতএব আমার মতে তিনিই সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য পাইবার উপযুক্ত। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রীতিপ্রসন্নমনে অগ্রসর হইয়া পাণ্ডবসখা বাসুদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও যথাশাস্ত্র সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে দেখিয়া চেদিরাজ শিশুপাল সগর্ব্বে কহিলেন, হে পাণ্ডব, এই ভুবনবিখ্যাত রাজন্যবর্গ উপস্থিত থাকিতে বাসুদেবপুত্র কৃষ্ণ কখনও অর্ঘ্য পাইতে পারে না। তোমরা অদূরদর্শী বালক ; বার্দ্ধক্যবশতঃ ভীষ্মেরও

বুদ্ধিভ্রম ঘটিয়াছে। এই সভায় নারদাদি দেবর্ষি, ব্যাসাদি মহর্ষি, দ্রোণাদি আচার্য্য, ভীষ্মাদি বয়োজ্যেষ্ঠ এবং দুর্য্যোধনাদি মহীপাল উপস্থিত থাকিতে কোন্ গুণে কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলে? হে ক্ষত্রিয়গণ, তোমরাই বিচার করিয়া দেখ, মহারাজ যুধিষ্ঠির আমাদিগের কিরূপ অবমাননা করিলেন! আমরা ভয়প্রযুক্ত ইঁহাকে কর প্রদান করি নাই; ইনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত বলিয়াই কর প্রদান করিয়াছি। কিন্তু ইনি আমাদিগের মান রক্ষা করিলেন না। অতএব আমরা আর এখানে ক্ষণকালও অবস্থিতি করিতে পারি না। এই বলিয়া শিশুপাল রাজগণসহ সভা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন যুধিষ্ঠির যাইয়া নানারূপে শিশুপালকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই অভিমান পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা বাসুদেবের গুণগ্রহণে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে ভীষ্ম কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ, সর্ব্বজনপূজ্য শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনায় যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা বৃথা। আত্মীয় বলিয়া বা উপকার-প্রত্যাশায় আমরা কৃষ্ণের পূজা করি নাই; তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা গুণশ্রেষ্ঠ জানিয়াই সর্ব্বাগ্রে অর্চ্চনা করিয়াছি। যেমন বেদমধ্যে সাম, ছন্দে গায়ত্রী, জলাশয়ে সাগর, পর্ব্বতে হিমালয়, সেইরূপ মনুষ্যমধ্যে পুরুষোত্তম বাসুদেব।

শিশুপাল ভীষ্মবাক্যে মহা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, হে ভীষ্ম, তোমার ন্যায় নির্লজ্জ ও স্থবির মূর্খের সহিত বিতণ্ডা করিতে যাওয়াও দুর্ভাগ্য। এক অন্ধ অন্য অন্ধের অনুসরণ

করিলে যে দশা ঘটে, তোমার মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া এই পাণ্ডব-দিগেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। হে ভীষ্ম, তুমি এই কৃষ্ণকে প্রাজ্ঞেশ্বর বা জগদীশ্বর বলিয়া স্তুতি করিতেছ, তোমার কথা অশ্রদ্ধেয় হইলেও তোমাকে কিছু বলিতে চাহি না; কেন না, স্তাবকের অত্যুক্তিতে লোকে উপহাসই করিয়া থাকে, তজ্জন্য কেহ ক্ষুব্ধ হয় না। দেখ, মহারাজ জরাসন্ধ আমার অভিমত রাজা ছিলেন; তিনি দাস বলিয়া এই বাসুদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু এই নরাধম তস্করবৎ গোপনে তাঁহার ব্রতগৃহে প্রবেশ করিয়া পশুঘাতক ব্যাধের ন্যায় ভীমের সাহায্যে তাঁহার প্রাণবধ করিয়াছে।

শিশুপালের এই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেন মহাক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তখন মহামতি ভীষ্ম তাঁহাকে নিবারণ করিলে শিশুপাল সহাস্যে কহিলেন, হে ভীষ্ম, উহাকে আসিতে দাও, নিবারণ করিও না; এখনই আমার প্রতাপানলে ভীমপতঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইবে। ভীষ্ম কহিলেন, রে দুর্ম্মতি, অদ্য নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। তাহাতেই এরূপ বিপরীত বুদ্ধি দেখা যাইতেছে। যাহা হউক তোমার ন্যায় দুর্জ্জনের সহিত বাক্যালাপ করাতেও প্রত্যবায় আছে। আমরা গোবিন্দকে পূজা করিয়াছি, তিনিও সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যদি তোমার নিতান্তই মরণকণ্ডূয়ন উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহাকেই যুদ্ধে আহ্বান কর, সত্বরই সমরসাধ পূর্ণ হইবে।

মহাবল চেদিরাজ বাসুদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী

হইয়া কহিলেন, হে জনার্দ্দন, আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমার সহিত সংগ্রাম কর। এই পাণ্ডবেরা বালক বলিয়া ভূপালদিগকে অতিক্রম করিয়া তোমাকে পূজা করিয়াছে; তুমিও নির্লজ্জের ন্যায় সেই পূজা গ্রহণ করিয়াছ। এখন আমি ভূপতিগণের প্রতিনিধিরূপে তোমাকে শাসন করিব।

শিশুপালের এইরূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। দুষ্ট দমনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তিনি সমাগত রাজন্যবর্গকে কহিলেন, ক্ষত্রিয়গণ, এই নরাধম শিশুপাল চিরকাল অন্যায় ও অধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছে। ইহার অত্যাচারে বসুমতী ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই দুরাচার আমার স্বজন হইয়াও আমার অনুপস্থিতির সুযোগে দ্বারকাপুরী দগ্ধ করিয়াছিল! আমি কেবল পিতৃস্বসার অনুরোধেই এতদিন এই দুরাত্মার সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছি। তিনি আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আমার পুত্রের শত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে। এক্ষণে উহার শত অপরাধ পূর্ণ হইয়াছে, অতএব অদ্য উহাকে সংহার করিয়া ভূভার হরণ করিব।

দুষ্টদমন মধুসূদন এই কথা বলিয়াই ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ চক্রদ্বারা শিশুপালের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। সেই বিশাল দেহ বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল! নৃপতিগণ জনার্দ্দনের এই অলৌকিক শক্তি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নীরব রহিলেন। কৌরবেরা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াও ভয়প্রযুক্ত কিছু বলিতে পারিল না। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই অসম্ভাবিত দুর্ঘটনায়

অতীব ব্যথিত ও শোকাকুল হইয়া ভ্রাতৃগণের সাহায্যে মৃতদেহের সৎকার করাইলেন; তৎপর শিশুপালের পুত্রকে চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে নানারূপে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাজসূয় যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইলে সমাগত ভূপতিগণ যুধিষ্ঠিরসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ, আমরা আপনার মহাযজ্ঞে আগমন করিয়া সর্ব্বপ্রকারে পরিতুষ্ট ও আপ্যায়িত হইয়াছি; এক্ষণে অনুমতি করুন স্ব স্ব রাজ্যে গমন করি। যুধিষ্ঠির ভূপতিদিগের প্রতি বিলক্ষণ সম্মান ও প্রণয় প্রদর্শন করিয়া ভ্রাতাদিগকে কহিলেন, ভ্রাতৃগণ, এই সকল নরপতি প্রীতিপূর্ব্বক আমাদের ভবনে আগমন করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন; ইঁহাদিগের সাহায্যেই আমার যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। অতএব তোমরা সবিশেষ সম্মান সহকারে রাজধানী পর্য্যন্ত ইঁহাদিগের অনুগমন কর। তৎপর শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ, ভীষ্মাদি গুরুজন এবং দ্রোণাদি আচার্য্যগণও একে একে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যুধিষ্ঠির সকলের প্রতিই অসামান্য সৌজন্য, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণের প্রতি পাণ্ডবেরা এরূপ অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ও অকপট প্রণয় প্রকাশ করিলেন যে, সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেও, তাঁহারা কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিতে বাধ্য হইলেন। দুর্য্যোধন বাহ্যতঃ আনন্দ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল যশঃ ও প্রভূত পদগৌরব দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ নির্বিবঘ্নে সুসম্পন্ন হইল দেখিয়া দুর্যোধনের অন্তঃকরণ অহরহ বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। পরকীয় সৌভাগ্যের নিত্যবিদ্বেষিণী ঈর্ষা তাঁহাকে একান্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া রহিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থের তুলনায় হস্তিনার রাজশ্রী তাঁহার নিকট নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার শরীর শীর্ণ ও হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। দুর্য্যোধনকে এইরূপ বিষণ্ণ ও ব্যাকুল দেখিয়া শকুনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, তুমি দিন দিন এরূপ বিমনা ও মলিন হইয়া যাইতেছ কেন? তোমার দুঃখের কারণ কি? দুর্যোধন কহিলেন, হে মাতুল, ইন্দ্রযজ্ঞ তুল্য সেই রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইতে দেখিয়া আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। যখন বাসুদেব শিশুপালকে বধ করিলেন, তখন সেই বিপুল রাজসভায় এমন একজনকেও দেখিলাম না, যে ব্যক্তি পাণ্ডবদিগের বিপক্ষতা করিতে সাহসী হয়। অধিক আর কি বলিব, আমার এমন অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়াছে যে, আমি আর জীবন ধারণ করিতে পারি না। কোন্ সমর্থ পুরুষ শত্রুর উন্নতি ও আপনার পরাভব দেখিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে চায়?

তখন শকুনি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎস, তুমি বিষণ্ণ হইও না। যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে আমারও চিত্ত দূষিত হইয়াছে। অতএব চল আমরা কৌশলক্রমে উহাদিগকে পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া চিত্তোদ্বেগ নিবারণ করি। রাজা যুধিষ্ঠির বিলক্ষণ দ্যূতপ্রিয়; অথচ তদ্বিষয়ে তাঁহার নৈপুণ্য নাই। তুমি পাশক্রীড়ার জন্য তাঁহাকে হস্তিনাপুরে আহ্বান কর। আমি কপট ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের প্রদীপ্ত রাজশ্রী হরণ করিব।

অনন্তর শকুনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাইয়া কহিলেন, রাজন্, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধন দিন দিন বিবর্ণ, কৃশ ও চিন্তাকুল হইতেছেন। আপনি তাঁহার চিত্তোদ্বেগের কারণ অনুসন্ধান করিতেছেন না কেন? ধৃতরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস, কি জন্য তুমি এত কাতর হইয়াছ? তোমার মাতুল কহিতেছেন, তুমি দিন দিন বিবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছ; কিন্তু আমি বহু চিন্তা করিয়াও তোমার শোকের কারণ দেখিতেছি না। বৎস, তোমার ধন সম্পদের অভাব নাই; ভ্রাতৃগণ ও সুহৃদ্বর্গ সকলেই তোমার অনুগত; তুমি কৃতবিদ্য ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়াই রাজপদ লাভ করিয়াছ; তবে তোমার দুঃখের বিষয় কি আছে, বল?

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ, কাপুরুষেরাই অশনবসনে পরিতৃপ্ত থাকে। সন্তোষ মনুষ্যের শ্রী ও অভিমান নষ্ট করে। পিতঃ, এই সামান্য রাজলক্ষ্মী আমাকে সুখী করিতে পারিতেছে না। ইন্দ্রপ্রস্থের সেই মহিমান্বিত প্রভাব ও অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি দর্শন করিয়া হস্তিনাপুরের এই অকিঞ্চিৎকর রাজভোগে আর

আমার তৃপ্তি হয় না। প্রতিপক্ষের এইরূপ সৌভাগ্য ও আপনাদিগের হীনতা দেখিয়া আমার জীবনে আর সুখ নাই। এই জন্যই আমি দিন দিন দুর্ব্বল, বিবর্ণ ও শোকে অভিভূত হইতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস, তুমি কুরুকুলের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সকলের নমস্য ; অতএব পাণ্ডবদিগের অভ্যুদয়ে বিদ্বেষ প্রকাশ করা তোমার যোগ্য নহে। দ্বেষ্টা হইলে চিরদিন অসুখী হইতে হয় ; পরশ্রীকাতরের ন্যায় নিয়ত দুঃখভাগী আর কেহই নাই। দেখ, পাণ্ডবেরা তোমার ভ্রাতা, সামান্য ধনলোভে ভ্রাতৃদ্রোহ উপস্থিত করা একান্ত ধর্ম্মবিগর্হিত। ভ্রাতৃদ্রোহের ন্যায় কুলধ্বংসকর আর কিছুই নাই।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ, আপনি রাজনীতিবিশারদ হইয়াও কেন আমাকে বিমোহিত করিতেছেন? জয়ই ক্ষত্রিয়দিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। অতএব ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, স্ববৃত্তি সাধনই শ্রেয়স্কর। যে যাহাকে সন্তাপ দেয়, সেই তাহার শত্রু। পাণ্ডবেরা আমার অন্তরের শান্তিহারী, ঐশ্বর্য্যের হীনতাসাধক ও যশের ব্যাঘাতকারী ; সুতরাং তাহারা আমার পরম শত্রু। এক্ষণে হয় পাণ্ডবদিগের রাজলক্ষ্মী হরণ করিব, না হয় যুদ্ধে শরীর পাত করিব। ইহা ভিন্ন আমার জীবনের আর কোন প্রয়োজন নাই।

তখন শকুনি কহিলেন, বৎস, তুমি যুধিষ্ঠিরের যে রাজ্যসম্পদ্ দেখিয়া ব্যাকুল হইয়াছ, তৎপ্রাপ্তির উপায় শ্রবণ কর। আমি দ্যূতক্রীড়ায় অভিজ্ঞ ; যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয় বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে

তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই। ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে দ্যূতের জন্য আহূত হইলে তাঁহাকে অবশ্য আসিতে হইবে। অতএব তুমি পিতার অনুমতি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান কর। দুর্য্যোধন মাতুল-বাক্যে উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, পিতঃ, অক্ষবিৎ গান্ধাররাজ দ্যূতদ্বারা পাণ্ডবদিগের রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি করুন। ইহাতে কুলধ্বংসকর যুদ্ধাদি ঘটিবে না, অথচ অতি সহজে আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস, যাহা তোমার অভিরুচি হয় কর, কিন্তু ভবিষ্যতে যেন অনুতাপ করিতে না হয়। মহারাজ ধৃত-রাষ্ট্র অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া দুর্য্যোধনের চিত্তশান্তির জন্য ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু অক্ষক্রীড়া বহু দোষাকর জানিয়া বিদুরের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ধীমান্ বিদুর আত্মদ্রোহের নিদান পাশক্রীড়ার সংবাদ শ্রবণমাত্র ব্যাকুল হৃদয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট যাইয়া তদীয় পাদবন্দনা-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ, আপনি এ কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিতেছেন? আমি কিছুতেই এই সর্ব্বদোষাকর ব্যসনের অনু-মোদন করিতে পারি না। ইহাতে কুলক্ষয় ও সুহৃদ্ভেদ উভয়েরই সম্ভাবনা। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর, যদি দৈব প্রতিকূল না হয়, তবে আমার পুত্রগণের মধ্যে কলহ হইবে না। আমি, তুমি, ভীষ্ম ও দ্রোণ বর্ত্তমান থাকিতে কোন প্রকার অবিনয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। প্রিয় পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য আমাকে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে। অতএব তুমি অদ্যই

দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত আগমন করিয়া সুহৃদ্-দ্যূতে প্রবৃত্ত হউন।

মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য জানিয়া অগত্যা ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করিলেন। তিনি যথাসময়ে রাজভবনে প্রবেশ করিলে, ধর্ম্মরাজ পিতৃব্যের পাদবন্দনা করিয়া গুরুজন ও আত্মীয়বর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদুর কহিলেন, বৎস, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ও পরিজনবর্গে পরিবৃত হইয়া কুশলেই আছেন। সম্প্রতি তোমাদের অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া তোমাকে কহিয়াছেন যে, তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত হস্তিনা-পুরে আগমন করিয়া তোমার সভার অনুরূপ সভা দর্শন কর এবং দুর্য্যোধনের সহিত সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হও। মহারাজের এই অভিপ্রায় তোমাকে জানাইবার জন্যই আমি এখানে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে যাহা উচিত হয়, কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়, দুরোদর কলহের আকর স্বরূপ; কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হয়? আপনি কি এই কার্য্য করা উচিত বলিয়া স্বীকার করেন? বিদুর কহি-লেন, দ্যূত যে অনর্থের মূল তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুত্রপক্ষপাতী ধৃতরাষ্ট্রের অনুশাসনে তথায় যাইতে ইচ্ছা হয় না; যদি সভা-মধ্যে সুহৃদ্দ্যূতে আহ্বান না করিত, তবে শকুনিসেবিত সেই কুটিল চক্রে গমন করিতাম না। দেখুন, তেজ যেমন চক্ষুকে নষ্ট

করে, দৈবও সেইরূপ প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে; সমস্ত মনুষ্যই পাশবদ্ধের ন্যায় বিধাতার ইচ্ছাসূত্রে আবদ্ধ আছে।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যথাকালে ভ্রাতৃগণ ও পরিজনবর্গে পরিবৃত হইয়া হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগের প্রতি সবিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া কৌরবদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না। কৌরববধূগণ দ্রৌপদীর ঐশ্বর্য্য-প্রভাব ও রূপ-মহিমা দর্শন করিয়া মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়াও বাহ্যতঃ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পাণ্ডবেরা যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা ও সমাগত রাজন্যবর্গ বিচিত্র স্বর্ণাসনে উপবেশন করিলে কৌরবগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করিয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর অপ্রসন্নমনে তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন।

তখন কপটাচার শকুনি যুধিষ্ঠিরকে কহিল, ধর্ম্মরাজ, এক্ষণে অক্ষ ক্ষেপণ করিয়া সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হও। যুধিষ্ঠির কহিলেন, দ্যূতে আহূত হইলে নিবৃত্ত হইব না, এই আমার ব্রত। অতএব বল, কাহার সহিত ক্রীড়া করিব? দুর্য্যোধন কহিলেন, আমি সমুদায় ধনরত্ন প্রদান করিব, মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হইয়া ক্রীড়া করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, একজনের প্রতি-নিধি হইয়া অন্যের ক্রীড়া করা অসঙ্গত; যাহা হউক, ক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক। আমি এই মহামূল্য মণিময় হার পণ রাখি-লাম; তুমি যাহা দ্বারা ক্রীড়া করিবে সে সকল প্রতিপণের বস্তু কোথায়? দুর্য্যোধন কহিলেন, আমার বহুবিধ ধনরত্ন

আছে, কিন্তু তন্নিমিত্ত অহঙ্কার করি না। সে যাহা হউক, এক্ষণ দ্যূতে জয়লাভ কর। তখন অক্ষতত্ত্ববিৎ শকুনি "এই ত আমি জিতিলাম" বলিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করা মাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ পূরিত অক্ষয় রাজ-কোষ ও রাশীকৃত হীরকখণ্ড আছে; তাহাই আমার পণ রহিল। তখন শকুনি "এই ত আমি জিতিলাম" বলিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করা মাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার শ্বেতাশ্ব-পরিচালিত সহস্র রথ ও পর্ব্বতাকার সহস্র মত্ত মাতঙ্গ আছে; তাহাই আমার পণ রহিল। তখন শকুনি "এই জিনিলাম" বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করা মাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার দুই সহস্র দাসদাসী আছে, তাহারা সেবাকুশল ও অনুগত: এবার তাহারাই আমার পণ রহিল। তখন শকুনি হাস্যমুখে "এই আমি জিনিলাম" বলিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার যে মহাবল-পরাক্রান্ত চতুরঙ্গিণী সেনা আছে, এবার তাহাই আমার পণ রহিল। শকুনি তৎক্ষণাৎ "এই ত আমি জিতিলাম" বলিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করিল, আর তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুর, জনপদ, ভূমি এবং ব্রাহ্মণ ব্যতীত প্রজামণ্ডলী আমার অবশিষ্ট আছে, এবার আমি তৎসমস্তই পণ রাখিলাম। তখন শকুনি হাসিতে হাসিতে অক্ষ নিক্ষেপ করা মাত্র তাহারই জয় হইল।

সেই সর্ব্বসংহারিণী দ্যূতক্রীড়া এইরূপে উত্তরোত্তর সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিলে ধর্ম্মাত্মা বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন্, যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধ সেবনে অপ্রবৃত্তি জন্মে, তদ্রূপ আমার বাক্যও আপনার রুচিকর হইবে না। তথাপি আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। এই দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন হইতে ক্ষত্রবংশ উৎসন্ন হইবে। ছল-ক্রীড়ায় দুর্য্যোধনের জয় হইতেছে বলিয়া আপনিও প্রীতি লাভ করিতেছেন, কিন্তু ইহার পরিণাম কি, তাহা একবারও চিন্তা করিতেছেন না। হে রাজন্, আপনি অতুল ধনের অধিপতি হইয়াও দ্যূতদ্বারা পাণ্ডবদিগের ধন হরণের বাসনা করিতেছেন! শকুনি ছলক্রীড়ায় পাণ্ডবদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, অতঃপর নিবৃত্ত হউন! হে ভীষ্ম, হে দ্রোণ, হে সোমদত্ত, তোমরা কি দেখিতেছ? কৌরবগৃহে ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইতেছে, মোহবশতঃ তোমরাও কি তাহা দেখিতেছ না? এখনও সময় আছে, এ অগ্নি সত্বর সংবরণ কর; নতুবা সমগ্র ক্ষত্রকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

হা! সেই পাপ-সভায় মহামতি বিদুরের বাক্য কেহই গ্রহণ করিল না। দুর্য্যোধনের ভয়ে, কর্ণের কোলাহলে, দুঃশাসনের অবিনয়ে এবং ধৃতরাষ্ট্রের দূষিত হৃদয়ের দোষে সেই মহাবাক্য কাহারও প্রীতিকর হইল না। মহামতি ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণও তৎকালে যেন বিষহীন ব্যালের ন্যায় মস্তক নত করিয়া রহিলেন। সময় থাকিতে কাহারও চেতনা হইল না।

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই দুর্জ্জন-সভায় অক্ষক্রীড়ারূপ ভীষণ ঝটিকা প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। বিদুরের হিতবাক্যরূপ শান্তিবারিবর্ষণে তাহার নিবৃত্তি হইল না। শকুনি কহিল, হে যুধিষ্ঠির, তুমি দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবদিগের অনেক ধন নষ্ট করিলে, অতঃপর আর কি পণ রাখিবে বল? যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল, এই শ্যামকলেবর মহাবাহু সুশীল নকুলকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব। তখন শকুনি অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, রাজন্, এই তোমার প্রিয় ভ্রাতা নকুল আমাদিগের বশীভূত হইল; আর কি পণ রাখিবে বল?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, এই ধার্ম্মিক যুবা সহদেব আমার অতিশয় প্রিয়, ইনি পণের অযোগ্য হইলেও ইঁহাকেই পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেছি। তখন শকুনি ছলক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া কহিল, এই তোমার পরমপ্রিয় মাদ্রীপুত্রদিগকে জিতিলাম; বোধ হয়, ভীম ও অর্জ্জুন মাদ্রীপুত্র অপেক্ষাও তোমার প্রিয়তর, উঁহা-দিগকে কখনই পণ রাখিতে পারিবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মূঢ়, আমাদিগের ভ্রাতৃপ্রেম মৃৎপাত্র-বৎ ক্ষণভঙ্গুর নহে, যে তোমার এই ভেদবাক্যে উহা ভগ্ন হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি পণের অযোগ্য হইলেও পাণ্ডবদিগের

রাজ্য-তরণীর কর্ণধারস্বরূপ মহাবীর ধনঞ্জয়কেই পণ রাখিলাম। তখন শকুনি মহোৎসাহে "এই ত আমি জয়লাভ করিলাম" বলিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করামাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যাঁহার গদাপ্রহারে পর্ব্বতও চূর্ণ হইয়া যায়, সেই মহাবল ভীমসেন পণের অযোগ্য হইলেও এবার আমি তাঁহাকেই পণ রাখিলাম। তখন শকুনি মহোল্লাসে অক্ষ নিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল। পরে যুধিষ্ঠিরকে কহিল, হে কৌন্তেয়, তুমি সর্ব্ববিধ ধনরত্ন, গজবাজী ও সহোদরদিগকে দ্যূতমুখে সমর্পণ করিয়াছ, এক্ষণে যদি তোমার অন্য কোন পণসামগ্রী থাকে, তবে বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি ভ্রাতৃগণের জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়, আমি আপনাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিব। তখন শকুনি হাসিতে হাসিতে অক্ষ নিক্ষেপ করামাত্র তাহারই জয় হইল।

এইরূপ কপট পাশক্রীড়ায় পাণ্ডবদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ এবং তাঁহাদিগকে দাসত্বে আবদ্ধ করিয়াও শকুনির সাধ মিটিল না। সে পুনরায় কহিল, হে যুধিষ্ঠির, তুমি স্বয়ং পরাজিত হইয়া অজ্ঞানের কার্য্য করিয়াছ; অন্য ধন থাকিতে আত্মবিক্রয় করা মূঢ়ের কর্ম্ম। তোমার ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী এখনও অপরাজিতা রহিয়াছেন, অতএব তুমি তাঁহাকে পণ রাখিয়া আপনাকে মুক্ত কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল, যিনি পাণ্ডবকুলের লক্ষ্মী, যিনি সতীত্ব ও তেজস্বিতায় রমণীকুলের আদর্শ, সেই দ্রুপদরাজ-দুহিতা কুরুকুলবধূ, পণের একান্ত অযোগ্যা হইলেও আমি

তাঁহাকেই পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব। বোধ হয়, ইহাতেই তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে।

ধর্ম্মরাজের মুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থ বৃদ্ধগণ তাঁহাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। সভা একেবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভীষ্মাদি প্রবীণগণের কলেবর হইতে ঘর্ম্ম-বারি নির্গত হইতে লাগিল। বিদুর মস্তক ধারণ করিয়া অধো-মুখে চিন্তামগ্ন হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র আর মনোভাব গোপন করিতে না পারিয়া "জয় হইল কি?" "জয় হইল কি?" বারংবার এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনাদির হর্ষের আর সীমা রহিল না। তখন দুরাত্মা শকুনি "এই আমি জিতিলাম" বলিয়া সগর্ব্বে অক্ষ নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল। তদ্দর্শনে সভামধ্যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।

জনকোলাহল নিবৃত্ত হইলে দুর্য্যোধন বিদুরকে কহিলেন, হে মন্ত্রিন্, তুমি শীঘ্র যাইয়া পাণ্ডবপ্রণয়িনী দ্রৌপদীকে এখানে আনয়ন কর। সেই অভিমানিনী কৃষ্ণা, এখানে আসিয়া আমা-দিগের গৃহমার্জ্জনা করুক। বিদুর কহিলেন, রে মূঢ়, তুমি আপনাকে পাশবদ্ধ ও পতনোন্মুখ না জানিয়াই এইরূপ দুর্ব্বাক্য কহিতেছ। তুমি মৃগ হইয়া পুনঃ পুনঃ ব্যাঘ্রকে বিরক্ত করি-তেছ! দেখ, কৃষ্ণা কদাপি দাসী হইবার উপযুক্ত নহেন। পণ্ডিতেরা বলেন, অন্যের মনঃপীড়া জন্মাইবে না; যে কথায় অন্যের মনে ক্লেশ হয়, এমন বাক্য উচ্চারণ করিবে না। এই পবিত্র নীতি-বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া তুমি উন্মার্গগামী হইতেছ। তুমি মাননীয়া ভ্রাতৃবধূর প্রতি যাদৃশী কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছ,

অতি নীচ লোকেরাই ঐরূপ বলিয়া থাকে। এই কুরুসভায় যেরূপ অনীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখিতেছি, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কুরুকুল অচিরাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

তখন দুর্য্যোধন বিদুরের প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সারথি প্রতিকামীকে কহিলেন, হে সূত, তুমি শীঘ্র যাইয়া দ্রৌপদীকে রাজসভায় আনয়ন কর। পাণ্ডবগণ হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। বিদুর পাণ্ডব-পক্ষপাতী; আমাদিগের উন্নতি দেখিতে পারেন না। প্রতিকামী রাজাজ্ঞা পালনার্থ গমন করিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিশ্রামচ্ছলে শয়নগৃহে প্রস্থান করিলেন।

প্রতিকামীর মুখে ভয়াবহ দ্যূতক্রীড়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদী নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া কহিলেন, হে প্রতিকামিন্, তুমি কেন এরূপ প্রলাপ বাক্য বলিতেছ? কোন্ রাজা পত্নী পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে? তবে কি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ব্যসনাসক্ত হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন? যদি তাঁহার পণক্রীড়ার এতই অভিলাষ হইয়াছিল, তবে অন্য কোন ধনরত্ন পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিলেন না কেন? প্রতিকামী কহিল, মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্যূতমুখে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া প্রথমে ভ্রাতৃগণকে, তার পর আপনাকে, সর্ব্বশেষে তোমাকে পণ রাখিয়া পরাজিত হইয়াছেন। তখন দ্রৌপদী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে সূত, তুমি সভায় যাইয়া ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি প্রথমে আপনাকে কি আমাকে পণ রাখিয়াছিলেন। তিনি কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, তাহা জানিয়া আমি কৌরব-সভায় গমন করিব।

প্রতিকামী কৌরব-সভায় যাইয়া ধর্ম্মরাজকে দ্রৌপদীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। তৎশ্রবণে ধর্ম্মরাজ চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে সূত, দ্রৌপদীর যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে এখানে আসিয়া উপস্থিত করুক। প্রতিকামী বিষণ্নমুখে পুনরায় দ্রৌপদীর নিকট যাইয়া কহিল, হে রাজপুত্রি, তোমাকে সভাস্থলে যাইতে হইবে। বোধ হয় এতদিনে কুরুকুলের ধ্বংস হইল। পাপাত্মা দুর্য্যোধন তোমাকে সভায় যাইয়া প্রশ্ন করিতে আদেশ করিয়াছে। দ্রৌপদী কহিলেন, হে সূত, বিধাতাই এরূপ বিধান করিয়াছেন। পৃথিবীতে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আমরা সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিব। ধর্ম্মও আমাদিগকে অবশ্য রক্ষা করিবেন। আমি প্রার্থনা করি, ধর্ম্ম যেন কৌরবগণের প্রতি বিমুখ না হন। তুমি সভ্যগণের নিকট যাইয়া ধর্ম্মতঃ আমার কি কর্ত্তব্য তাহা জিজ্ঞাসা কর; সেই ন্যায়পর ধর্ম্মাত্মারা আমাকে যাহা কহিবেন, আমি তাহাই করিব।

প্রতিকামী পুনরায় যাইয়া সভ্যদিগকে কৃষ্ণার অনুরোধ জানাইল। সভ্যগণ লজ্জায় অধোমুখে রহিলেন, দুর্য্যোধনের আগ্রহ দেখিয়া কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না। দুর্য্যোধন প্রতিকামীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, দেখ, এই সূতপুত্র নিতান্ত হীনচেতা, এখনও পাণ্ডবদিগকে ভয় করে! তুমি স্বয়ং যাইয়া পাঞ্চালীকে বলপূর্ব্বক সভায় আনয়ন কর।

মন্দমতি দুঃশাসন তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে গমন করিয়া কর্কশ-

বচনে দ্রৌপদীকে কহিল, হে পাঞ্চালি, তুমি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছ, তুমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের আজ্ঞা পালন কর। এখন তিনিই তোমার প্রভু, অতএব তাঁহার পরিচর্য্যা করাই তোমার কর্ত্তব্য! দ্রৌপদী দুঃশাসনের বাক্যে মহাভীতা হইয়া দ্রুতবেগে পুরমহিলাদিগের মধ্যে গমন করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন মহাক্রোধে তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিল। আহা! যে কেশদাম ইতিপূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞ সময়ে অভিষেকজলে ধৌত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল, শত শত রাজকুমারী যে কেশের বিন্যাস কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকিত, এক্ষণে পাপমতি দুঃশাসন অনায়াসে সেই কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল! যিনি তেজঃপ্রভাবে সমস্ত রমণীকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, আজি তাঁহাকে অধম স্ত্রীলোকের ন্যায় অপমানিত হইতে হইল! হা ধর্ম্ম! তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার! তুমি যে কখন কাহাকে কোন অবস্থায় উপনীত কর, কে বলিতে পারে!

দুরাচার দুঃশাসন কৃষ্ণার অনুনয় বিনয়ে উপেক্ষা করিয়া সবলে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে সভাস্থলে আনয়ন করিল। সেই অবলা রমণী বাতান্দোলিতা কদলী-পত্রের ন্যায় কম্পিত-দেহে হা কৃষ্ণ! হা অর্জ্জুন! হা পিতঃ! বলিয়া আকুলহৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া পাণ্ডবগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির সত্যপালনের জন্যই এই অসহ্য অপমান সহ্য করিয়া রহিলেন; অনুজেরাও তদীয় আজ্ঞানুবর্ত্তী বলিয়া তাঁহার অমতে কিছুই করিতে পারি-

লেন না। এদিকে দুঃশাসন পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া "দাসী" "দাসী" বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল।

এইরূপ অসহ্য অবমাননায় স্বামী ও কুরুপ্রবীণদিগকে নীরব দেখিয়া তেজস্বিনী দ্রৌপদী, আহুতি প্রাপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি ঘৃণা ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া লজ্জা-ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, রে দুরাত্মন্, এই সভা-মধ্যে আমার ইন্দ্রতুল্য গুরুজন উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের সমীপে আমার শীলতার উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। রে মূঢ়, তোর এই মহাপাপের নিষ্কৃতি নাই! ইন্দ্রাদি দেবতারা সহায় হইলেও পাণ্ডবেরা তোকে ক্ষমা করিবেন না। মহাত্মা ধর্ম্মরাজ সাধুসেবিত ধর্ম্মপথই আশ্রয় করিয়া আছেন। তিনি দুরাত্মাদিগের কপটতা বুঝিতে না পারিয়াই এই বিষম বিপাকে পতিত হইয়াছেন। হায়! কুরুবংশীয় মহাত্মারাও এই অধর্ম্ম-কার্য্যে বাধা দিলেন না! বোধ হয় এ বিষয়ে তাঁহাদিগেরও অনুমোদন আছে! হা! ভরতবংশীয়দিগের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষত্রিয়গণের চরিত্রবল একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছে! বুঝিলাম মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের কিছুমাত্র সত্ব নাই।

যাহা হউক, আমি এই সভায় উপস্থিত ধর্ম্মাত্মা রাজন্য-বর্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ধর্ম্মপুত্র অগ্রে আমাকে কি আপ-নাকে দ্যূতে নিক্ষেপ করিয়াছেন? যদি তিনি প্রথমে আপ-নাকে হারিয়া থাকেন, তবে দ্যূতজিত ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে পণ রাখিবার অধিকার ছিল কি না? আপনারা ন্যায় বিচার দ্বারা আমার জিজ্ঞাসার সদুত্তর প্রদান করুন।

তখন মহামতি ভীষ্ম দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে ভদ্রে, এক দিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখিতে পারে না, অন্যদিকে স্ত্রী স্বামীর অধীন; এই উভয় পক্ষের তুল্যবল বোধ হওয়াতে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে অসমর্থ হইতেছি। দেখ, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্ম হইতে এক পদও বিচলিত হইতে পারেন না। বোধ হয় তিনি আপনাকে সত্যপাশে আবদ্ধ জানিয়াই তোমার অবমাননা দর্শন করিয়াও নীরব রহিয়াছেন। হে কল্যাণি, তোমরা সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত থাক; সামান্য লোকলজ্জার জন্য বা তুচ্ছ দৈহিক ক্লেশের ভয়ে সত্য ও ধর্ম্মকে একতিলও সঙ্কুচিত করিও না। পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে, সৌভাগ্য ও সম্পদ্ তোমাদিগেরই অনুসরণ করিবে!

ভীষ্মের এই মহাবাক্যে পাণ্ডবেরা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন; কিন্তু মহাবল ভীমসেন আর সহ্য করিতে পারিলেন না; তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধে অভিভূত ও আত্মহারা হইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে রাজন্, দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তিরা স্বগৃহের ক্রীত দাসীদিগকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে না; তাহাদিগের প্রতিও যৎকিঞ্চিৎ দয়া ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়া থাকে; তুমি কোন্ বিচারে আপনার ধর্ম্মপত্নীকে দ্যূতমুখে স্থাপিত করিয়াছ? কৌরবেরা দ্রৌপদীর প্রতি অত্যাচার করিয়া আমাদিগের অবমাননার একশেষ করিতেছে; আর আমি সহ্য করিতে পারি না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে। তুমি ব্যসনাসক্ত হইয়া অধঃপতিত

হইয়াছ। তুমি যে করে অক্ষ ধারণ করিয়া এই অনর্থ উপস্থিত করিয়াছ, আমি তোমার সেই হস্তদ্বয় ভস্মসাৎ করিব। সহদেব, ত্বরায় অগ্নি প্রজ্বালিত কর।

স্থিরমতি অর্জ্জুন ভীমবাক্যে মহাদুঃখিত হইয়া কহিলেন, হে ভ্রাতঃ, আত্মবিস্মৃত হইও না। মহারাজ যুধিষ্ঠির সকল অবস্থাতেই আমাদিগের অধীশ্বর, আমরা তাঁহার চিরানুগত। তুমি পূর্ব্বে কদাপি তাঁহাকে এরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ কর নাই। এক্ষণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, শত্রুগণ তোমার ধর্ম্মবল বিনষ্ট করিয়াছে; অসৎ সঙ্গের বিষময় ফল ধীরে ধীরে তোমার পবিত্র হৃদয়কে কলুষিত করিতেছে! হে ভ্রাতঃ, শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও না; পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করিও না। সম্পদে বিপদে ইঁহার অনুসরণ করাই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম; আমরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া কদাপি এই আনুগত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। অর্জ্জুনের বাক্যে ভীমসেন যেন মন্ত্রৌষধি দ্বারা বশীভূত ভুজঙ্গের ন্যায় অধোবদনে উপবিষ্ট রহিলেন।

দুর্য্যোধন ভীমের প্রতি অবজ্ঞাসূচক উপহাসবাক্য প্রয়োগ করিয়া দুঃশাসনকে কহিল, হে ভ্রাতঃ, তুমি আর বিলম্ব করিতেছ কেন? ত্বরায় এই দাসী দ্রৌপদীকে অন্তঃপুরে লইয়া যাও। দুর্ম্মতি দুঃশাসন আদেশ প্রাপ্তিমাত্র দ্রৌপদীকে পুনরায় আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন তেজস্বিনী দ্রৌপদী পদাহত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

দ্রৌপদী কহিলেন, রে নরাধম, তুই ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর। এই ভুবনবিখ্যাত রাজন্যসমাজে আমি যে ধর্ম্মসঙ্গত

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এখনও তাহার সদুত্তর পাই নাই। আমি নিতান্ত অভিভূত ও অপমানিত হইয়াই কুরুপ্রবীণদিগকে নানারূপ অপ্রিয় কথা কহিয়াছি। আমি মহারাজ দ্রুপদের কন্যা, ভারতসম্রাট যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপত্নী, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্রী হইয়াও এই দুর্জ্জনদিগের হস্তে স্বামিগণের সাক্ষাতে ইতর রমণীর ন্যায় বারংবার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছি! রমণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা রাজগণের নিত্য ধর্ম্ম, আজি এই অভাগিনীর কর্ম্মফলে উপস্থিত নরপতিগণের সেই ধর্ম্ম বিনষ্ট হইল! আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সবর্ণা ভার্য্যা, আমাকে দাসীই বল, আর যাই বল, আমি আর এ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারি না। বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, নয়নযুগল হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল।

দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকর্ণ, অতিশয় তেজস্বী, ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যপরায়ণ ছিলেন। কৌরবদিগের এইরূপ গর্হিতাচরণ দেখিয়া, বিশেষতঃ সভামধ্যে সতীর অবমাননা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি একান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সেই তেজীয়ান্ সদ্বক্তা যুবা সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে পার্থিবগণ, যাজ্ঞসেনী আপনাদিগকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনারা তাহার বিচার করিতেছেন না কেন? যথার্থ বিচার না করিলে আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে। ধর্ম্ম অধর্ম্ম দ্বারা পরাভূত হইলে ধর্ম্মের কোন হানি হয় না; কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগকেই অধর্ম্ম-ভাগী হইতে হয়। ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম, ও মহামতি বিদুর মিলিত

হইয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করুন। আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপ কোন কথা কহিতেছেন না কেন? আমরা কি আত্মীয়তার অনুরোধে ন্যায়ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিব? আমি পুনরায় অনুনয়সহকারে বলিতেছি, হে রাজন্যবর্গ, আপনারা এই অবলা কুলবধূর ধর্ম্ম-সঙ্গত জিজ্ঞাসার সদুত্তর দান করুন। বিকর্ণ এই বলিয়া উত্তর প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার কথার উত্তর দিলেন না।

বিকর্ণের প্রার্থনা অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল হইল দেখিয়া তিনি হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিতে করিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে কহিলেন, এক্ষণে মহীপালেরা কিছু বলুন আর নাই বলুন, আমি যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা অবশ্যই বলিব। আমি জানি, এই কৌরবসাগরের প্রবল তরঙ্গে আমার ক্ষুদ্র কণ্ঠ তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে; তথাপি সত্যের সম্মান ও ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার জন্য আমি এই ঘোরতর অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতেছি। মহাপুরুষেরা কহিয়াছেন, রাজাদিগের ব্যসন চতুর্ব্বিধ; প্রথম মৃগয়া, দ্বিতীয় সুরাপান, তৃতীয় দ্যূতক্রীড়া, চতুর্থ অভব্য বিষয়ে অনুরাগ। রাজগণ এই সকল ব্যসনে আসক্ত হইলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া থাকেন; লোকে তাদৃশ পুরুষের কার্য্য অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। যুধিষ্ঠির ব্যসনাসক্ত হইয়াই দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া-ছিলেন; বিশেষতঃ দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং পরাজিত হইয়া স্বামিত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। এ দিকে দেখুন, শকুনি পণার্থী হইয়া নিজে দ্রৌপদীর নাম করিয়াছেন; এরূপ করিবার তাঁহার অধিকার ছিল না। এই সকল বিচার

করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। পত্নীর প্রতি ভর্ত্তার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে সত্য, কিন্তু স্বামী যে ধর্ম্মপত্নীকে ক্রীড়নকের ন্যায় ব্যবহার করিবেন, অথবা গৃহপালিত জীবজন্তুর ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করিবেন, ইহা কদাপি সাধুসম্মত নহে। যেখানে নারীজাতির প্রতি সম্মান নাই, তথায় সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হয়; ধর্ম্ম তাহার ত্রিসীমায়ও বাস করেন না। সভামধ্যে লক্ষ্মীরূপিণী দ্রৌপদীর অবমাননা দেখিয়াও এই মহীপালগণ কিরূপে নীরব রহিয়াছেন, বুঝিতে পারি না। অবলার প্রতি দুরাচারের অত্যাচার দেখিয়াও যাঁহাদিগের শরীরের রক্ত উষ্ণ হয় না, তাঁহাদিগকে কাপুরুষ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? গুরুজন, অপরাধ ক্ষমা করিবেন; আমি এইরূপ হীনতার কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখিতে না পাইয়া বস্তুতই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছি।

বিকর্ণের এই তেজস্বী বাক্যে চতুর্দ্দিক হইতে 'সাধু সাধু' ধ্বনি উঠিতে লাগিল। সমাগত দর্শকমণ্ডলী উচ্চৈঃস্বরে বিকর্ণের প্রশংসা ও দুর্য্যোধনাদির নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই তুমুল নিনাদ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে মহাবীর কর্ণ, বিকর্ণের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, হে যুবক, ধৈর্য্য ধারণ কর; এই সভায় মহামতি ভূপালগণ যে এই বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা দ্রৌপদীকে ধর্ম্মতঃ জয়লব্ধ বলিয়াই জানেন। তুমি বালক, সংসারধর্ম্মে এখনও তোমার অভিজ্ঞতা জন্মে নাই, রাজনীতি বিষয়েও যথাযৎ শিক্ষালাভ কর নাই, তজ্জন্যই দ্রৌপদীকে অজিতা মনে করিতেছ। যুধিষ্ঠির যখন সভামধ্যে সর্ব্বস্ব

পণ করিয়াছেন, তখন কৃষ্ণা যে জয়লব্ধ নহে, তাহা কিরূপে জানিলে? এই বলিয়া কর্ণ বলপূর্ব্বক বিকর্ণকে নিবৃত্ত করিলে, সেই সভাস্থলী শান্তভাব ধারণ করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্জ্জনের হিংসা-বৃত্তি সহজে প্রশমিত হয় না। তাহারা বৈর-নির্যাতনের যত অধিক সুযোগ পায়, তাহাদের হিংসানল, আহুতি প্রাপ্ত হুতাশনের ন্যায়, ততই অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। নিরপরাধ পাণ্ডবদিগের প্রতি নিদারুণ উৎপীড়ন করিয়াও কৌরবদিগের মনোরথ পূর্ণ হইল না। বিকর্ণকে নিবারণ করিয়াই উদ্ধতস্বভাব কর্ণ দুঃশাসনকে কহিলেন, দেখ শকুনি যখন ক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদিগকে পণস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তাহাদিগের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। অতএব তুমি অবিলম্বে উহাদিগের বস্ত্রা-লঙ্কার গ্রহণ কর। কর্ণের বাক্য শ্রবণমাত্র পাণ্ডবগণ অপমান-ভয়ে আপনাদিগের উত্তরীয় বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া অধোমুখে উপবিষ্ট রহিলেন।

তদ্দর্শনে দুঃশাসনের উৎসাহ ও বৈরভাব আরও বৃদ্ধি পাইল। সেই দুরাচার বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিধান-বস্ত্র আক-র্ষণ করিতে উদ্যত হইল। তখন দ্রৌপদী লজ্জা ও ভয়ে একান্ত অভিভূতা হইয়া আপনাকে নিতান্ত অসহায় বোধ করিতে লাগি-

লেন। ইতি পূর্ব্বে নানারূপ অপমান নির্যাতনেও তাঁহার মানসিক তেজের হ্রাস হয় নাই; তিনি অবলা রমণী হইয়াও সভামধ্যে ভীষ্মাদি গুরুজনদিগকে মুক্তকণ্ঠে তিরস্কার করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে নারীজাতির প্রধান সম্পদ্ লজ্জাশীলতার উপর যখন হস্তক্ষেপ করার উদ্যোগ হইল, তখন আর তাঁহার মনের সে তেজ রহিল না; তখন সেই অবলা কৃষ্ণা মহাভয়ে ভীত ও অবসন্ন হইয়া ব্যাঘ্রধৃতা হরিণীর ন্যায় আকুলনয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই ঘোর বিপৎ সময়ে কাহাকেও তাঁহার সহায় না দেখিয়া দ্রৌপদী সেই বিপদ্ভঞ্জন বিশ্বপতির শরণাপন্ন হইলেন। যখন আর কোনও আশ্রয় দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি সেই দুর্ব্বল জনের চরমাশ্রয়কেই স্মরণ করিলেন। তখন দ্রৌপদী কালসর্পের মুখে নিপতিতা মণ্ডূকীর ন্যায় প্রাণভয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে অনাথের নাথ, হে লজ্জানিবারণ, হে বিপন্নজন-বান্ধব, কৌরবগণ আমাকে একান্ত অভিভূত করিয়াছে, এ সময়ে তুমি ভিন্ন আর আমার গতি নাই! হে অন্তর্যামিন্, তুমি কি ইহা জানিতেছ না? হা নাথ! হা জগন্নাথ! হা দীনজনবল্লভ! তোমার সর্ব্বদর্শী চক্ষুর সম্মুখে এই অবলা জনের সতীধর্ম্ম বিপন্ন হইতেছে, তুমি কি তাহা দেখিবে না? হা দুঃখনাশন! হা বিপদ্ভঞ্জন! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর। হে বিশ্বাত্মন্, বিশ্বভাবন, আমি কৌরবপ্রভাবে অবসন্ন হইয়াছি, আমাকে বল প্রদান কর। হে প্রভো, তোমার শরণাগতজনেরও যদি ধর্ম্মরক্ষা না হয়, তবে

আর তোমাকে লোকে দীনবন্ধু বলিয়া ডাকিবে কেন? বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, তিনি ভয়ে দুঃখে অবসন্ন হইয়া সভাস্থলে বসিয়া পড়িলেন।

সেই দুর্জ্জন-পীড়িতা অবলার কণ্ঠধ্বনি বিশ্বপতির রাজসিংহাসন স্পর্শ করিল। তখন সেখানে এক অলৌকিক দৈব প্রভাব দৃষ্ট হইল। কথিত আছে, স্বয়ং ধর্ম্ম অন্তরিত থাকিয়া বিবিধপ্রকার বসনে দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। বস্তুতঃ ধর্ম্মই ধার্ম্মিকের লজ্জা নিবারণ করিয়া থাকেন। দুর্ম্মতি দুঃশাসন তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া যত আকর্ষণ করে, ততই রাশি রাশি বস্ত্র বহির্গত হয়। তদ্দর্শনে সভামধ্যে ধন্য ধন্য রব উত্থিত হইল! এই বিস্ময়কর অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে দ্রৌপদীর সতীত্ব-মহিমার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল! তখন ধর্ম্মের প্রশংসা ও অধর্ম্মের নিন্দায় সেই সভাগৃহ কোলাহলময় হইল। দুঃশাসন অপমানে মস্তক নত করিয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইল।

তৎকালে ভীমসেন এক পার্শ্বে অধোমুখে উপবিষ্ট ছিলেন; তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল। তিনি করে কর নিষ্পেষণ করিয়া কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর; যদি আমি যুদ্ধস্থলে এই পাপাত্মা দুঃশাসনের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া রুধির পান না করি, তবে আমি যেন পূর্ব্ব পুরুষদিগের গতি প্রাপ্ত না হই! যদি এই উদারস্বভাব ধর্ম্মরাজ আমাদিগের প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে আমরা এখনও ক্ষমা করিতাম না। যিনি আমাদিগের পুণ্য ও তপস্যার প্রভু, তিনি যখন আপনাকে পরাজিত মনে করিতেছেন, তখন আমরাও পরাজিত হইয়াছি,

সন্দেহ কি ? আমার স্বাধীনতা থাকিলে কি অদ্য এই দুরাত্মা, পাঞ্চালীর বস্ত্র স্পর্শ করিয়াও জীবিত থাকিতে পারে ? এখনও যদি ধর্ম্মরাজ কটাক্ষে অনুমতি করেন, তবে আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের এই পাপবংশ নির্ম্মূল করিতে পারি।

ভীমের দুর্জ্জয় ক্রোধ দর্শন করিয়া মহামতি বিদুর পুনরায় সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে পার্থিবগণ, এই দেখুন ভীমসেন ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিতেছেন! নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দৈবই ভরতবংশ বিনাশের জন্য এই মহতী অনীতি উপস্থিত করিয়াছেন। হে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, তোমরা অন্যায় দ্যূতক্রীড়া করিয়াছ; এক্ষণে আবার সভামধ্যে কুলরমণীর অবমাননা করিয়া ধর্ম্ম ও চরিত্র একেবারে বিনষ্ট করিলে! তোমরা সকলেই কুমন্ত্রণাপরতন্ত্র হইয়াছ, অতএব সত্বরই সমূলে বিনষ্ট হইবে! হে সভ্যগণ, আপনারা কেহই এই ঘোরতর পাপাচরণের প্রতিবাদ করিলেন না; ইহাতে ধর্ম্মকেই পীড়ন করা হইল। সাধু ব্যক্তি নিয়তই সত্যের সমর্থন ও অসত্যের প্রতিবাদ করিবেন। বিচার-সমাজে উপস্থিত থাকিয়া যিনি বিচার্য্য বিষয়ে কিছুই না বলেন, তিনি মিথ্যাকথনের অর্দ্ধেক ফল প্রাপ্ত হন। সাধ্বী কৃষ্ণা সভামধ্যে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এক মাত্র বালক বিকর্ণ ভিন্ন আর কেহই তাহার সদুত্তর প্রদান করেন নাই। এ বিষয়ে আমার অভিমত শ্রবণ করুন। যদি যুধিষ্ঠির আত্মপরাজয়ের পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে পণ রাখিতেন, তবে তিনি কৃষ্ণার যথার্থ প্রভুরূপে এ কার্য্য করিতে পারিতেন। কিন্তু যিনি স্বয়ং বিজিত, তাঁহার অন্যের প্রতি অধিকার কি ? অতএব ন্যায়তঃ দ্রৌপদী

পণরূপে বিজিতা নহেন ; তাঁহার প্রতি কৌরবদিগের কোন অধিকারও জন্মে নাই। সুতরাং এই সভায় দ্রৌপদীকে উপলক্ষ করিয়া যাহা কিছু হইতেছে, তৎসমুদায়ই ধর্ম্ম ও ন্যায়-বিগর্হিত এবং সাধুজনের অগ্রাহ্য।

এই সময়ে পুত্রবৎসলা পুণ্যবতী জননী গান্ধারী পুত্রগণের সুমতি লাভের জন্য দেবারাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। যখন তিনি পূজা শেষ করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইতেছিলেন, তখন পরিচারিকার মুখে কুরুসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথা শ্রবণ করিলেন। মাতা গান্ধারী তৎশ্রবণে একান্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া দ্রুতগতিতে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাইয়া কহিলেন, কৌরবপতি, আপনি এ কি সর্ব্বনাশ করিতেছেন ? আপনার কুলাঙ্গার পুত্রগণ রাজসভামধ্যে সাধ্বী পুত্রবধূর অবমাননা করিতেছে, আর আপনি সেই মহাপাপে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নিশ্চিন্তমনে গৃহে বসিয়া আছেন। আপনি বর্ত্তমান থাকিতেই যদি কুরুকুলে এতাদৃশ অনাচারের অনুষ্ঠান হয়, তবে আর এ বংশের কল্যাণ কোথায় ? হায় ! আমি কেন এই নরাধমদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম ! একমাত্র কুলপাবন সৎপুত্র দ্বারা বংশের মুখোজ্জ্বল হইয়া থাকে, কিন্তু আমার এই কুলাঙ্গার শত পুত্র দ্বারা এই পবিত্রকুলের ধর্ম্ম ও চিরকীর্ত্তি বিনষ্ট হইল ! মহারাজ, যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে আর উদাসীন থাকিবেন না। চলুন, আমরা যাইয়া সেই ভীষণ পাপাগ্নিতে শান্তিবারি সেচন করি !

ধর্ম্মপ্রাণা গান্ধারীর মুখে এই পবিত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের চৈতন্য জন্মিল। তিনি অতিশয় লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গমন করিলেন। করুণাময়ী গান্ধারী দ্রুতগতিতে যাইয়া রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীকে মাতার ন্যায় স্নেহে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন! জননীর পুণ্যপ্রভাবে ভীত হইয়া পাপাচার দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া গেল! দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবেরা মস্তক নত করিয়া রহিল, তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহসী হইল না!

অনাবৃষ্টিপ্রদেশে সহসা নব জলধরের অভ্যুদয় হইলে লোকের মনে যেরূপ আনন্দ জন্মে, মরুভূমির ভীষণ প্রান্তরে সুশীতলজল-পূর্ণ সরোবর দর্শন করিলে পথিকের মনে যেরূপ আশার উদয় হয়, এই ভীষণ দুর্জ্জন-সমাজে পুণ্যময়ী জননী গান্ধারীর আগমনে সাধুজনের চিত্তেও সেইরূপ বিমল আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইল! ঘোরতর নরক-প্রদেশে সহসা যেন স্বর্গীয় সৌরভময় পুণ্য বায়ু প্রবাহিত হইল! মাতৃস্নেহের কোমল স্পর্শে সভাগৃহ যেন শান্তিময় হইয়া উঠিল!

তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রে দুর্ব্বিনীত দুর্য্যোধন, তুই একেবারেই উৎসন্ন হইলি! তুই লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন করিয়া আপনার ভ্রাতৃবধূকে সভামধ্যে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতেছিস্! তোকে ধিক্! প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া দ্রৌপদীকে মধুরবাক্যে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, বৎসে, যাহা হইবার হইয়াছে, অতঃপর তুমি শোক পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্ন হও। তোমার প্রসন্নতা ভিন্ন এই দুর্জ্জনদিগের আর কিছুতেই

নিষ্কৃতি নাই। বৎসে, তুমি আমার সমুদায় বধূদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

দ্রৌপদী যথোচিত সম্ভ্রমসহকারে কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্র-গণ যেন ঐ মহাত্মাকে দাস বলিয়া সম্বোধন না করে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি, আমি তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম। এক্ষণে তোমাকে আর এক বর দিতে ইচ্ছা করি। তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নও। দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ, এই মহাবীর ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্বের মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কন্যে, আমি তোমার প্রার্থিত বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই।

তখন মনস্বিনী দ্রৌপদী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্, লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু; বাসনার পরিসমাপ্তি নাই; ইন্ধন-প্রাপ্ত হুতাশনের ন্যায় উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে; অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করিব না। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ সুগভীর পঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইলেন, অতঃপর উঁহারা পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

দ্রৌপদীর মুখে এই নিঃস্বার্থ মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া সভা-মধ্যে পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনি উঠিতে লাগিল। সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, পাণ্ডব ও কৌরবগণ দুস্তর ব্যসনসাগরে নিমগ্ন হইতেছিলেন, সাধ্বী দ্রৌপদী তরণী হইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার

করিলেন! বস্তুতঃ শান্তিময়ী রমণীর পুণ্য-বারি গুণেই যে পুরুষের পাপবহ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, অদ্য তাহা প্রত্যক্ষ হইল।

অনন্তর মহামতি যুধিষ্ঠির রাহুবিমুক্ত শশধরের ন্যায় প্রসন্নচিত্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে মহাভাগ, অতঃপর কি করিব, অনুমতি করুন। আমরা চিরদিনই আপনার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সত্যপরায়ণ, তোমার কল্যাণ হউক; তোমরা স্বচ্ছন্দে গৃহে গমন কর। আমি প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিতেছি, তোমরা সমস্ত ধনজনসহ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ রাজ্যপালন কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ, যেখানে ক্ষমা, সেখানেই ধর্ম্ম; যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই জয়; অতএব তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর! মহাবৃক্ষই ঝটিকাভিঘাত সহ্য করে! সজ্জনগণ শত্রুকৃত সৎকার্য্যেরই স্মরণ করেন, বৈরাচরণ তাঁহাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। তুমিও এই ভীষণ ভ্রাতৃদ্রোহ সময়ে সেইরূপ আচরণই করিয়াছ। অতঃপর তুমি দুর্য্যোধনের অপরাধ বিস্মৃত হও। তোমাতে ধর্ম্ম, বৃকোদরে বাধ্যতা, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য্য, নকুলে শুদ্ধতা এবং সহদেবে শুশ্রূষা গুণ বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। অতএব বৎস, তোমাদিগের কল্যাণ হইবে। তোমরা প্রসন্নমনে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন কর। কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠিত হউক; সকলের চিত্ত ধর্ম্মে অনুরক্ত হউক।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকারে অভিহিত হইয়া গুরুজনে ভক্তি, বন্ধুজনে শিষ্টাচার ও কনিষ্ঠজনে স্নেহ প্রদর্শন করিয়া ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডবগণ বিপন্মুক্ত হইয়া পুনরায় রাজ্যসম্পদ্ লাভ করিলেন দেখিয়া কৌরবেরা অতিশয় ভীত ও চিন্তিত হইলেন। পাণ্ডবদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করা হইয়াছে, তাঁহারা যে উহা নীরবে সহ্য করিবেন না, কৌরবেরা এ কথা সহজেই বুঝিয়াছিলেন। শত্রুকে বিশ্বাস নাই, তাহারা স্বস্থানে বদ্ধমূল হইতে না হইতেই তাহাদিগকে দূরীভূত করা কর্ত্তব্য, এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া দুর্য্যোধন পিতার নিকট যাইয়া কহিলেন, মহারাজ, শত্রুর শেষ রাখা অনুচিত, এই চির প্রচলিত রাজনীতি কি আপনি বিস্মৃত হইলেন? এই পাণ্ডবদিগকে আপনি যেরূপ মিত্র বলিয়া মনে করিতেছেন, উহারা সেরূপ নহে। সুযোগ পাইলেই উহারা আমাদের অনিষ্ট সাধন করিবে। আমরা যখন প্রকাশ্যরূপে তাহাদের অপকার করিয়াছি, তখন আর তাহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবে না; দ্রৌপদীর অবমাননা তাহারা কদাপি সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব আমরা বনবাস পণ রাখিয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতেই পাণ্ডবদিগের বিষদন্ত ভগ্ন হইবে। আপনি পুনর্দ্যূতে অনুমতি প্রদান করুন।

বৃদ্ধ নরপতি দুর্য্যোধনের আপাতমধুর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, বৎস, তুমি তবে অবিলম্বে পাণ্ডবদিগকে আনয়ন কর, তাহারা আসিয়া পুনরায় দ্যূতে প্রবৃত্ত হউক। পুত্রের

কুমন্ত্রণায় বৃদ্ধ রাজার পুনশ্চ মতিভ্রম ঘটিয়াছে, তিনি আবার পাণ্ডবদিগকে দ্যূতে আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া ভীষ্মাদি কুরুপ্রবীণেরা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিলেন ; কিন্তু সেই অপরিণামদর্শী বৃদ্ধ তাঁহাদিগের হিতবাক্যে উপেক্ষা করিয়া পাণ্ডবদিগের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। প্রাণীর স্বর্ণকলেবর ধারণ করা অসম্ভব জানিয়াও রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগের জন্য অরণ্যে ধাবিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ বিপৎ কালে লোকের প্রায়ই মতিভ্রম ঘটিয়া থাকে ।

দূতমুখে ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির বুঝিলেন, কুরুকুলের আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে ! পৃথিবী অকৌরব বা অপাণ্ডব না হইলে কিছুতেই শান্তি স্থাপনের আশা নাই। তখন তিনি দ্যূতক্রীড়ার বহুদোষ অবগত থাকিয়াও দৈবপ্রেরিত হইয়াই যেন, পুনরায় পরিজনসহ কৌরব-সভায় উপস্থিত হইলেন।

তখন শকুনি হৃষ্টমনে অগ্রসর হইয়া কহিল, হে পার্থ, মহা-রাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় করুণাগুণে আপনাদিগকে পণমুক্ত করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে। এক্ষণে এক অভিনব পণ নিরূপিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। আমরা দ্যূতে পরাজিত হইলে মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিব। আর আমরা জয়ী হইলে আপনাদিগকেও অজিন পরিধান করিয়া কৃষ্ণার সহিত এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে।

শকুনির এই ভয়ানক পণের কথা শ্রবণ করিয়া সভাস্থ

সমস্ত লোক নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে মন্দমতি কৌরবগণ, তোমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অতি ভয়ঙ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাইতেছ! ইহার পরিণাম যে কি হইবে, বোধ হয়, ইনি তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন নাই! যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুহৃদ্‌গণ, এই বিষময় কার্য্যের পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়াও গুরুজনের আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারি না। শকুনি কহিল, হে কৌন্তেয়, বৃথা বাক্যব্যয়ে কালক্ষেপ না করিয়া চল আমরা অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হই। তখন যুধিষ্ঠির শকুনির কথিতানুরূপ ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস পণ রাখিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। দ্যূতকৌশলী শকুনি অক্ষ নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

শকুনির জয় সংবাদ উচ্চারিত হওয়া মাত্র সভামধ্যে মহা-কোলাহল উপস্থিত হইল। সজ্জনেরা হাহাকার করিয়া আক্ষেপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কৌরবদিগের আনন্দের পরি-সীমা রহিল না। তাহারা পাণ্ডবদিগকে নানা প্রকার উপহাস ও দুর্ব্বাক্য দ্বারা ব্যথিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। পাণ্ডবগণ তাহা-দিগের কথা তুচ্ছ বোধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞানুসারে ত্রয়ো-দশ বর্ষ বনবাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা সমস্ত রাজা-ভরণ পরিত্যাগ করিয়া অজিন বল্কল ধারণ করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই ঘোর বিপদেও কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া প্রশান্তমনে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। অনুজেরা আপনা-দিগকে সম্পূর্ণরূপে জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী জানিয়া অম্লানচিত্তে তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

পাণ্ডবদিগের তপস্বিবেশ দেখিয়া দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ধৈর্য্যশীল যুধিষ্ঠির তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া অবনত মস্তকে অগ্রবর্ত্তী হইলেন; কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডবেরা উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন মহাবীর ভীমসেন কৌরবদিগকে কোপানলে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াই যেন কহিলেন, রে মূঢ়, এইরূপ পশ্বাচার দ্বারা তোমরা আমাদের কি ক্ষতি করিবে? ত্রয়োদশ বর্ষান্তে যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবদিগের প্রভাব জানিতে পারিবে। এই সভামধ্যে পুনরায় মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, আমি এই গদাঘাতে পাপমতি দুর্য্যোধনকে নিহত করিব; এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই দুরাত্মা উপহাসরসিক দুঃশাসনের রক্ত পান করিব। স্থিরমতি অর্জ্জুনও উত্তেজিত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, আমিও এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কর্ণ ও তাহার সৈন্যদিগকে আমি রণস্থলে সংহার করিব। যে সকল ক্ষত্রিয় যুদ্ধমোহে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, আমি তাহাদিগকেও যমালয়ে প্রেরণ করিব। যদি হিমালয় বিচলিত হয় সূর্য্য নিস্তেজ ও চন্দ্র নিষ্প্রভ হয়, তথাপি আমার প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবে না।

ভীমার্জ্জুনের এইরূপ ভয়ানক প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কৌরবগণ ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগকে নিবারণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে গমন করিলেন। তথায় কুরুপ্রবীণদিগকে সমবেত দেখিয়া সবিনয়ে কহিলেন, আমি পিতামহ, পিতৃব্য, আচার্য্য ও সমস্ত কৌরবমণ্ডলীর নিকট বিদায় লইয়া বনবাসে যাইতেছি; আশীর্ব্বাদ করুন, পুনর্ব্বার

আসিয়া যেন আপনাদিগের চরণ বন্দনা করিতে পারি। কুরু-বৃদ্ধেরা লজ্জাবশতঃ পাণ্ডবদিগকে কিছুই বলিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে তাঁহাদিগের শুভ কামনা করিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, আর্য্যা পৃথা রাজপুত্রী ও রাজমাতা; তাঁহার বনে গমন করা উচিত নহে। বিশেষতঃ তিনি বৃদ্ধা, বনবাসের ক্লেশ সহিতে পারিবেন না। অতএব তিনি সৎকৃতা হইয়া আমার আবাসে অবস্থিতি করুন। যুধিষ্ঠির তদীয় বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, মহাত্মন্, আপনি আমাদিগের পিতৃতুল্য, আপনার আজ্ঞা আমাদিগের অবশ্য পালনীয়। যদি আর কিছু কর্ত্তব্য থাকে, তাহাও আদেশ করুন।

বিদুর কহিলেন, পাণ্ডবগণ, তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তোমরা যেমন সর্ব্বদা ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ, ধর্ম্মও তোমাদিগকে নিয়ত সেইরূপ রক্ষা করুন। তোমরা একথা নিশ্চয় জানিবে, অধর্ম্ম করিয়া কেহ জয়লাভ করিতে পারে না। আপাততঃ যাহাই হউক, পরিণামে পাপ ও অত্যাচার পরাভূত হয়; ধর্ম্ম ও ন্যায়ই জয়লাভ করে। অতএব ধর্ম্মরাজ, তুমি চিরদিন ধর্ম্ম-পথেই স্থির থাক। তুমি ধর্ম্মাচরণে ঋষিদিগকে, ঐশ্বর্য্যে ইন্দ্রকে, বদান্যতায় কুবেরকে এবং ক্ষমাগুণে পৃথিবীকে পরাজিত করিয়াছ; অতএব তোমাদিগের জয় হউক! নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হও, পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে। সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির "যে আজ্ঞা" বলিয়া গুরুজনদিগকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দ্রৌপদী বিষণ্নমনে কুন্তীদেবীর সমীপে যাইয়া তদীয় চরণ বন্দনাপূর্ব্বক স্বামিগণের সহিত বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা

করিলেন। স্নেহময়ী জননী শোকাকুলচিত্তে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, মা, তুমি পতিব্রতা, সুশীলা ও সদাচারপরায়ণা, তোমার ধর্ম্ম-প্রভাবেই শত্রুগণ পরাভূত হইয়াছে। বৎসে, আমি সর্ব্বদা তোমার শুভানুধ্যান করিব; তুমি বিষ্ণুর অনুগামিনী লক্ষ্মীর ন্যায় স্বামিগণের অনুগমন কর। দেখ মা, আমার সহ-দেব সর্ব্বকনিষ্ঠ ও অতি কোমলস্বভাব; বনের দুঃখ তাহার সহিবে না! তুমি সর্ব্বদা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিও। প্রতিদিন স্বহস্তে তাহাকে পানাহার প্রদান করিও। সে শৈশবে মাতৃহীন হইলে আমি তাহাকে তিলার্দ্ধের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করি নাই। হা! এই দীর্ঘকাল তাহাকে ছাড়িয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব?

রাজমহিষী দ্রৌপদী দীনহীন কাঙ্গালিনীর বেশে গমন করিতেছেন দেখিয়া কুন্তী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বৎসহারা গাভীর ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়পুত্রেরা মৃগচর্ম্ম পরিধান ও শিরে জটা ধারণ করিয়া তপস্বিবেশে লজ্জাবনতমুখে বনবাসে গমন করিতেছেন; শত্রুগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; বান্ধবেরা শোকাকুল মনে বিলাপ করিতে-ছেন। পুত্রবৎসলা মাতা প্রাণাধিক সন্তানগণের এইরূপ শোচ-নীয় দশা দেখিয়া শোকে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি পুত্রদিগকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়, কি দৈব বিড়ম্বনা! যাহারা ভ্রমেও কদাপি অধর্ম্মপথে পদার্পণ করে নাই, তাহাদিগেরই এই বিষম দুর্গতি উপস্থিত হইল!

বৎসগণ, তোমাদিগকে এই অসহ্য ক্লেশে নিপতিত দেখিবার জন্যই কি আমি এত দিন জীবিত রহিয়াছি? পুণ্যবতী মাদ্রীর অদৃষ্ট প্রসন্ন বলিয়াই তিনি স্বামীর সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছেন, আমি অতি পাপীয়সী, তাই এই সকল যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য বাঁচিয়া আছি।

বৎস, যুধিষ্ঠির, তুমি ত আশৈশব সংযতচিত্ত ও ব্যসনবিমুখ, তবে সহসা তোমার মতিভ্রম ঘটিল কেন? তোমাকে হারাইয়া আজি ইন্দ্রপ্রস্থ শ্মশানে পরিণত হইল! হায়! আজি ধর্ম্ম অনাথ হইল, সত্য আশ্রয়হীন হইল, প্রকৃতিবর্গ কাণ্ডারিহীন তরণীর ন্যায় অসহায় হইয়া পড়িল। বৎস ভীম, আমার প্রদত্ত অন্ন ব্যতীত তোমার ত ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না; আহা! সেই ভীষণ অরণ্যে কে তোমাকে আহার প্রদান করিবে? প্রাণাধিক অর্জ্জুন, তুমি ত আমার শেষ সন্তান, তোমার মুখ না দেখিয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? বৎস নকুল, তুমি এই অভাগিনী মাতার প্রাণ আকুল করিয়া কোথায় যাইবে? বাছা সহদেব, তুমি আজিও বালক, তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোন ক্রমেই গৃহে থাকিতে পারিব না! তুমি নিবৃত্ত হও, এ দুঃখিনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না!

জননীর এইরূপ মর্ম্মবিদারক বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহারা স্নেহময়ী মাতাকে একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। কেবল বিদুরের প্রতি পুনঃ পুনঃ আকুলনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া মাতার চরণধূলি গ্রহণপূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলেন। তখন ধীমান্ বিদুর পাণ্ডব-

শোকে মৃতপ্রায় হইয়াও শোকবিহ্বলা পৃথাকে জ্ঞানগর্ভ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন।

পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করিলে রাজপুরীতে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল! নগরবাসিগণ সমবেত হইয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল, হা! এতদিনে মহাত্মা পাণ্ডুর নাম একবারে বিলুপ্ত হইল! দুর্ব্বিনীত লুব্ধ-প্রকৃতি কৌরবগণের প্রতি আর আমাদের আস্থা কোথায়? পাপাত্মা দুর্য্যোধন যেখানে রাজা, কপটাচারী শকুনি যেখানে মন্ত্রী এবং দুর্দ্দান্ত দুঃশাসন যে রাজ্যের নেতা, তথায় সুখের কথা দূরে থাকুক, জাতিকুল, ধর্ম্মকর্ম্ম ও ধনসম্পদ্ রক্ষা করাই কঠিন! অতএব চল, আমরা এই পাপপুরী পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত অরণ্যে গমন করি।

এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া প্রধান প্রধান পৌরগণ পাণ্ডবদিগের নিকট যাইয়া কহিল, হে ধর্ম্মবিদ্গণ, আপনারা এই হতভাগ্য-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছেন? আপনাদিগকে বিদায় দিয়া এই পাপরাজ্যে বাস করিলে আমরা সমূলে বিনষ্ট হইব! দেখুন সাধুসঙ্গের অশেষ গুণ। যেমন বস্ত্র, জল ও বায়ু কুসুমসংসর্গে সৌরভময় হইয়া উঠে, সেইরূপ সংসর্গজনিত গুণ অন্যকেও গুণবান্ করে। আপনারা পুণ্যশীল, আমরা স্বয়ং ধর্ম্মা-নুষ্ঠানে অসমর্থ হইলেও আপনাদিগের সঙ্গগুণে পুণ্যলাভ করিতে পারিব। কিন্তু এই অসজ্জনসেবিত রাজ্যে বাস করিলে আমরাও অসৎকার্য্যে অনুরক্ত হইব। অতএব আমরা শ্রেয় লাভের জন্য আপনাদিগের সহিত অরণ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অদ্য আমরা ধন্য হইলাম! কেন না, আমরা অতি নির্গুণ হইলেও এই স্নেহময় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য প্রকৃতিবর্গ অনুকম্পাবশতঃ আমাদিগের অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হে ব্রাহ্মণ-প্রমুখ প্রজাগণ, আপনারা নিবৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করুন। ধর্ম্মই আপনাদিগকে রক্ষা করিবেন। দেখুন, পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মাত্মা বিদুর, জননী কুন্তীদেবী ও অন্যান্য সুহৃজ্জন হস্তিনানগরে রহিলেন, তাঁহারা আমাদিগের জন্য অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন; আপনারা গৃহে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করুন। এই অনুরোধ রক্ষা করিলেই আমাদিগের যথেষ্ট তুষ্টিসাধন করা হইবে। তখন প্রকৃতিবর্গ পাণ্ডবগণের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইল।

এ দিকে বৃদ্ধ নরপতি স্বীয় পুত্রদিগের অসদাচরণের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি বিদুর ও সঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া ভীতচিত্তের ন্যায় তাঁহাদিগের সহিত পাণ্ডববিষয়িণী কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ সহসা সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, অদ্য হইতে ত্রয়োদশ বৎসর অন্তে দুর্য্যোধনের অপরাধে ভীমার্জ্জুনের হস্তে কুরুকুল নির্ম্মূল হইবে! হে রাজন্, তোমারই বুদ্ধিদোষে এই মহতী শত্রুতা উপস্থিত হইয়াছে। যখন দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন শকুনির পরামর্শে পাণ্ডবদিগের সহিত কুলক্ষয়কর দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল, আর তুমি অযথা পুত্রবাৎসল্য বশতঃ তাহাতে অনুমতি প্রদান করিলে, তখনই এই ভীষণ অনর্থের

সূচনা হইল! যখন তোমার দুর্জ্জন পুত্রেরা সভামধ্যে কুলবধূর অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও তুমি উহা নিবারণ করিতে সাহস করিলে না, তখনই এই কুরুকুলধ্বংসের বীজ রোপিত হইল! হে রাজন্, দৈব প্রতিকূল হইলেই লোকের বুদ্ধিভ্রংশ হয়; বুদ্ধি কলুষিত হইলে, অনীতি নীতির ন্যায়, অনর্থ অর্থের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কেহ হিতবাক্য কহিলেও অহিত বলিয়া বোধ হয়। হে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণ ধর্ম্মের আশ্রয়, দ্রৌপদী স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিণী; যখন তুমি নরাধম পুত্রের অনুরোধে তাঁহাদিগকে ঘোর অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়াছ, তখন আর নিস্তার নাই। কুরুবংশের এই পর্য্যন্ত শেষ!

এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ সেই হীনজনসেবিত সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহর্ষির উচ্চারিত সেই ভবিষ্যদ্বাণী যেন দৈববাণীর ন্যায় সভামধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! সভাস্থ জনমণ্ডলী যেন বজ্রাহতের ন্যায় নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল! হা! পুণ্যভূমি ভারতের পবিত্র বক্ষে সেই দিন যে আত্মদ্রোহরূপ বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, ভারতসন্তান আজিও তাহার ফলভোগ করিতেছে! কুরুসভায় একান্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া সেই দিন যে ভারত-রাজলক্ষ্মী অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন, আর ত তিনি ফিরিয়া আসিলেন না!

সমাপ্ত